হাসান উৎপল

ফেরারী

এক খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চ-উপন্যাস

হাসান উৎপল

কোটিপতি হাশিমুদ্দীন চৌধুরী পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

ওঁর যৌবনবতী স্ত্রী রুমানা বৈভবে বন্দী।

সুদর্শন স্বাস্থ্যবান তরুণ বাদল ট্যুরিস্টশপের কর্মচারী।

দোকানেই দেখা রুমানা-বাদলের, কয়েকঘণ্টার পরিচয়,

একত্রে মন্দির দর্শন, গল্প, রিক্সায় গায়ে গা লাগা।

এখানেই সব শেষ হয়ে যাবার কথা···

কিন্তু হলো না।

মহিলা ভুলে রেখে গেল তার হীরের দুলজোড়া।

বাদলের রক্তের তেপান্তরে তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি···

ছুটে চলেছে দুরন্ত এক অচেনা ঘোড়সওয়ার।

মনে হলো, ভুল করে ফেলে যায়নি ওটা রুমানা।

এ তার সুন্দর শরীরের যৌবনের অতল আহ্বান।

কি করবে এখন বাদল?

পনেরো টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/BoiLover
spolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook:

www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Facebook Group :

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা
প্রকাশনী

ফেরারী

পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা

হাসান উৎপল

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৩

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

Ferari
By Hassan Utpal

ফেরারী

হাসান উৎপল

প্রথম অধ্যায়

এক

দু'দুটো বাস এসে থামতেই ঝরঝর করে নামলো একপাল ছাত্রই হবে! বাসের গায়ে লাল সালুতে লেখা 'শিক্ষাসফর' তারপর কলেজের নাম। ছেলে ছোকরাগুলো মুহূর্তে রাস্তার চেহারাই দিল বদলে। বাহ্, কিছু ছুকরিও আছে দেখছি! ওরা নামলো ধীরে ধীরে। আর ছোকরাগুলোর দাপাদাপি দ্বি-গুণ হলো। বোঝা যায় স্টাডি ট্যুরের নামে বেড়াতে এসে সকালটা কাটিয়েছে সৈকতে। টিচার বেচারা হয়তো সারাদিন বক্তৃতা দিয়েছেন কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের রেডিও অ্যাকা-টিভ বালুর বিষয়ে। এখন এসেছে ঝিনুকের পুতুল বা বার্মিজ লুঙ্গি ক্রয়ের বায়না ধরে।

দু'তিনটে ক্যামেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মেয়েদের ঘিরে। দো-কান খুঁজছে কেউ কেউ। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোন্‌টিতে যাওয়া যায়।

দু'জন একটু বিচ্ছিন্ন। ছেলেটি ছবি তুলছে একজন সুহা-

সিনী, সুবেসিনী, সুকুন্তলার। হাসলো বাদল, মনে মনে, এতোগুলো শব্দ ঝট করে মনে করতে পেরে।

'ওরা আমাদের দোকানে আসবে—আমি বেট ধরে বলতে পারি!' পাশের দোকানের আন্নি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আঠারো বছরের ডাঁসা মেয়ে। 'দু'আনি' বলে ডাকে বাদল। ওর নামটা আন্নি হলেও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে 'মাথিন'। বার্মিজ নাম। বার্মিজ সেজে দোকানটা খুলেছে। বাবা চট্টগ্রামের লোক। বার্মায় যাওয়া আসা করতো—চোরা কারবার ছিল হয়তো। বার্মায় বসবাসকারী এক বাঙ্গালীর কন্যাকে বিয়ে করে ওখানেই আস্তানা গাড়ে। তারপর আট-ষট্টিতে তাড়া খেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে। তখন থেকেই দোকান। আগে মা বসতো, এখন মেয়ে। মার বয়স হয়েছে।

আন্নির কথার উত্তর দিতে হবে। উত্তর পাবার জন্যেই কথা বলে আন্নি।

'আমাদের দোকানেও আসতে পারে,' বাদল দলটাকে ইঙ্গিত করে বললো। 'দেখছো না, কিছু ছুকরিও আছে!'

ইঙ্গিতটা বুঝলো আন্নি।

'আমাদের দোকান!' আন্নি মুখ বানালো, 'যদি এক আনা অংশও তোমার হতো।'

এই সত্যি কথাটা আন্নি দিনে অন্তত সাড়ে তিনবার বলবে। কারণ বাদল মান্দালয় স্টোরের কর্মচারী। আর আন্নি আরা-কান শপের মালিক-কন্যা।

উত্তর দেবার সময় নেই। দলটা এগিয়ে আসছে। সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে বাদল মুখটা হাসি হাসি করলো। আর আনি লুঙ্গির উপর ইন করে পরা টি শার্টের দুটো বোতাম খুলে দোকানের সিঁড়িতেই দাঁড়ালো।

দলটা মান্দালয় স্টোর পার হয়ে আরাকান শপের সামনেই দাঁড়ালো। এবং সুড়সুড় করে উঠে গেল বেশ কয়েকজন দোকানের ভেতর। বাকিরা এগিয়ে গেল সামনে।

'কি হলো, দিলে তো এতোগুলো খদ্দের ওই নষ্ট মেয়েটার হাতে তুলে।' দোকানের ভেতর থেকে ভেসে এলো বুড়ির গলা। বুড়ো বোধহয় গাঁজায় দম দিয়ে বেহুঁশ। এরাও এসেছে বার্মা থেকে—এদেশেরই মানুষ। অনেক পুরুষ আগে গিয়েছিল, ষাটের মাঝামাঝি সময় আবার এসেছে। আগে বসতো বুড়ির মেয়ে। কিন্তু মেয়েটা বিয়ে করে জামাইকে নিয়ে দোকান দিয়েছে চট্টগ্রাম বিপণীবিতানে। বুড়ো-বুড়ির আর কেউ নেই—তাই বাদলকেই রেখেছে বেতন দিয়ে।

'দোকানে ভিড় বাড়িয়ে লাভ আছে?' বাদল জানে বুড়ি কিসে খুশি হবে। 'দুনিয়ার ছেলেছোকরাগুলো ও দোকানে ভিড় করছে, দু'চোখ ভরে দেখছে ওই ছুঁড়িটাকে, দোকানের মাল পর্যন্ত কারো নজরই পৌঁছায় না। খালা, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বিক্রি তো আমাদেরই বেশি।'

'জিনিস আমরা সরেস দিই, ফাঁকি টাকি কারবার আমি বাপু পছন্দ করি না। তাছাড়া হিসেব করে তোমাকে রেখেছি। দুটো ভালো কথা জানো, পেটে বিদ্যে আছে, ইংরেজীর জোর আছে, বিদেশী খদ্দের ভাল জোটে।' বুড়ি বলে চললো,

'নইলে আমার বোনের ননদের মেয়েটা এসেছিল না বার্মা থেকে? ওই আন্নি ছুঁড়িটা ওর কাছে শাকচুন্নি,—আহা কি রূপ। কিন্তু আমি নিলাম না। বরং ঘরে বসিয়ে পাত্র জোগাড় করে বিয়ে দিয়ে দিলাম। ওসব এনে বসালে উটকো লোক ভিড় করে, ব্যবসা হয় না।'

পাশের দোকানে তুখোড় আন্নি ছোকরাগুলোকে কাবু করার চেষ্টা করছে। ওরা ক্রেতা না, বার্মিজ মেয়েদের গল্প শুনে এসেছে। হয়তো কেউ কেউ কিনবে একটা লুঙ্গি তাও বেজায় দরদস্তুর করে।

'আর একটা কথা বলি তোমাকে—' বুড়ি আবার ভেতর থেকে শুরু করলো। 'তুমি বাবা ওই ছুকরিটার কাছে বেশি ভিড়ো না। তুমি বিদেশ বিভূঁইয়ের মানুষ, একা থাক, আজও বুঝলাম না দুনিয়ায় আর কে কে আছে তোমার। বিয়ে- থাও করতে চাও না। ও ছুঁড়ির নজরে না পড়াই ভালো।'

হাসলো বাদল শব্দ করে।

ছেলেমেয়েগুলো আরাকান শপ থেকে বের হয়ে ওপাশে চলে গেল। বাদলের হাসি শুনে আন্নি বের হয়ে এলো সিঁড়িতে। বললো, 'ওরা ঘুরে আসবে, বায়না দিয়ে গেছে!'

'মুখের কথার বায়না?'

'ভদ্রলোকের মুখের কথার দাম আছে।'

'কথায় তবে চিঁড়ে ভেজে, দু'আনি?'

'তবু তো কথা হয়েছে, তোমার তো তাও হলো না,' আন্নি হাসলো। 'এমন অমিতাভ বাচ্চন মার্কা চেহারাটা ও ছুঁড়ি-

গুলো চেয়েও দেখলো না।'

দোকানের ভেতর গেল আন্নি। বোধহয় শার্টের আরও একটা বোতাম খোলা যায় কিনা আয়নায় দেখবে। মেয়েটা সুন্দর দেখতে, কিন্তু রূপ সচেতন ওর সুন্দর শরীরটা বুড়ির ভাষায় 'গতর' হয়েছে। বুড়ি নিজেও ছিল রূপসী। সেজন্যে আর এক রূপসীকে এ বয়সেও সহ্য করতে পারে না। অথবা তার রূপের কাছে এদের 'শাকচুন্নি' মনে করে। যার জন্যে দু'-একজন সুন্দরীকে চাকুরী দিয়েও রাখতে পারেনি। রাখতে হয়েছে বাদলকে। এখানেও চেহারাটাই ছিল প্রধান। প্রায় ছয় ফুট লম্বা বাদল তখন বার্মার ইস্ফলে মাল কেনা-বেচা করে। সেখানেই বুড়ির সঙ্গে পরিচয়। বুড়ি গিয়েছিল চোরাই মাল কিনতে, এই দোকানের জন্যেই। এসেছিল একসঙ্গে কারবার করবে বলে। তা আর হয়নি। প্রথম প্রথম একটা হাত খরচা দিতো, সেই হাত খরচাটা এখন একটু বেড়েছে, একার চলে যায়।

আন্নির শরীরটা সুন্দর, বাদল জানে। শুধু শরীর নয়, আন্নি টাকা জমিয়েছে, বাপের দোকানের অংশও পাবে, সব নিয়ে চট্টগ্রাম বা ঢাকায় দোকান দিতে চেয়েছিল বাদলকে নিয়ে।

লোভ হয় বাদলের ঢাকা যাবার, কতদিন তো হয়ে গেল, কিন্তু সাহস হয়'না।

ভালোই তো আছে।

আন্নি যদি বেশি অ্যাম্বিশাস না হতো তবে ওর সঙ্গে এখানেই দোকান দেয়া যেত, কিন্তু আন্নি এখানেই খুঁটি গাড়—

বার মেয়ে নয়। ও অনেকদুর যেতে চায়—বাদল চায় না।

দলটা আবার আসছে। আন্নিও আবার বের হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির কাছে। আরেক প্রলেপ রং লাগিয়েছে মুখে।

'হু আনি, এবার দোকানের মাল নয়রে, তোকেই নিয়ে যাবে শহরে।' বাদল বললো।

'কারো কারো সাহস থাকতেও পারে পৃথিবীতে।' আন্নি এবারের কথা তার চোখে তাকিয়ে বললো কেটে ছেটে। বলে আর দাঁড়ালো না, ভেতরে উঠে গেল।

দলটা হুল্লোড় করতে করতে বাসের দিকে এগিয়ে গেল। অন্য দোকান থেকে কিছু কেনা-কাটা করেছে। তাড়া আছে, আর কোনো দোকানে ঢুকবে না। ওদের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বাদল।···দশ বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। দশ বছর আগের পৃথিবীটাকে আর নিজের বলে মনে হয় না। অথচ এই দশটা বছরও যেন তার নয়। যেন অন্য কারো হয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে ও। আন্নি ভেতর থেকে আর বের হয়নি। আন্নিকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে থমকে গেল। বাস দুটো বের হয়ে যেতেই একটা টয়োটা এসে দাঁড়ালো তারই দোকানের সামনে। ড্রাইভিং সীটে বসা এক মহিলা। গাড়ি থেকেই সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখলো দোকানের সাইনবোর্ড। তারপর নামলো। চাবিটা হাতে নিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে গাড়ির দরজাটা ঠেলে দিল।

অ্যাশ রঙের শাড়ি, মিল দেয়া সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ, চুল খোঁপা করা। আঙুল দিয়ে সানগ্লাসটা কপালে উঠিয়ে হালকা

পায়ে উঠে এলো বাদলের দোকানেই।

বাদল অপেক্ষা করলো একটু—মহিলা শো-কেসে সাজানো জিনিস দেখছে। এ স্বাধীনতা ক্রেতার থাকা উচিত। হয়তো চায় কোনো নির্ধারিত জিনিস বা দেখে নির্ধারণ করতে। অথবা দেখেই চলে যাবে। অন্য সময় হলে বাদল অপেক্ষা করতো আরও কিছুক্ষণ। কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে হলো নীরবতা ভাঙতে।

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?'

চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। সোজা বাদলের চোখে রাখলো চোখ। বিশাল চোখের চাউনি বাদলকে ভেতর ভেতর কাঁপিয়ে দিলো। মৃদু হাসলো। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঝটকা বাতাস মেয়েটির গালে পড়ে থাকা চুলের গুচ্ছ নিয়ে খেলা করলো। সেটা সামলে বললো, 'আপনি বিক্রেতা, নাকি গাইড ?'

'গাইড।' বাদল শো-কেসে টাঙানো হাতে লেখা কার্ড বোর্ডটা দেখে হাসলো, 'ওটা বিদেশীদের জন্যে। এক ঢিলে দুই পাখি। ওদের এদিক ওদিক নিয়ে যাই কিছু পাওয়া যায়, তারচে বড় কথা এ দোকানের জিনিস বিক্রি হয়। এটা আমার বুদ্ধি নয়, মালিকের বুদ্ধি। তবে আমার উপরি আয় ছাড়াও লাভ হলো দোকান থেকে ছুটি মেলে।' বাদল হাসলো, 'বলুন কি দেখাবো ?'

একটা বড় ঝিনুক হাতে তুলে নিয়ে দেখছে মেয়েটি, অথবা দেখছে না। মুখে মৃদু হাসি। হঠাৎ বললো, 'আমি এসেছি এই দলটির সঙ্গে। শো-কেসের জিনিস নয়, নোটিশটা দেখেই

আমি ফিরে এলাম।'

'দলটা তো চলে গেল!'

'কদ্দূর আর যাবে,' হেসে উঠলো মেয়েটি। বললো, 'ওরা যাবে রামু। আমি রামু গিয়েছি অনেকবার। তাই বিদায় করলাম। রাতে ওরা ফিরে কক্সবাজার আসবে, কাল দুপুরে ফিরে যাবো একসঙ্গে।'

'চট্টগ্রাম?'

'প্রায় তাই,' মেয়েটি বললো। 'আমি মহেশখালী যাইনি। ওখানের মন্দিরটা দেখার ইচ্ছে ছিল।'

বাদল দেখছে মেয়েটিকে। অসাধারণ সুন্দরী। শুধু সৌন্দর্য হয়তো নয়, আরও কি যেন রহস্য মেশানো এর চেহারায়। কোথায় যেন অন্যরকম সবার চেয়ে।

'আপনি সাহায্য করতে পারেন?' মেয়েটির আগ্রহী প্রশ্ন।

'বললে অবশ্যি করতে হবে আইন অনুসারে। কারণ আমাকে গাইড হিসেবে ভাড়া করলেও আমার মূল দায়িত্ব হয় দোভাষীর কাজ। এবং রিকসা যাতে পয়সা বেশি না নেয়, কোথায় কি খেতে পাওয়া যায়, পানি ফুটানো কিনা ইত্যাদিও দেখতে হয়।' বাদল বললো, 'আপনার তো সে-সমস্যা নেই।'

'আমার সমস্যা আরও বেশি,' মেয়েটি হাসলো। 'আমি মহিলা। যাকে বলে অবলা, একেবারেই ভাষাহীন।'

'গাড়ি তো নিজেই চালাচ্ছেন,' বাদল বললো। 'বাস থেকে সবাক একজন নিয়ে নিতে পারতেন। অনেকে নিশ্চয়ই আগ্রহী

ছিল।'

'নেয়া যেতো,' মেয়েটি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললো। 'অসুবিধাও ছিল। আমি ছাত্রী নই তা দেখেই বুঝতে পারছেন। টিচারও নই।'

'তবে?'

'গার্জেন বলতে পারেন। কলেজ কমিটির সদস্য,' মেয়েটি বললো। 'আমার গাড়িতে বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল ছাড়া কেউ ওঠেন না। বুড়োকে এই মাত্র বাসেই উঠিয়ে দিলাম।'

আন্নি এসে দাঁড়িয়েছে। কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে।

'আমি বেশি করে জিনিস কিনলে আপনার বুড়ি নিশ্চয়ই আপনাকে ছুটি দেবে!'

লজ্জা পেল বাদল। বললো, 'দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করে আসছি,' ঘড়ি দেখে বললো। 'লঞ্চ তো জোয়ার ভাটার হিসেবে ছাড়ে…'

'আমি খোঁজ নিয়েছি,' মেয়েটি বললো। 'বেলা ছটোয় একটা ছাড়বে। এখনো বিশ মিনিট সময় আছে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়িতে উঠলো বাদল। এর মধ্যে মুখে পানি ছিটিয়েছে, প্যান্ট পাল্টিয়েছে। আর মেয়েটি বুড়ির কাছ থেকে এরই মধ্যে কিনেছে তিনশো টাকার জিনিস। বুড়ি বললো, 'বাপু, একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ো, ইংরেজীতেই বলবে বুঝলে?' পরের কথাগুলো আস্তে বললো।

বাদল আন্নিদের দোকানের দিকে চোখ ফেরালো না।

ফেরালে দেখতো আন্নি সিঁড়িতে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে। মুখরা আন্নি এমন ঘটনা কোনোদিন দেখেনি বলে বুঝে উঠতে পারলো না কি করা উচিত। গালের উপর যখন পানির অনুভব পেলো তখন ও ভুলে গেল এটা মুছে ফেলা উচিত।

'আমাদের পরিচয়টা কিন্তু এখনো হলো না,' মেয়েটি বললো। 'আপনার নামের একটা অংশ জেনেছি কার্ডবোর্ড থেকে বাদল। পুরো নামটা ?'

'বাদল ডাক নাম। পোশাকী নামটা একেবারেই বাজে সে-জন্যে ওটা ব্যবহার করি না। বাদল বলেই সবাই জানে আমাকে।'

'আমি রুমানা চৌধুরী।' বলে হাসলো।

নামটা, 'রুমানা চৌধুরী' বেশ কনফিডেন্সের সঙ্গে বললো। বাদলও মনে করার চেষ্টা করলো, এমন নাম শুনেছে কিনা, কিন্তু পারলো না। মনে পড়লো না। তবে একটা কথা : রুমানা চৌধুরী কক্সবাজার ভাল ভাবেই চেনে। নির্দেশ ছাড়াই এসে পৌঁছালো লঞ্চ ঘাটে !

লঞ্চে ওঠার সময়ই লক্ষ্য করলো বাদল : সবার চোখ তাদের দু'জনের উপর। সব সময়ই তাই হয়। কারণ আগে এসেছে বিদেশীদের নিয়ে। কিন্তু সে চাহনি আর এবারের মধ্যে অনেক তফাৎ। গাড়িতে বা দোকানে রুমানাকে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। এখন হচ্ছে। সাদাসিধে ময়লা পোশাক

পরা মানুষগুলোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রুমানা। এখন বোঝা যাচ্ছে সে অন্য জগৎ থেকে এসেছে। এতক্ষণে নিজেকে দেখলো বাদল। কালো কর্ডের প্যান্টটা ময়লা হলেও বোঝা যায় না কিন্তু আজ মনে হলো কেমন ধূসর ধূসর। শার্টের ছাই রঙ ওর শাড়ির রঙের পাশে নীলচে লাগছে। এবং মলিন।

টিকেট বাদলই কাটলো। লোকটা আসতেই রুমানা ব্যাগ খুলেছিল। কিন্তু বাদল হাতের ইশারা করে নিজের পকেট থেকে দশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল। বললো, 'হিসেব পরে হবে।'

'আপনি তো এ অঞ্চলের লোক নন.' রুমানা বললো।

চমকে তাকালো বাদল। বললো, 'চাকমা বা বার্মিজ অব-শ্যিই নই।'

'আমি তা বলিনি,' রুমানা বললো। 'আপনি কক্সবাজা-রের লোক নন।'

'আমাদের পরিবার এসেছিল পশ্চিম বঙ্গ থেকে।' বাদল বিষয়টা এড়াতে চাইলো। কিন্তু এর চেয়ে ভালো উপায় পেল না। বললো, 'আপনারও দেশ ওদিকেই মনে হয়।'

'হ্যাঁ, তাই,' রুমানা বললো। 'আমি কলকাতার মেয়ে। আপনি কিভাবে বললেন?'

'ভাষায় এখনও টান রয়ে গেছে,' বাদল বললো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘাটে ভিড়ছে লঞ্চ। নামতে হবে।

'হাঁটতে হবে,' বাদল বললো। 'বেশ কিছুটা।'

'ওই যে রিকসা—'

'হ্যাঁ, কিছুদুর যাওয়া যায়, কিন্তু হাঁটা এড়াতে পারছেন না,' বাদল বললো। 'হাইহিলের আজ দফারফা হবে।'

রিকসা ডেকেই মনে হলো, এক রিকসা, না দুই রিকসা? রিকসার হুড নামিয়ে রুমানা উঠে পড়ে বললো, 'আসুন।'

একটু ইতস্তত করে উঠে পড়লো বাদল। উঠেই শিহরিত হলো। রিকসাটা সত্যিই চাপা। এবং দেখলো মুহূর্তে লাল হয়ে গেছে রুমানা। বাদলের যাযাবর জীবন নারী সঙ্গ-বিবর্জিত নয়, অথচ রক্তে এমন তাণ্ডব শুরু হলো কেন?

আর তখনই মনে পড়লো সন্ধ্যার আগে ফেরার লঞ্চ পাওয়া যাবে না। কিন্তু বলতে গিয়ে পারলো না। আড়চোখে দেখলো, রুমানা রাস্তার পাশে পানির ওপর উড়ন্ত গাংচিলের ঝাঁক দেখছে। মনে হলো কথাটার যেন অন্য অর্থ দাঁড়াবে।

'এত ঝিনুক একসঙ্গে দেখলে কেউ আর আপনার দোকানের ঝিনুক কিনবে না,' রুমানা বললো।

বিরাট ঢিবি করা ঝিনুক দেখে কিশোর বয়সে তার জমানো ঝিনুকগুলো বিলিয়ে দিয়েছিল বন্ধুদের। এ ঝিনুকগুলো পুড়িয়ে চুন হয় শুনে তারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সেই কবেকার কথা!

'কি ভাবছেন?'

'ফিরতে রাত হবে,' বাদল বললো। 'জায়গাটা ভাল না।'

'সেজন্যেই তো শক্ত সমর্থ লোকের সঙ্গে এসেছি।' বলে হাসলো রুমানা।

'আপনার কানের হীরার দুল জোড়া খুলে ব্যাগে রাখুন।' বাদল বললো।

'আমার চেয়ে ও দু'টোর দাম বেশি বুঝি?'

'ওদের কাছে তাই।'

রুমানা ব্যাগটা বাদলের হাতে দিয়ে দুল খুলতে লাগলো। চলন্ত রিকসার দোলায় অসুবিধা হচ্ছে। একটা খুলে দ্বিতীয়-টা চেষ্টা করে বললো,'পুশ সিস্টেম। আপনাকে সাহায্য করতে হবে।'

ব্যাগটা নিয়ে মাথাটা কাৎ করে ধরলো। মসৃণ গ্রীবা, একটু ঘাম জমেছে। খোঁপাটা উঁচু করে বাঁধা ব্লাউজের পিঠের দিক গোলাকার ভাবে খোলা। সামনেও নেমে গেছে শাড়ির আড়ালে বেশ গভীরে। নরম, উষ্ণ আহ্বান সেখানে। বাদ-লের হাত আস্তে উঠলো। কাধ স্পর্শ করলো। থমকে গেল।

'কি···খুলুন!'

সম্বিত ফিরে পেল বাদল। স্পর্শ করলো কান। কানের ভিন্ন অবস্থান নেই। বাদলের হাতেরও ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। সবকিছু হয়ে উঠলো শরীর। শরীরের স্পর্শে, রক্তের প্রবাহে শুধু উত্তাপ, ও শরীর!

খুলে আনলো দুল। রুমানার হাতে দিয়ে বললো, 'আমরা মন্দিরের কাছে এসে গিয়েছি—নামতে হবে।'

দুই

'আচ্ছা গাইড সাহেব, বলুন তো মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির ধাপ কয়টা ?' রুমানা হাইহিল নিয়ে সাবধানে উঠতে উঠতে বললো।

তাই তো। অনেকবার এসেছে বাদল—কিন্তু গুণে দেখিনি। সিঁড়িটা পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির।

'গুণতে নেই,' বাদল বললো। 'ছোটবেলায় প্রথম যখন এসেছিলাম আমার সেজ কাকা বলেছিলেন, এটা স্বর্গের সিঁড়ি।'

'বিশ্বাস করেছিলেন ?'

'বোকা ছিলাম বলে করেছিলাম,' শেষ সিঁড়ি উঠে বাদল বললো। 'এ স্বর্গ থেকে বিদায় হতে হয়, তখন বুঝিনি।' ওপর থেকে নিচটা দেখালো।

রুমানা খাড়া সিঁড়িটা দেখে বললো, 'তবে যাই বলুন আরোহন থেকে অবরোহন সোজা হবে।'

'পা সটকালে—আরও সহজ।'

দুজনই হাসলো। রুমানা কনুই ধরলো বাদলের। বললো, 'চলুন, দেখা যাক।'

হাত ধরে ঘুরে ঘুরে মন্দিরে দেব-দেবী দেখতে ওদের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি লাগলো না। বাদল মন্দিরের জন্ম-

বৃত্তান্ত, গল্প কাহিনী কিংবদন্তী থেকে শুরু করে দেব-দেবীর বর্ণনাও দিয়ে গেল নিজের অস্থিরতা ঢাকার জন্যে। রুমানা কখনো শুনলো, কখনো নিজেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো। একবার হিন্দু বধূদের সঙ্গে গড় হয়ে প্রণামও করলো।

ওখান থেকে বের হয়ে হাসছিল রুমানা। হাসিতে যোগ দিল না বাদল। বললো,'এরা কিন্তু স্বামীর মঙ্গল কামনায় প্রণাম করলো।'

'আমিও তাই করলাম।' রুমানা বললো গগলসটা পরতে পরতে।

গগলস পরলে রুমানার চেহারা একেবারে পাল্টে যায়। সবকিছু নিখুঁত। হার্ট শেপ ঠোঁট, খাড়া নাক—তবু চোখ দুটো ওর প্রাণ। চোখ ঢেকে দিলেই মনে হয় অন্য কেউ। অনেকটা প্রাণহীন পুতুলের মতো। বড় বেশি সাজানো। রুমানার কথায় গগলস্ ঢাকা মুখের দিকে তাকালো অবাক হয়ে।

মন্দিরের পাশে ছোট শান বাঁধানো জায়গা, ছায়া আছে। রুমানা এগিয়ে গিয়ে ওখানে বসে পড়ে ডাকলো বাদলকে। পায়ে পায়ে এসে পাশে দাঁড়ালো সে।

'বসুন।'

বসলো বাদল।

'লোকে আমাদেরই একটি কাপল মনে করছিল?' বললো রুমানা।

'না!' বাদল বললো, 'ওরা বুঝতে পারে।'

'কি বোঝে?'

'বোঝে আমি খেটে খাওয়া মানুষ, আপনি···তা নন।' বাদল বললো, হাসলো না একটুও।

'খেটে খাওয়া মানুষ ?' গগলসটা আঙ্গুলের খোঁচায় কপালে তুলে দিয়ে অবাক ভঙ্গি করলো রুমানা। বললো, 'আপনার খেটে খাওয়া মানুষ সম্পর্কে ধারণাই নেই !'

বাদল উত্তর দিল না দেখে রুমানাই বললো,'আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন ?'

চমকে তাকালো বাদল এবার।

'কোনো আণ্ডার-গ্রাউণ্ড পার্টির সঙ্গে আছেন ?' আবার জিজ্ঞেস করলো রুমানা। বাদলকে নীরব দেখে বললো, 'যে কাজ করেন তার জন্যে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না।'

'কি আর করতে পারতাম,' বাদল বললো। 'সতের সাল থেকে বাড়ি ছাড়া। তখন, সেই বয়সে এসব কাজ ভালো লাগতো—এখন আর কি করতে পারি ? তখন লেখাপড়া ছেড়ে এসে ভেবেছিলাম লেখক হবো। এখন শুধু জীবনযাপন। ছিলাম ইতিহাসের ছাত্র। ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপর বই লিখবো। আপনাদের মতো শিক্ষাসফরে এসে ভাল লেগে গেল সমুদ্র। প্রকৃতি বৌদ্ধদের প্রাচীন সংস্কৃতি আমাকে এখানেই রেখে দিল।' বাদল হাসলো রুমানার দিকে চেয়ে, 'এই হলো আমার সংক্ষিপ্ত জীবন।'

'বইটা কি লেখা শুরু করেছেন ?'

'করেছিলাম, এগোয়নি। তথ্য বেশি পাওয়া যায় না। শুধু গল্প পাওয়া যায়।'

'তবে উপন্যাস লিখুন,' রুমানা বললো। 'কক্সবাজারে অন্য কোনো পিছুটান আছে ?'

'যাযাবর মানুষ। পিছুটান থাকবে কিভাবে ?'

'জীবন এভাবেই চলবে নাকি ?'

'চলে যায়,' হাসলো বাদল। 'আমার সম্পর্কে অনেক কথাই হলো। এবার আপনার কথা বলুন।'

'আমার কথা ?' রুমানা হাসলো, 'আমার পুরো নাম রুমানা হাশিমুদ্দীন চৌধুরী। কিছু বুঝলেন ?'

'হাশিমুদ্দীন চৌধুরী…?'

'আমার স্বামীর নাম।'

'ওহ্!'

'শক্ড হলেন ?' রুমানা বললো। 'ছয় বছর বিবাহিত জীবন যাপন করছি। এখানে ছাত্রী হিসেবে আসিনি। এসেছি গভর্নিং বডি প্রধানের স্ত্রী হিসেবে। বয়স লুকিয়ে চলি তাও তো নয়, তবে ?'

লজ্জা পেল বাদল। হেসে বললো, 'আমার দিক থেকে পুরোটা হয়তো শক্ নয়। আবিষ্কারের বিস্ময় বলতে পারেন।'

'উন্মোচনের আনন্দ বললেন না শুনে খুশি হলাম।'

'সাহস কোথায় ?'

'সবার আরও একটু সাহস থাকা উচিত। সবারই একটু সাহস করে ঝোঁকের মাথায় কিছু কাজ করা উচিত সময় সময়। আমরা যদি সভ্য হবার ভান কম করতাম তবে পৃথিবীটা বসবাসের জন্যে উপযুক্ত হতো।' ওপাশের সবচে উঁচু পাহাড়-

টার দিকে তাকিয়ে বললো রুমানা কথাগুলো।

অবাক হয়ে দেখছিলো বাদল অদ্ভুত মেয়েটাকে। বুঝতে পারলো না এ কথাগুলোর পাল্টা কি বলা যায়। বললো, 'সাহস করে বলেই ফেলুন আপনার কথা।'

'হ্যাঁ, প্রচুর সাহস দরকার। জানি না আপনার ভালো লাগবে কিনা। কোলকাতায় জন্ম। বাবা ছিলেন সাধারণ ছোট বই বাঁধাই দোকানের মালিক। সাতচল্লিশ সালে কোলকাতা ছাড়তে পারেননি, কারণ তখনই কেবল বিলেত থেকে এনে বসিয়েছেন নতুন কাটিং মেশিন। বাবার বয়স তখন ছিল কম। কারো উপদেশ না শুনে নতুন মেশিন নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু পারলেন না আর বাড়াতে। মেশিন পুরানো হলো, অচল হলো, তারপর চৌষট্টির রায়টের পর আমাদের নিয়ে এসে উঠলেন ঢাকায় তাঁর ভাইয়ের বাসায়—অনেকটা আশ্রিতের মতো বলতে পারেন। এখানে বড় দু'ভাইয়ের ছোট-খাটো চাকুরীর উপর সংসার চলতো। বাবা আর ব্যবসা করতে পারলেন না। মারাই গেলেন শেষ পর্যন্ত। বড় দু'ভাই-কে একাত্তরে জবাই করা হলো মিরপুরে। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কেবল ভর্তি হয়েছি। বাহাত্তর সালে লেখাপড়া ছেড়ে চাকুরীর চেষ্টা শুরু করলাম। চাকুরী পেতাম। কিছু না থাকলেও রূপ ছিল। রূপের জন্যেই আবার ছাড়তে হতো চাকুরী। তেহাত্তরে হলাম বিমানবালা। বিমানেই পরিচয় হলো এক লণ্ডন যাত্রীর সঙ্গে। নাম হাশিমুদ্দিন চৌধুরী।

'তার মানে সিণ্ডারেল্লা কাহিনী?'

'ঠিক তেমন কি ?' রুমানা পাল্টা প্রশ্ন করে একটু ভেবে আবার শুরু করলো, 'চৌধুরী বিমানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিমানের সম্মানীয় প্যাসেঞ্জার। আমার উপর সেবার দায়িত্ব পড়লো। লণ্ডনে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। আমি খবর না নিলেও লণ্ডন হল্টেজের দ্বিতীয় দিনে এলো ফুলের বিশাল তোড়া। সঙ্গে একটি ধন্যবাদ পত্র—হাশিমুদ্দীন গ্রুপ অব ইণ্ডা স্ট্রিজ-এর পক্ষ থেকে। হাশিমুদ্দীন চৌধুরী ছিলেন বিপত্নীক। এরপর ঘটনা ঘটলো খুব দ্রুত। হাশিমুদ্দীনের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো চুয়াত্তর সালে। আমার আর হাশিমুদ্দী-নের বয়সের তফাৎ পঁচিশ বছর।'

'কেন করলেন বিয়ে ?'

'আপনি তবে হাশিমুদ্দীন চৌধুরীকে ঠিক মত চেনেন না। তাঁর যে কত টাকা অনুমান করতে পারবেন না। আমার মত একটি হা-ভাতে মেয়ে হাশিমুদ্দীন চৌধুরীকে 'না' বলতে পারে না। তাছাড়া আই ফেল ইন লাভ উইথ হিম। প্লেনে দিনের পর দিন ঘুরতেও আর ভালো লাগছিল না। ক্লান্ত হয়ে পড়ে-ছিলাম।'

'সেক্ষেত্রে অন্য প্রশ্ন তো আর আসে না!' বললো বাদল।

'হয়তো আসিতো না,' হাসলো রুমানা চৌধুরী। 'আমি নিজেকে সুখী মনে করতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো এ ঘটনা আগে ঘটলে বাবা আর ভাই দুটোকে বাঁচানো যেত। আসলে কি জানেন, আমি জন্ম অভাগিনী।...বিয়ের ঠিক দু'ব-ছর পর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে হাশিমুদ্দীন আঘাত পেল

মেরুদণ্ডে। প্রথম মনে হয়েছিল বাঁচবে না। কিন্তু বেঁচে উঠলো। মৃত্যুও এর চেয়ে যেন ভালো ছিল। হাশিমুদ্দীন অন্য ধরনের মানুষ। ও যা স্থির করতো তাই ঘটতো। যেমন করে হোক ঘটাতো সে। এ-ক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হয়তো সিদ্ধান্ত নেয় সে বেঁচে থাকবে—এবং বেঁচে আছে। কিন্তু প্যারালাইজড। কথা বলতে পারে না, চলাফেরা করতে পারে না।'

কথা শেষ করে রুমানা মাথা নিচু করে রইলো। বাদলের ইচ্ছে হলো ওকে ধরে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু পারলো না। জিজ্ঞেস করলো নীরবতা ভাঙার জন্যে। 'ওর কি ভালো হবার কোনোরকম আশা নেই?'

'না,' মাথা নাড়লো রুমানা। বললো, 'এখন শুধু অপেক্ষা। ডাক্তার বলেন, কালও মারা যেতে পারে। এবং কেউ সঠিক বলতে পারেন না কতদিন এভাবে বাঁচবে।'

বাদলের কাছে এই মুহূর্তটা একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিমূর্ত হয়ে উঠলো। রুমানার এই অপেক্ষা : মৃত্যুর অপেক্ষা না আবার জীবন লাভের অপেক্ষা বুঝতে পারলো না।

'এ জীবনটাকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন?' বাদল বললো, 'অনধিকার চর্চা হলেও জিজ্ঞেস করছি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'নিতে পারছি কোথায়?' রুমানা উঠে দাঁড়ালো, 'যে সাহসের কথা আপনাকে বললাম সে-সাহস আমার নেই।'

মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে যখন ওরা নামছিল তখন চারদিকে শেষ বিকেলের রোদ। রুমানা ধরে রেখেছে বাদলের কনুই

শক্ত করে। সাবধানে পা ফেলছে।

'আমাকে কি এখন খুব দুঃখী মেয়ে মনে হচ্ছে?'

'দুঃখী?' বাদল নিজেই চিন্তা করলো। বললো, 'না। আমার মতই মনে হচ্ছে। দুজন দুই পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি, নিজেদের করার কিছু নেই—নিয়তি আমাদের নিয়ন্ত্রক।'

পঙ্গু, বাকহীন লোকটার কথা ভাবলো বাদল। নিজেকে ওর জায়গায় চিন্তা করলো। রিকসায় উঠে সেই শরীরের স্পর্শ আবার পাগল করলো ওকে। আবারো ভাবলো সেই লোকটার কথা। লোকটা কি ভাবছে, তার স্ত্রী এখন কোথায়?

আটটা বাজলো যখন ওরা লঞ্চে করে এপারে নামলো। গাড়িতে উঠে রুমানা বললো, 'আজই ফিরে গেলে ভালো হতো! ওই ছাত্রদের দঙ্গল ভাল লাগছে না। অথচ এসেছিলাম সময় কেটে যাবে মনে করে।'

'দলছুট তো ইচ্ছে করেই হয়েছিলেন।'

'ফেইট ইজ দা হাণ্টার,' রুমানা বললো। 'আমাদের নিয়তি নিয়ে কি করার আছে বলুন?'

'আমাদের' শব্দের ব্যবহারটা লক্ষ্য করলো বাদল।

'ক্ষিদে পেয়েছে। খাওয়া দরকার। খাওয়া সেরে আপনাকে ছাড়বো,' রুমানা বললো। 'কোন্‌দিকে যাবো বলুন—ভালো রেস্তোরাঁ, নির্জন, সমুদ্রের মাছ পাওয়া যাবে, চট্টগ্রামের ওই কলেজ-বালকরা হঠাৎ এসে পড়বে না, এমন কোনো…'

বাদল নির্দেশ দিল পথের।

'হাশিমুদ্দীন চৌধুরীর এই অসুস্থতার কথা প্রথম বছর চেপে যাওয়া হয়েছিল,' রুমানা বললো। 'সবাইকে এমন ইমপ্রেশন দেয়া হয়েছিল যে ঃ হাশিমুদ্দীন চৌধুরী ব্যবসায় নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের জন্যে সাতকানিয়ায় বসবাস করছেন—তিনি রবার চাষ করছেন। কথাটা মিথ্যে নয়। বান্দরবনে রবার চাষ শুরু করেছিলেন। তখন সাতকানিয়ার এই বিরাট এলাকা জুড়ে বাংলো তৈরি করেছিলেন। এসে থাকতেনও। আমিও আসতাম তার সঙ্গে মাঝে মাঝে। এখন সেখানেই স্থায়ী বাস। ওর সঙ্গে নির্বাসন বেছে নিয়েছি। চট্টগ্রাম-ঢাকার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে ভুলেই গেছে!'

'এরই মধ্যে আপনি আপনার একটা নিজস্ব জীবন তৈরি করে নিতে পারেন।' বাদল কাঁটায় রূপচান্দা তুলে মুখে পুরলো।

একটু সময় নিয়ে রুমানা বললো, 'ও আমাকে বিশ্বাস করে। ও মনে করে প্রবৃত্তি বা আবেগের বশবর্তী হবার মতো মেয়ে আমি নই। কর্তব্য ইত্যাদি আমার কাছে বড়। যে-সব গুণ অধিকাংশ গরীব মানুষদের মধ্যে থাকে।'

'তা হলে তো বলতেই হবে এ হচ্ছে বিশ্বাসের শৃঙ্খল।' বাদল একটু হালকা করতে চাইলো পরিবেশ, 'এর থেকে বেরুনো সত্যিই কঠিন।'

'কিন্তু আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো তো কেটে যাবে একজনের মৃত্যু প্রতীক্ষায়।...আমি তো আর পারি না!' বলে মুখ তুললো না রুমানা। ন্যাপকিনে মুখ মুছলো সাবধানে।

বাদলের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটছে। যেন একটি শূন্য পড়ে থাকা বাড়িতে এক অপরিচিত অতিথি এসেছে হঠাৎ। সে ভীত হয়ে এ-ঘর ও-ঘর করছে, দৌড়াচ্ছে, চিৎকার করছে…

'একজন সাহসী কেউ কি আসেনি আপনার জীবনে যিনি …আপনাকে এখান থেকে বের করে নিতে পারেন?' বাদল বললো।

'সাহস আপনার আছে?'

'সাহস থাকলেও সামর্থ্য আমার কোথায়?'

'প্রথমেই পরাজিত হয়ে গেলেন হাশিমুদ্দীনের বৈভবের কাছে!' রুমানা হাসলো। বললো, 'এই হয়। আমারই ভয় হয় আমার গণ্ডির বাইরের পৃথিবীটাকে। না খেয়ে থেকেছি এক সময়, সেজন্যেই বোধহয় এই অনিশ্চয়তা বোধ।'

'পরাজয় কিন্তু বৈভবের কাছে নয়,' বাদল বললো। 'লোকটা অসহায়, আত্মরক্ষায় অপারগ আপনার সঙ্কোচও সেইখানে।'

'হয়তো। এটা হলো উঁচু দরের শিকারীর মনোভাব। রুমানা চোখে চোখ রেখে বললো, 'সাধারণ শিকারী বসে থাকা পাখিকে নিশানা করতে আপত্তি করে না।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বাদল।

রুমানা কোকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'দেরি হয়ে গেল। ছাত্রদের দুর্গ এতক্ষণে বোধহয় কিছুটা দুর্বল হয়েছে। অবশ্যি ওরা থাকছে কটেজে আমি উপলে। সময়টা চমৎকার কাটলো। ধন্যবাদ।' রুমানা বাদলের পকেটে কি যেন গুঁজে

দিয়ে বললো, 'বিলটা শোধ করে দেবেন। আর কোনোদিন দেখা যদি না হয় তবে অনুগ্রহ করে সব ভুলে যাবেন।'

আর অপেক্ষা করলো না রুমানা। সুন্দর শরীরটায় ছন্দ তুলে বেরিয়ে গেল। পকেটে হাত দিয়ে দু'টো পাঁচশো টাকার নোট বের করলো বাদল।

ওয়েটারকে ডেকে বিল আনতে বললো। ওয়েটার বিল নিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গেই। জিজ্ঞেস করলো, 'বাদল ভাই, ট্যুরিস্টটা কে?'

'তোমার তাতে কি দরকার?'

'এত সুন্দরী জীবনে দেখিনি!'

ওয়েটারের হাতে মোটা বকশিশ দিয়ে উঠতে গিয়ে চোখে পড়লো…

গ্লাসের পাশে হীরের দুল দুটো ফেলে গেছে রুমানা। হাতে তুলে নিলো বাদল। রক্তে সেই তাণ্ডব। এতক্ষণ মনে হয়েছিল সর্বস্ব হারিয়েছে। এখন মনে হলো, না। আছে।

ইচ্ছে করেই কি রেখে গেছে রুমানা?

রাত প্রায় এগারোটা।

তিন

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময় এক বোতল জনি ওয়াকার লাল লেবেল কিনলো বাদল। এটা আজ দরকার। মদ পান নিয়মিত নয়, তবে করে। এবং করতে হলে চলে যায় বীরেনদার বাড়ি।

বীরেন সোম শিল্পী। এ অঞ্চলের লোক নয়। পঞ্চাশের দশকে এসেছিলো আর্ট কলেজ থেকে ছবি আঁকতে। আর ফিরে যায়নি। ছবি আর আঁকে না। তবে আমেরিকান ট্যুরিস্ট পেলে 'চাকমা সুন্দরী' নামে একটি ন্যুড এঁকে দেয়। একই ছবি বোধ হয় বছরে একশোটা বিক্রি করে। মাঝে মাঝে নিজেকে সিরাজ সিকদারের লোক, শান্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমনি ভাবে জাহির করে আকারে ইঙ্গিতে। তবে জমাট গল্পবাজ লোক, খোলামেলা। যদিও জীবন ধারণ করে নানা চোরা গোপ্তা পথে। চোরাই পাসপোর্ট, মিথ্যা ভিসা ইত্যাদির কারবার আছে। অনেকে বলে গোপন-পুলিশের লোক। তাতে কিছু আসে যায় না। বাদলকে ভালবাসে বীরেন দা। বাদলের ভালো লাগে তায়। মদ খায় সন্ধ্যা থেকে—দোচুয়ানী। বাদলও তাই খায়। আজ বিশেষ রাত।

বীরেন সোমের বাড়ি বাদলের বাসার কাছে। টিলার উপর পুরানো প্যাগোডা টাইপের বাড়ি। এখানেই আছে বহু বছর

থেকে। সারা বাড়ি অন্ধকার। কিন্তু বীরেনদার ঘরে আলো জ্বলছে। জ্বলবার কথা। রাত একটা পর্যন্ত মদ্যপান তার রুটিন। অবশ্যি মাঝে মাঝে কোথায় যেন গায়েব হয়ে যায়। অনেকে বলে ফরিদপুরে তার পরিবার আছে। থাকলেও বাদ-লের কিছু আসে যায় না।

দরজায় টোকা দিতেই বীরেনদা দরজা খুলে দিল। খালি গা, পরনে শুধু একটা সাঁতারের পোশাক। এটাই বীরেনদার ঘরের পোশাক। এই পোশাকের পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেয়ালে সেঁটে রেখেছে শিল্পী পিকাসোর একটি ফটোগ্রাফ—হাফ প্যান্ট পরনে, খালি গা।

'আরে, বাদল, এসো এসো। এত রাতে?' বীরেনদা সত্যি সত্যি অবাক হয়েছে। এত রাতে বাদল সাধারণতঃ আসে না। 'সব ঠিক আছে তো?'

বাদল হাতের বোতলটা বসার ঘরে টেবিলে রাখলো। অগোছালো, বেশ বড় ঘরটা। ওপাশে পুরানো দিনের চামড়ায় মোড়া ডিভানের উপর কাত হয়ে বসে আছে জয়ারানী। পরনে কিছু নেই। শুধু লুঙ্গিটা কোমরের ওপর ফেলা। তাও হয়তো বাদল নক করার পর দিয়েছে। এক হাতে মদের গ্লাস অন্য হাতে সিগারেট। এই হচ্ছে বীরেনদার এখনকার মডেল, রাঁধুনী কাম প্রেমিকা। ছোটখাট কিন্তু দুরন্ত গড়ন। বাদলকে একনজর দেখে সিগারেটে টান দিল। মেয়েটা লেখাপড়া শিখেছে, বীরেনদার পাল্লায় পড়ে প্রকৃতিবাদী হয়েছে। সব সময় যে নগ্ন থাকে তা নয়, হয়তো বীরেনদা ছবি আঁকছিল। বা

গরম বেশি বলে। অবশ্যি অনাবৃত থাকতে তার লজ্জা শরম একেবারেই নেই। বিশেষ করে বাদলের সামনে।

'ছবি আঁকবো ভেবেছিলাম।' আর একটা গ্লাস নিয়ে এলো বীরেনদা। বললো,'কিন্তু ওর মেজাজটা আজ গরম। আর দু'-এক গ্লাস পেটে পড়লেই ওকে একটু পেটাবো, অথবা বিছানায় নেবো, তাহলেই ঠাণ্ডা হবে।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে তিনটে অশ্লীল গাল দিল জয়ারানী।

বীরেনদা হাসি চাপতে চাপতে বললো, 'কানটা বন্ধ করো, বাদল। দেবো এক গ্লাস?'

'এটা খোলেন।' বলে কাগজে মোড়ানো বোতলটা এগিয়ে দিল বাদল।

'বাব্বাঃ স্কচ!' বীরেনদা বেজায় খুশি হয়ে উঠলো, 'কি ব্যাপার!—ওই মেয়েটি দিল বুঝি?'

চমকে তাকালো বাদল।

'হ্যাঁ, দেখলাম আজ লঞ্চ ঘাটে,' বীরেনদা বললো। 'দারুণ মাল। ট্যুরিস্ট?'

মাথা নাড়লো বাদল, 'হ্যাঁ'

এক চুমুকে শেষ করে জয়ারানী হাতের গ্লাসটা এগিয়ে দিল বীরেনদার দিকে। বীরেনদা কিছুটা ঢেলে দিয়ে বাদলের গ্লাসে দিল। 'আগে জানলে বরফ আনিয়ে রাখতাম।' বীরেনদা বললো। চুমুক দিল নাট হুইস্কিতে। মুখের ভেতর এদিক ওদিক চালালো তারপর গিললো, বললো, 'দো চোয়ানী পরিষ্কার করে নিলাম। হ্যাঁ, বল সেলিব্রেশন কেন—মালটাকে

বিছানায় নিয়েছো, না আরও কিছু টাকা জোগাড় হয়েছে।'

'বলছি।' বাদল গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাকালো জয়ারানীর দিকে। জয়ারানী উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল লুঙ্গিটা। গ্লাসে আরও হুইস্কি ভরে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

বাদল সারাদিনের ঘটনা বললো ধীরে ধীরে। পুরোটাই বললো। এসব বিষয়ে ভালো পরামর্শ দেয় বীরেনদা। পুরো ঘটনা থেকে বাদ দিল শুধু হীরের দুলের কথাটা।

'হুঁ।' বীরেনদা একটু ভাবলেন, দেখলো বাদলকে, বললো, 'পুরো গল্পটা থেকে তুমি কি চাও? যেমন ধর, এক, মেয়েটিকে বিছানায় নেবে এক বেলার জন্যে। দুই, একটা নিয়মিত দৈহিক সম্পর্ক রাখতে চাও, যা মেয়েটিরও প্রয়োজন। তিন, মেয়েটির ইঙ্গিত উপেক্ষা করে, ভালোমানুষি দেখিয়ে বিদায় করেছো এবং দুঃখ হচ্ছে বলে মদ খেয়ে ভুলতে চাও। তুমি কি চাও, ডিসাইড করো, সবকিছু নির্ভর করছে তারই উপর।'

বাদল বললো, 'মেয়েটিকে কামনা করছি ঠিকই, কিন্তু প্রতিপক্ষ একজন পঙ্গু—এখানে আমার দিক থেকে অন্যায় হয়ে যায় না?'

'বাদল, তুমি ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ভাবছো? সমাজ তোমার উপর কি ন্যায় করেছে? বাইশ বছর বয়স থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছো, হয়তো আজীবন পালিয়েই বেড়াতে হবে তোমাকে, সেখানে ন্যায় অন্যায় কি?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো বীরেনদা। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে একটু শান্ত হয়ে বললো, 'মেয়েটির কথায়

সায় দেয়া উচিত ছিল। কোটিপতি ওরা। ফষ্টিনষ্টি করতো একটু, যা ওর দরকার। ওর কাছ থেকে বাগাতে পারতে তোমার প্রয়োজনীয় টাকাটা। এমনিতে টাকা জমিয়ে জমিয়ে তুমি কোনদিন পঞ্চাশ হাজার করতে পারবে না।' ঠকাস করে গ্লাস নামিয়ে রাখলো বীরেন সোম। বললো, 'একটা সুযোগ হারালে!'

'না হারাইনি,' বাদল বললো। পকেট থেকে বের করলো হীরের দুল জোড়া। এগিয়ে দিল বীরেন সোমের দিকে। বললো, 'এটার দাম কত?'

'হীরে?' ভাল করে লাইটের নিচে নিয়ে গিয়ে দেখলো বীরেন সোম। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে দিয়েছে?'

'রেখে গেছে।'

'রেখে গেছে! উপহার? আসল হীরে?'

'আমি কি জানি? আপনার কাছে নিয়ে এলাম দামটা যাচাই করতে।'

'দাঁড়াও কাঁচটা আনি। জয়া, জয়া—'বলে শোবার ঘরে গেল। বেরিয়ে এলো ঘড়ি মেরামতের একটা কাঁচ নিয়ে, পেছন পেছন জয়া। আলোর নিচে গিয়ে চোখে কাঁচ লাগিয়ে দেখলো। বললো, 'আসল হীরের দুল!'

'দেখি।' জয়া ঝুঁকে পড়লো।

'ভাগ্!' ধমক লাগালো বীরেন সোম। কিন্তু জয়া ছাড়লো না। চোখ লাগালো কাঁচে—দেখলো। তারপর ওটা ছেড়ে দিয়ে কাৎ হলো ডিভানে। একটা সিগারেট ধরালো।

'এটা বেচে কত পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করলো বাদল।

'পঞ্চাশ হাজার তো বটেই। তবে ক্রেতা পাবে কই এ-খানে? তুমি বিক্রি করলে বিশ হাজারের বেশি কেউ দেবে না। আমি চেষ্টা করলে ত্রিশ হাজারে বিক্রি করতে পারবো।' বীরেনদা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে উপহার দিয়ে দিল?'

'না,' বাদল বললো। 'ভুল করে ফেলে রেখে গেছে টেবিলে।'

'ভুল করে ফেলে রেখে যায়নি। উঁহুঁ! এ ভুল মেয়েরা করে না!' বীরেন সোম বললো, 'যাক গে — এটা এখন তোমার, তোমার পঞ্চাশ হাজার দরকার। একটা জাল পাসপোর্ট, দুবাই বা আবুধাবী পর্যন্ত প্লেনের টিকেট, ও দেশের ওয়র্ক পারমিট।'

'বাকি টাকা পাবো কোথায়?'

'আমার কাছে এপর্যন্ত তুমি রেখেছো সাত হাজার। আমি হাজার পাঁচেক মাফ করিয়ে দেবো। বাকি টাকাটা ধার কর, বা কারো কাছ থেকে নাও। হ্যাঁ, আন্নির কাছ থেকে নিতে পারো।'

'পঞ্চাশ হাজারে এটা বিক্রি করা যাবে না?'

'অনেক দিন অপেক্ষা করলে যাবে। কিন্তু এটার খোঁজ হলে? আগামীকালের মধ্যেই গোপনে বিক্রি করে তোমাকে গা ঢাকা দিতে হবে। ত্রিশ পাওয়া যাবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে, তবু চেষ্টা করা যেতে পারে।'

বাদল দুল দুটি নিয়ে পকেটে রাখলো। গ্লাসের বাকি হুইস্কি এক চুমুকে পেটে পাঠালো। বললো, 'বরং দুদিন আ-মার কাছে রেখে দি। দেখি খোঁজ করে কিনা।'

'যদি খোঁজ করে ?' চেঁচিয়ে বললো বীরেন সোম, 'ওটা ফেরত দিয়ে এক হাজার টাকা সততার পুরস্কার নিয়ে আসবে ? না, তোমাকে জেলেই যেতে হবে, বাদল, জেলই তোমার নিয়তি।'

'বীরেনদা, আসল কথা হলো'—দরজা ধরে দাঁড়ালো বাদল, বললো, 'আই অ্যাম ইন লাভ উইথ হার। আমার শরীর, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওকে চাইছে। আমি কেমন যেন ক্ষেপে উঠছি। শূন্যতায় ভরে যাচ্ছে সবকিছু।'

'গাধা, গাধা! ও কিছু নয়। আন্নিকে বিছানায় ডেকে নিয়ে ঘুমাও—সব ঠিক হয়ে যাবে,' বীরেন সোম বললো। 'তোমার এখন একটা মেয়েছেলে দরকার, আর কিছু না, আর কিছু না।'

'আমি অত কিছু বুঝি না, বীরেনদা।' বলে বাদল পা বাড়ালো অন্ধকার রাস্তায়।

চোখ মেলে দেখলো চোখের সামনে মাছি। মাছিটা মুখে বসে ঘুম ভাঙিয়েছে। হাত নাড়তেই মাছিটা ওদিকে চলে গেল।

শুয়ে শুয়ে ঘরটা দেখলো। একটা বৌদ্ধ মন্দিরের পেছনের দিকে দুটো ঘর সে ভাড়া নিয়েছিল অনেক আগে। ভাড়া দিয়েছিল বাদলের বৌদ্ধ-সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহ দেখে। মন্দিরের পেছনটা গাছগাছলায় ছাওয়া। নির্জন। ঘরটা পরিষ্কার, মোটামুটি গোছানো। বাদলই গুছিয়ে রাখে। তবে টেবিলটা গোছানো নয়। ওখানে রয়েছে কিছু বই। লেখার কাগজ-

পত্র।

ঘড়ি দেখলো। সকাল নটা বেজে গেছে। বীরেন সোমের বাড়ি থেকে এসে বিছানায় পড়েছে আর এই ঘুম ভাঙলো। এবং মনে পড়লো দুলের কথা। না, এখনো মনস্থির করতে পারেনি। অথচ প্রশ্নটা সহজ। এটা ফেরত দেবে, না রেখে দেবে।

দামটা পঞ্চাশ হাজার পেলে মনস্থির করা সহজ হতো। চলে যেতে পারতো ভিন দেশে। মুক্তি পেতো বাদল। একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে, আজও ফেরারী। পুলিশ খুঁজছে তাকে। সেজন্যে বেনামীতে একটা চাকুরী, একটা পাসপোর্ট তার প্রয়োজন। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। ও কি জানতো আমার টাকা দরকার?

অথবা···সবই ইচ্ছাকৃত। রেখে গেছে আবার দেখা হবে বলে।

···রক্তে সেই অচেনা আগন্তুক।··

রিকসায় বসে শরীরের উত্তাপ।···

এটা ফেরত দিতে গেলে তাকে জড়িয়ে যেতে হবে। বাদল বুঝতে পারছে তাকে এড়াতে পারবে না আর একবার দেখা হলে। বাদল নিজেকে প্রশ্ন করলো: 'আমি কি ওকে দেখতে চাই?'

চোখ বুজে বাদল দেখলো তার হাসি, ছাই রং ব্লাউজে ঢাকা কবোষ্ণ বক্ষ। চোখ বুজেই বুঝলো, তাকে শুধু দেখতে চায় না বাদল, না দেখলে তার চলবে না।

বিছানা থেকে উঠে পড়লো বাদল। রুমানা বলেছিল আজ সকালের দিকে যাবে। এখনো তো সকাল। ও এখনো আছে কক্সবাজারে। রুমানাকে আজ আর নতুন চেনা মনে হচ্ছে না। রুমানা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। এবার বাদলের পালা। বাদলকে এগুতে হবে।

রুমানা যদি ভুলটা পেয়ে ধন্যবাদ বলে গাড়িতে উঠে সাঁই করে চলে যায়—তবে ?

এরপর আর দেখবো না—কোনদিন না। পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাতে তার বছরের পর বছর লাগবে!

যাই ঘটুক, ওকে এখনই দেখতে চায় বাদল। একবারের জন্যে হলেও দেখতে চায়।

একটা প্যাকেট হাতে নিয়েছিল বেরুবার সময়। উপলের কাউন্টারে বসা ছেলেটা বাদলকে চেনে। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কি ব্যাপার, বাদল ভাই ?'

'মিসেস রুমানা চৌধুরীর রুম নাম্বারটা কত ?' বাদল জিজ্ঞেস করলো, 'একটা অর্ডার ছিল দোকানে, সকালেই পৌঁছে দেবার কথা।'

রেজিস্টার দেখে ছেলেটা মাথা নাড়লো, 'না, এনামে কেউ নেই—'

'নেই মানে—চলে গেছে ?' ধড়াস্ করে উঠলো বাদলের বুকটা। বললো, 'কিন্তু···'

'চলে যায়নি। আসলে আসেইনি কেউ ও নামে।' আবার প্রতিটি নামে চোখ বুলিয়ে বললো, 'চৌধুরী একজনই আছেন— মিসেস হাশিমুদ্দীন চৌধুরী।'

'ও হ্যাঁ, উনিই,' বাদল বললো। 'রুম নাম্বারটা কত?'

নাম্বার বললো ছেলেটা।

বাদল 'ধন্যবাদ' বলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গেল তেতালায়। রুম নাম্বার দেখে নক্ করলো। হাঁপাচ্ছে সে।

কোনো সাড়া নেই।

নক করলো আবার। রুম নাম্বার দেখলো ভালো করে। ঠিক আছে।

ভেতরে কান পাতলো। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আছে।

দরজা খুলে গেল খুট করে। সামান্য ফাঁক হলো।

দেখতে পেল বাদল এক চিলতে ফাঁক দিয়ে—সামনে দাঁড়িয়ে রুমানা।

চার

'আপনি ?'

থমকে গেল বাদল। দরজা খুলে গেল না। রুমানা জানতে চাইছে সে কেন এসেছে। কি বলবে বাদল ?

'আপনার কানের দুলটা ফেলে এসেছিলেন,' বাদল বললো। 'দিতে এলাম।' হঠাৎ এসে পড়ার কৈফিয়তটা বিশ্বাসযোগ্য হলো কি ?

দরজা আর একটু ফাঁক হলো। বাদল এবার দেখলো, সেই চোখ। 'আমার দুল ?'

'সেই হীরের দুলটা—'

দরজাটা খুললো—রুমানা বললো, 'ভেতরে আসুন ?'

ওর গা ঘেঁষে ভেতরে এলো। কপাট বন্ধ করে দিল রুমানা। ঘরটায় এখনো যেন সকাল হয়নি। জানালায় পর্দা টানা, টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

দরজা থেকে গা ঘেঁষেই রুমানা ঘরের ভেতর গেল। সারা ঘরে একটা গন্ধ আছে অথবা গন্ধটা এলো রুমানার শরীর থেকে। তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো গন্ধটা। রুমানা

জড়িয়ে নিয়েছে গোলাপী সিল্কের ড্রেসিং গাউন। হাত চেপে রেখেছে কোমরের কাছে। বাদলের দিকে পেছন ফিরে এবার বেল্টটা বাঁধলো। চুলগুলো ঠিক করে বললো, 'আমার দুল তো ব্যাগে থাকার কথা।'

'না, ব্যাগে নেই,' বাদল বললো। 'ওটা রেস্তোরাঁয় রেখে এসেছিলেন। এই তো!' পকেট থেকে বের করে এগিয়ে ধরলো রুমানার সামনে, যেন তার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে।

'তাই তো!'

কথাটা উচ্চারিত হতেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করলো বাদল।

'আরে, দাঁড়িয়ে কেন বসুন...'বলে চেয়ারটা থেকে রুমানা দ্রুত সরালো রাতে খুলে রাখা শাড়ি, ব্লাউজ,ব্রেসিয়ার। দুটো বিছানা ঘরে। রুমানা কোন্‌টা ব্যবহার করেছে দেখলো বাদল।

'আপনি বসুন আমি আসছি—' বলে বাথরুমে গেল রুমানা। ঘরটা দেখার সুযোগ পাওয়া গেল এবার। এবার পুরোপুরি অনুভব করতে পারছে রুমানার উপস্থিতি, গন্ধ। নাস্তা দিয়ে গেছে, টেবিলে ঢাকা রয়েছে। ট্রের পাশে...অবাক হলো বাদল, একটা ওয়াইনের বোতল, পাশে সাধারণ গ্লাসে রেড ওয়াইন, বোতলটা প্রায় শেষ। অর্থাৎ রাতে পান করেছে রুমানা এবং সকালে কেবল ঢেলেছে। তাই কি ঘরটায় এমন মাতাল গন্ধ!

খুট্ করে শব্দ হলো। চমকে ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো রুমানা বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে। মুখে পানি ছিটিয়ে মুছে

নিয়েছে। হয়তো দু'তিনবার ব্রাশ চালিয়েছে চুলে। বেশ ফ্রেশ লাগছে।

'আরে, বসুন,' রুমানা বললো। 'আপনাকে কেমন নার্ভাস বোকা বোকা লাগছে।'

'কখনই না।' অকারণেই প্রতিবাদ করলো বাদল।

'কিন্তু আপনি সাহসী, মোটামুটি ভাবে। পুরোপুরি হলে রাতেই আসতেন।' রুমানা টেবিলের কাছে গিয়ে ওয়াইনের গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'তবে আমার এটা প্রয়োজন হতো না। আর মোটামুটি সাহসী কারণ সকালে এসেছেন।'

'যদি না আসতাম—' বাদল বললো।

'তবে মনে করতাম ভদ্রলোকের শিকারের প্রতি মায়া বেশি। পাখা ঝাপটালে, ছটফট করলে গুলি বিদ্ধ করেন না—

'যদি আজ বলি আমার মায়া হতো না…' বাদল বললো। 'সাহস করে এগিয়ে যাওয়াই ভালো।'

গ্লাস নামিয়ে রাখলো রুমানা। বিছানার অন্য দিকটায় বসলো। বললো, 'আর একটু দেরি হলে আমাকে পেতে না, বেরিয়ে পড়তাম। দল সকালেই চলে গেছে, আমি যাইনি, জানতাম তুমি আসবে—তাই অপেক্ষায় ছিলাম। এবং অপেক্ষাটা কষ্টকর হয়ে উঠছিল ক্রমেই।'

'কেন?'

'জানি না।'

উঠে দাঁড়ালো বাদল। রক্তের স্রোতে সেই অচেনা অতিথি ছুটে বেড়াচ্ছে, রক্তের তেপান্তরে চিৎকার করছে।

কাছে গেল বিছানাটা ঘুরে।

'তোমার ব্রেকফাস্ট,' বাদল কথা না পেয়ে বললো, 'খেয়ে নাও।'

'হ্যাঁ, ক্ষিদে পেয়েছে,' উঠে দাঁড়ালো রুমানা। চোখে চোখে তাকালো একমুহূর্তের জন্যে। ভিজে চাউনি।... বাদলের রক্ত আরও উদ্দাম হলো।

ভুবাহু দিয়ে বেষ্টন করলো সাপের মতো। বললো, 'ভীষণ ক্ষিদে আমার বাদল, চার বছর ধরে ক্ষুধার্ত আমি।'

বাদলের হাত স্পর্শ করলো নরম শরীর, সিল্কে ঢাকা। পিঠ থেকে নিচে নামলো হাত—সিল্কের ভেতর শুধু কেঁপে যাওয়া শরীর। শুধু শরীর।

টান মেরে সিল্ক থেকে বের করে নিল রুমানাকে, শুধু রুমানা।

শুধু শরীর, শুধু রুমানা, শুধু বাদল।

বাদল, এই বাদল ...' রুমানা ডাকলো। 'ঘুমিয়ে গেলে নাকি ...আমাদের উঠতে হবে যে! একটা বাজে।'

'আর একটু থাক্।'

'আর একটু কেন, আরও অনেকক্ষণ থাকলেও যেতে খারাপ লাগবে।' রুমানা উঠে বসলো। বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে পড়ে থাকা ড্রেসিং গাউনটা তুলে গা জড়ালো। নাস্তার ট্রের ঢাকনা তুলে সকালের শুকনো রুটির এক টুকরো ভেঙে মুখে ফেললো। ওয়াইনে চুমুক দিয়ে বললো, 'তুমি না

এলে কি হতো বল তো ?'

'কি হতো ?'

'ঠিক কাল খবর পেতে কক্সবাজার রোডে গাড়ি অ্যাকসি-ডেন্ট,' রুমানা বললো। 'আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম।'

'চার বছর পর হঠাৎ করে ক্ষেপে উঠলে কেন ?'

'তুমি তুমি তুমি!' কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলো, 'কেন তার উত্তর সবসময় পাওয়া গেলে তো সব ঝামেলা মি-টেই যেতো।'

ড্রেসিং গাউন সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো সেই কামনাময় শরীর। সেখানে হাত রাখতেই রুমানা উঠে পড়লো, 'আর নয়। তুমি উঠে রেডি হও, আমি আসছি।'

বলে বাথরুমে গেল রুমানা।

উঠে পড়লো বাদল। পোশাক পরলো। চুমুক দিয়ে বো-তল থেকে ওয়াইন গলায় ঢাললো। বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো রুমানা। বললো, 'তুমি বেরিয়ে যাও। একসঙ্গে তো আর বেরুনো যাবে না।'

বাদলও ভাবলো তাই করা উচিত। রুমানার কাছে দাঁড়ি-য়ে হাত রাখলো কাঁধে। বললো, 'যা ঘটলো তার জন্যে তুমি কি পরে দুঃখিত হবে ?'

'দুঃখিত ?'. রুমানা প্রথমে অবাক হলো। তারপর হাসলো। 'বাদল, এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। আমার সিদ্ধান্ত। অ্যাকসি-ডেন্ট হলে আগেও হতে পারতো। তুমি কি দুঃখিত ?'

'আমি—না। কিন্তু যন্ত্রণা অনুভব করছি।' বাদল বললো,

'তুমি কক্সবাজার ছেড়ে গেলেই এ যন্ত্রণা বাড়বে, জ্বালা বাড়বে…রুমানা, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে—এ ভাবে কেন এলে ?'

'উপায় ছিল না, বাদল,' রুমানা বললো। 'আমরা দুজনই তো নিয়তির নির্দেশে চলি। প্রশ্ন করে উত্তর পাবে না।'

একটু ভাবলো বাদল। বললো, 'আবার কবে দেখা হবে এর উত্তর কি পাবো ?'

'দেখা নিশ্চয়ই হবে। আমি আসবো এখানে, তুমি যদি চাও।'

'আমি চাই রোজ আসো, পারবে ?'

রুমানা ব্রেসিয়ার তুলে নিল। বললো, 'তা কি সম্ভব, তুমি বল!'

'কবে আসবে ?'

'সপ্তাহখানেক বাদে,' রুমানা বললো। 'সুযোগ বের করতে হবে।'

'সোমবার ?'

'সোমবার নার্সের ছুটি। ওদিন আমাকে থাকতেই হয়।'

'মঙ্গলবার ?'

'মঙ্গলবার ওকে বই পড়ে শোনাতে হয়,' রুমানা বললো। 'কি বারে আসবো বলতে পারি না। বাইরে বেরুবার অজুহাত বের করতে হয়। যেহেতু ওর এই অবস্থা সেজন্যেই বোধহয় সবার নজর আমার উপর। কাজের মেয়েটাও খেয়াল রাখে আমি কি করছি না করছি। ওরা জানে না, ভেতরে ভেতরে আমি বিধবা হয়ে গেছি।'

'কিন্তু দেখা আমাদের হতেই হবে,'বাদল যেন রেগে গেল। 'বুধবার চলে এসো।'

'আমি সুযোগ বুঝেই বের হবো। আসতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা, গাড়ি নষ্ট হতে পারে, তাড়াতাড়ি আসতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং যেতে দেড় ঘণ্টা—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া বাদে হাতে চার ঘণ্টা সময় থাকতেই হবে। চেষ্টা করবো বলা ছাড়া আমি কি করে বলি আসবোই।'

'তুমি চেষ্টা করো, আসতে '

'করবো।' রুমানা ব্রেসিয়ার ব্লাউজ পরে ফেলে এদিকে পেছন ফিরে। পেছন ফিরেই বললো, 'যারা কথা বলতে পারে না তারা হাওয়ায় কথা বোঝে, বা আঁচ করতে পার। হাশিমুদ্দীনও তাই। ও আঁচ করে দুঃখ পাক আমি চাই না। ক'দিনই বা বাঁচবে।'

কিছু বললো না বাদল। কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে।

বুঝতে পারলো রুমানা। কাছে এসে বললো, 'মন খারাপ করো না। দেখা আমাদের হবে, হতেই হবে। তুমি মন খারাপ করলে আমি নার্ভাস হয়ে কিছু একটা করে বসবো যা ঠিক হবে না। হাজার হোক লোকটা পঙ্গু…'

'ওর কথা বলো না,' বাদল বললো। 'ওর কথা মনে হলে আমার অপরাধ-বোধ বাড়ে।'

'দুজন মানুষ প্রেমে পড়া অপরাধ নয়,' রুমানা বললো। 'আমাদের প্রয়োজনেই ওর কথা ভাবতে হবে।'

'ঠিক আছে,অপেক্ষা করে থাকবো তোমার জন্যে,'বললো।

'কোথায় দেখা হবে ?'

'কেন, তোমার ঘরে।'

'আমার ঘরটা তেমন ভাল নয়...'

'ভাল ঘর প্রয়োজন আছে কি ?' রুমানা বললো, 'ভিড় টিড় না থাকলেই হলো।'

'জায়গাটা নির্জন। তোমার ভালই লাগবে।'

'ঠিকানা লিখে দাও,' বলে রুমানা তার ব্যাগ থেকে ছোট নোটবুক বের করে নীলাভ পাতা মেলে ধরলো, কলমও দিল, বললো। 'দোকানের ফোন নাম্বারটা দিও...'

ঠিকানা লিখলো। কিছুটা ডিরেকশনও। বললো, 'ফোন আমাদের দোকানে নেই। তবে পাশের দোকানে আছে, সেই নাম্বারটাই দিলাম। আমার নাম বললে ডেকে দেবে।'

নোটবুক, কলম ফেরত দিয়ে বললো, 'তোমার যেতে হবে ...আমি চলি।'

দরজার দিকে যেতেই ডাকলো রুমানা। ছুটে এসে বুকে পড়ে বললো, 'চুমু দাও।'

অনেকক্ষণ ধরে ওরা একে অন্যের ঠোঁট নিয়ে খেললো।

তারপর বাদল দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো। সামনের সিঁড়ি ব্যবহার করলো না। নামলো পেছনের সিঁড়ি দিয়ে।

শুরু হলো প্রতীক্ষা। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটলো। দোকানে বসে বসে মুহূর্ত গুণলো বাদল প্রথম ছয় দিন। অপেক্ষা করলো

বুধবারের সকাল সন্ধ্যা। পৃথিবীতে যেন একটি দিনই আছে বুধবার। আন্নি প্রথম দিন রসিকতা করতে চেয়েছিল 'দেশী মেম সাহেব'কে নিয়ে। বাদলের চেহারা দেখে সাহস পায়নি। পরদিন আন্নি-কেও সিরিয়াস মনে হলো, জিজ্ঞেস করলো, 'বাদল, তোমার কি হয়েছে ?'

'কেন একথা জিজ্ঞেস করছো ?'

'মনে হলো।'

'ও।'

সোমবার দোকান বন্ধ থাকে। এবং এদিন দুপুরে আন্নি তার কাছে আসে বাড়িতে। সোমবার ইচ্ছে করেই বাদল বাড়িতে থাকলো না। গেল মহেশখালির সেই মন্দিরে। সেই গাছের ছায়ায় বসে কাটালো। মঙ্গলবার বীরেন সোম দোকানে এসে বলে গেল তার বাড়ি যেতে সন্ধ্যায়।

বাদল গেল।

জয়ারানী আজ পুরো কাপড় পরেছে। হয়তো গরমটা কম বা মেজাজ ভালো। অথবা বীরেন সোম ছবি আঁকেনি সন্ধ্যায়।

বীরেন সোম ভণিতা না করেই জিজ্ঞেস করলো, 'কি, ত্রিশ হাজারের বেশি দাম পেলে ?'

'কিসের ?

'তোমার হীরের দুলটা।' বীরেন সোম বললো, 'আমি একজনের সঙ্গে কথা বলেছি—সে পঁয়ত্রিশ দিতে রাজী, জোর করলে আরও বেশিও পাওয়া যেতে পারে। আমি হিসেব করে দেখেছি—তোমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি দেবদেবী বিশ্বাস

করো না। আমিও সব সময় করি না, মাঝে মাঝে করি। উনি বোধহয় সাক্ষাৎলক্ষ্মী। তোমাকে মানুষের বেশে এসে এটা দিয়ে গেলেন—মনে হয় তোমাকে মুক্তি দিতেই এসেছিলেন।'

বাদল চুপ করে থাকলো।

'বাদল, ওটা আগামী শনিবার এখানে নিয়ে আসবে। বিক্রি হয়ে যাবে, আমার কমিশনটাও তোমার,' বীরেন সোম বললো। 'জয়াও লোভ করেছিল তোমার ওটার ওপর। ওর ইচ্ছে ছিল আমি ওটা ওকে কিনে দি। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওটা ওর জন্যে একটু বেশি দাম হয়ে যায়।'

'কিন্তু বীরেন দা, ওটা আমি বিক্রি করবো না,' বাদল বললো। 'বিক্রি করাটা অন্যায় হবে—'

'কি বললে?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো বীরেন সোম।

'ওটা আমার নয়, ওটা আমি বিক্রি করবো না।'

'ও—'বীরেন সোম থমকে গেল, 'তুমি আমাকে নীতিবাক্য দিয়ে ছোট করার চেষ্টা না করলেই ভালো করতে। করবে না, সেটা তোমার সমস্যা। কিন্তু অনুগ্রহ করে জাগতিক ন্যায় নীতির কথা বলতে চেষ্টা করো না। কারণ ওটা তোমার যুক্তি নয়। তোমার কি যুক্তি আমি জানি, যা তুমি বলতে সাহস পাচ্ছো না তোমার যুক্তির উত্তরটাই আমি দিচ্ছি: সেই মেয়েছেলেকে আমি দেখেছি। নিঃসন্দেহে এত সুন্দরী মেয়েলোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি। কিন্তু তুমি যেখানে যে অবস্থায় আছো সেখানে কোনো সুন্দরীর দাম ত্রিশ হাজারের বেশি হতে পারে না। এমন কি কোনো ন্যায় নীতিরও না।

হ্যাঁ, ওটা ফেরত দিলে তিনি একটা ধন্যবাদ দেবেন, দু'রাত তার সুন্দর শরীরটা নিয়ে খেলবে—তারপর ?'

তারপর কি বাদলও জানে। হয়তো পালাতে হবে কল্প-বাজার থেকে। আজ না হলেও আরও কয়েকবছর পর। তারপর···কিছু জানে না বাদল।

'বীরেনদা,' বাদল বললো। 'পারলাম না। মহিলাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি ওটা। ফেরত না দিলেও দিতে হতো। উনি ওটার খোঁজে আসতেন···'

'এসেছিলেন ?'

'না,' বাদল বললো। 'মোটেলে অপেক্ষা করছিলেন।'

'মোটেলে অপেক্ষা করছিলেন শরীরের জ্বালা মেটাতে, ওটার জন্যে নয়।' বীরেন সোম ক্ষেপে উঠলো, গ্লাসে দো-চুয়ানী ঢেলে গলায় ঢাললো। বললো, 'কয়েক মুহূর্তের সেন-সেশনের জন্যে পুরো জীবনটাকে বাজি ধরলে ?'

উঠে দাঁড়ালো বাদল। বললো,'এটা কয়েক মুহূর্তের সেন-সেশন নয়, বীরেনদা। আমি চললাম। না, আমার কোনো বক্তব্য নেই।'

বুধবার দোকানে গেল না। আগেই বলে এসেছিল বুড়িকে।

ঘরটা কয়েকদিন থেকেই গুছিয়েছে। এখন চেহারাটাকে একেবারে বাজে বলা যাবে না। অপেক্ষা করলো ঘরে। গাড়ির শব্দ হলেই বাইরে এলো। না, এলো না।

একবার মনে হলো, যদি ফোন করে দোকানে ? ভাবলোঃ একবার দোকানে যাবে। কিন্তু এ সময়টায় যদি এসে ফিরে যায় ? কিছু খাবার কিনে এনেছিল। যদি ও অনেকক্ষণ থাকে, লাগবে। ঘরের টেবিলে সাজিয়ে রাখলো আপেলগুলো। খাটের নিচে রেখেছে ওয়াইনের বোতলটা। এনেছে সাগরিকা থেকে বাকিতে।

খবরের কাগজ পড়লো। পুরানো কাগজগুলো পড়তে গিয়ে মনে হলো এক সপ্তাহ সে খবরের কাগজ ছুঁয়ে দেখে-নি। অথচ ঢাকার খবর নিয়মিত পাবার জন্যে না খেয়ে হলেও একটা কাগজ রেখেছে এই দশটা বছর।

এক এক মিনিট করে ঘণ্টা গেল, বেলা গেল। এলো না রুমানা।

বিকেলে ঘুমিয়ে পড়লো বাদল।

ঘুম ভাঙলো রাতে। রাত দুটো।

এক গ্লাস পানি খেয়ে ঘরে পায়চারি করলো। সারারাত জেগে থেকে ভোরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধান্ত নিলো ঘর থেকে বেরুবে না। বিছানায় বসে বসে নিজেকে অপদার্থ, অথর্ব মনে হলো। মনে হলো একজন পঙ্গু ও বাকশক্তিহীনের কাছে পরাজিত হয়েছে। পঙ্গু হাশিমুদ্দীন চৌধুরীর প্রতি ঘৃণা অনুভব করলো। আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইলো।'

লোকটা অসহায় নয়। টাকা। বিশাল দানবের মতো শক্তি। টাকা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, স্বস্তি নেই।

সারারাত ছটফট করলো। রুমানার জন্যে আনা খাবারগুলো খেলো। প্রতিটা গাড়ির শব্দ তাকে উদগ্রীব করে তুলছিল, এবং শব্দটা হয়ে উঠছিল অর্থহীন, কষ্টদায়ক।

আরও একটা সকাল হলো। পাখির ডাক তাকে কিছুটা স্বস্তি দিল। আবার গাড়ির শব্দগুলো তার নার্ভের উপর চাপ দিতে শুরু করলো। সাধারণ একটা শব্দ শতগুণ হয়ে উঠছিল। কোনো শব্দকে পায়ের আওয়াজ, কোনটি দরজায় নক মনে হলো। তারপর যে কোনো শব্দই হয়ে উঠলো বিরক্তিকর। রুমানার জন্যে আনা ওয়াইনের বোতলটা খুললো। গ্লাসটা ভরে নিল।

বোতলটার অর্ধেকের বেশি তরল পদার্থ পেটে যেতে টেনশন কিছু কমলো। চোখটায় ঘুমের আবেশ নামলো। আর ঠিক তখনই নক হলো। চমকে উঠলো বাদল। দৌড়ে গেল দরজা খুলতে। না, কেউ নেই। দরজাটা বন্ধ করলো না। ভেজিয়ে দিয়ে ঘরে আসতেই দেখলো পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে আন্নি।

বাদলকে দেখে থমকে গেল আন্নি। কয়েকদিন শেভ করেনি। ঠিক মতো খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি—তার ওপর নেশাগ্রস্ত।

'কি হয়েছে, বাদল?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো আন্নি।

'কি চাও তুমি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো বাদল। 'কি করছো এখানে?'

'বাদল, জ্বর হয়েছে?' আন্নি কাছে এসে কপালে হাত

দিতে গেল। ঝাপটায় সরিয়ে দিল আন্নির প্রসারিত হাত।

'বাদল!'

'তুমি এখন যাও,' নির্বিকার কণ্ঠে বললো বাদল। 'তুমি আমাকে বড় বেশি বিরক্ত কর।'

'বাদল!' আর্ত চিৎকার করে উঠলো আন্নি, 'তুমি এমন করছো কেন—কি হয়েছে তোমার? আমার যে ভয় করছে —'

'আমার কি হয়েছে তাতে তোমার কি?' বাদল বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললো,'তুমি এভাবে আর আমাকে বিরক্ত করবে না। মেয়ে হিসেবে তোমার আত্মসম্মান-বোধ নেই? তুমি এখন যাও।'

আন্নি থমকে দাঁড়িয়ে থেকে কান্না রোধ করে বললো, 'ওই মেয়েটার জন্যে যদি অপমান করে থাক, তবে তুমি অন্যায় করলে, বাদল।' বলে আর দাঁড়ালো না আন্নি।

ঘরে এসে দাঁড়ালো বাদল। বোতলটা শেষ। বিছানায় বসে পড়লো। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড মারামারির পর বিধ্বস্ত, ক্লান্ত। আন্নি কতবার এ ঘরে এসেছে, কতরাত কাটিয়েছে ওরা একসাথে। কিন্তু বড় বেশি অধিকার সচেতন মেয়েটা। ঘৃণা হলো মেয়েটাকে। বাদলের রক্তের মধ্যে রোগ বীজাণুর মতো প্রবেশ করেছে রুমানা। এতদিন পলাতক জীবনে যে মনুষ্যত্বটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও আজ হারালো বাদল। কিন্তু বাদল কেন হারাবে না? দশ বছর পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সব সময় ভাবে এবার নিষ্কৃতি পাবে, বন্ধুবান্ধবদের আবার দেখবে,

ভালো চাকুরী হবে অথবা বিদেশে গিয়ে আয় করবে। না, মুক্তি বাদলের জীবনে নেই। আন্নি বাঁধতে চায়—তাই রুমানার কাছে মুক্তি চেয়েছিল। সব হারালো বাদল।

উঠে দাঁড়ালো। অপদার্থ মেরুদণ্ডহীন ভীরু লোকেরা এ ক্ষেত্রে যা করে তাই করবে। প্রচুর মদ্যপান করবে তারপর আন্নি হোক আর বাজে পাড়ার মেয়ে-মানুষ হোক যে কাউকে পাকড়াবে।

একটা শব্দে ঘুরেই দেখলো খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রুমানা।

পাঁচ

বাইরের শব্দগুলোকে এখন স্বাভাবিক মনে হলো। গাড়ির শব্দ যেকোন কোলাহলের মতোই অর্থহীন।

দরজা বন্ধ করে ওখানে দাঁড়িয়েই বাদল তাকিয়ে রইলো রুমানার দিকে। মুখে কয়েকদিনের দাড়ি, রাত জাগা চোখ, মাতাল হবার সিদ্ধান্ত সব মিলিয়ে বাদলকে অন্যরকম লাগছে। কিন্তু দু'চোখ ভরে দেখছে রুমানাকে। সেখানে ক্ষ্যাপামী নেই, ভর্ৎসনা নেই। আছে কৃতজ্ঞতা।

'বাদল, সবকিছুই আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। বেরুবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছিলো না, অজুহাতও তৈরি করতে পারছিলাম না। আজ বের হয়েছি খালার বাড়ি যাবো বলে। খালা চট্টগ্রাম শহরে থাকেন। ওদের ওখানে ফোন করে বলে দিয়েছি—খালার মেয়েটা আমার ভক্ত। ও ম্যানেজ করবে সব। ও জানিয়ে দেবে আমার গাড়ি নষ্ট হয়েছে বলে আজ ফিরতে পারবো না।

মনে হলো ভুল শুনেছে বাদল। আজ সারারাত এখানে থাকবে রুমানা।

'হ্যাঁ, তোমার কাছে।'

টলমল পদক্ষেপে গিয়ে বিছানায় বসলো বাদল। গালে হাত রগড়ালো। বললো, 'আর একটু পরে এলে আমাকে পেতে না। আর এখন বলছো, তুমি সারারাত থাকবে। এতটা সহ্য হবে কিনা বুঝতে পারছি না।' ভাল করে দেখলো রুমানাকে। মনে হলো পৃথিবীর সুন্দরতম সৃষ্টি। অন্য সময় ঘরটাকে মোটামুটি গোছানো মনে হয়। এখন মনে হচ্ছে নোংরা এলোমেলো। বললো, 'কিন্তু এঘরে তুমি থাকবে কি করে? কি বিশ্রী জায়গা!'

'তোমার সঙ্গে থাকবো এটাই বড় কথা।'

বাদল উঠে গিয়ে ওকে জাপটে ধরলো। মসৃণ গ্রীবায় গাল ঘষলো। অস্ফুট ভাষায় কিছু বললো।

'এই লাগে!' রুমানা আনন্দধ্বনি করলো যেন।

'দাঁড়াও—'ছেড়ে দিল বাদল, 'দুমিনিট সময় দাও—দাড়িটা শেভ করে ফেলি।'

'দাড়িতে অসুবিধে হবে না,' রুমানা হাসলো। 'তবে শেভ কর, সুন্দর মুখটা আমি দেখতে চাই।'

'রুমানা, তুমি এভাবে থাকতে পারো না। তুমি এভাবে সব মেনে নিলে কারো কোনো লাভ হবে না। ওর টাকা থাকতে পারে, কিন্তু কোন্ অধিকারে তোমাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে? মুক্তি তোমাকে পেতেই হবে!'

'আমি এ ক'দিন তাই ভাবছি। আমি সবকিছু চুকিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে এখানেই এসে থাকতে চাই।'

এখন রাত। ঘরে এক বসন্তের আলো।

দুজন পুরানো ধরনের পালংটায় পাশাপাশি শোয়া, কক্স-বাজারে তৈরি বেড কভারটা দুজনকে কিছুটা ঢেকে রেখেছে—চাদরের নিচে দুজনই নিরাবরণ। এভাবে দুজন থাকা যায়। কিন্তু চেয়ারে রাখা শাড়ি, টেবিলে খুলে রাখা ব্রেসলেট, ক্লিপ, কুমীর-চামড়ার ব্যাগ এ ঘরের সঙ্গে মানায় না। তারপর রুমানা চৌধুরী এখানে থাকলে পলাতকের গোপন আস্তানার খোঁজ পড়বে। তখন? না, এখানে নয়, অন্য কোথাও।

'এখানে না, রুমানা,' বাদল বললো। 'এখানে তুমি থাকতে পারবে না।'

'তা হলে কোথায় যাবো?' রুমানা বললো, 'খরচ করার অবাধ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমার নিজস্ব একটা অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত নেই। এখানে এসে তোমার সঙ্গে আমিও একটা চাকুরী জুটিয়ে নেবো।'

'এটা কিন্তু ঠাট্টা হলো।'

'ঠাট্টা না, বাদল— সেদিনের পর থেকেই আমি উপায় খুঁজছি। যাকে বলতে পারো স্বগত ভাবনা বা আকাশ কুসুম। তুমি অন্য ধরনের চাকুরী খুঁজে নিতে পারো না? অথবা আমার গয়নাগুলো বিক্রি করে এখানে ছোট একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁ খোলা যেতে পারে। ডান্স ফ্লোর থাকবে। ছোট অথচ সুন্দর হবে …'

'এখানে এখনও ট্যুরিস্ট নিয়ে ব্যবসার চিন্তা করা যায় না,' বাদল বললো। 'আমাদের যেতে হবে অন্য কোথাও।'

'কোথায় ?'

'ভাবতে হবে।' বাদল রুমানাকে টেনে নিল কাছে, বললো, 'আমার পর্যায়ে তোমাকে নামিয়ে আনার মানে হয় না। এতে কিছুদিনের মধ্যে তুমি আমাকে দায়ী করবে দুর্ভাগ্যের জন্যে। বিতৃষ্ণা এসে যাবে।'

'বিতৃষ্ণা হবে—ভাবতে পারি না, বাদল,' রুমানা বললো। 'আমার এ তৃষ্ণা কোনদিনই কমবে না। তোমার সঙ্গে আমি বনবাদাড়ে গিয়েও থাকতে পারবো।'

'বনে যায় মানুষ মনের দুঃখে,' বাদল বললো। 'আমি একটা কথা ভেবেছি…'

'বল।'

'সাতকানিয়ায় আমি একটা চাকুরী জোগাড় করবো,' বাদল বললো। 'তোমার এতদুর আসতে হবে না। আমি সুন্দর একটা ঘর নেবো, সুযোগ পেলেই দেখা হবে আমাদের।'

'বিছানাটা সুন্দর হবে। সপ্তাহে একদিন আমরা আমাদের শরীর নিয়ে পাগল হয়ে যাবো—তাতেই তুমি খুশি ?' উঠে বসলো রুমানা। গা থেকে খসে পড়লো চাদরটা। ভালো করে তাকালো বাদলের দিকে।

'একদিন আমার যা অবস্থা হয়েছে তার চেয়ে তো ভালো হবে,' বাদল বললো। 'সপ্তাহে একদিন কেন আরও বেশি দেখা হতে পারে।'

'না, তা হয় না,' রুমানা বললো। 'তুমি ভুলে যচ্ছো এটা

বাংলাদেশ, ব্যাপারটা জানাজানি হতে খুব সময় লাগবে না।'

'তখন আমরা অন্য কোথাও চলে যাবো।'

'সে কথা তো আগেই হলো,' রুমানা বললো। 'আমাদের অনেক টাকা দরকার হবে। টাকা আমরা পেতে পারি—তবে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কে দেবে ?'

'হাশিমুদ্দীন।' রুমানা আবার শুয়ে পড়লো। উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, 'ও বেশি দিন বাঁচবে না। ও মারা গেলে আমি বেশ বড় অংশের মালিক হবো। কিন্তু আমরা একটু ভুল করলেই—যদি হাশিমুদ্দীন কোনোরকম সন্দেহ করে তবে বিনা দ্বিধায় আমাকে ডিভোর্স করবে। সেক্ষেত্রে আমি এক পয়সাও পাবো না। শেষমুহূর্তে তীরে এসে নৌকা ডুবানো ঠিক হবে না।'

বাদল থমকে গেল। শুধু উচ্চারণ করলো, 'ওহ্।'

এবার উঠে বসলো বাদল। সিগারেট ধরালো। একটা বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। বললো,'এভাবে ভাবিনি। ও মারা গেলে যে তুমিই বড়লোক হয়ে যাবে এ হিসেবটা মাথায় আসেনি। এখন তুমি বড়লোকের স্ত্রী—তখন হবে তুমিই বড়লোক। তার মানে তোমার সঙ্গে আমার ব্যবধানটা আরও বাড়বে।'

'একই থাকা উচিত যদি আমাদের ভালবাসা থাকে,' রুমানা বললো। 'ও টাকায় তুমি ব্যবসা করে আমার টাকা শোধ দিয়ে দেবে।'

'তা না হয় হলো,' বাদল চিন্তিত কণ্ঠে বললো। 'এ আলোচনা হচ্ছে ও যদি এক বছরের মধ্যে মারা যায় এই অ্যাজামশনের ভিত্তিতে। যদি ও আরও চার বছর বাঁচে?'

'অত টাকার জন্যে চার বছর কিছু না,' রুমানা বললো। 'দারিদ্র্যের চেহারা কি আমি জানি, বাদল। না জানলে তোমাকে বলতাম টাকার ভাবনা বাদ দিয়ে দুজনের চারটি হাত দিয়ে সংগ্রাম শুরু করি। তুমি তো সংগ্রাম করছোই, আর আমি সংগ্রাম করেই এখানে এসেছি। এটা হারানো উচিত হবে?'

'জানি না—বুঝি না।' সিগারেটের শেষাংশটা গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে। বাদল অস্থির কণ্ঠে বললো, 'এখানে আসা সম্ভব না, সাতকানিয়াতেও নয়, অথচ দেখা হতে হবে, চার বছর অপেক্ষা করতে হবে—আমি কোনো কিছুই মিলাতে পারছি না।'

'মিলানো কঠিন কিছু নয়, যদি আমরা ঠিক করতে পারি আমরা কি চাই' রুমানা হিসেব করে উচ্চারণ করলো।

'আমি কিছু চাই না, শুধু চাই তোমাকে।' বাদল উপুড় হয়ে হাতটা তুলে দিল রুমানার শরীরে। কোমর ধরে কাছে নিয়ে এলো।

'আমার এই শরীর নিয়ে খেলতে চাইলে খেলতে পারো,' রুমানা বললো। 'হয়তো সপ্তাহে বা মাসে একবার দেখা হবে। আমিও পাগল হয়ে উঠবো তোমার জন্যে, দৌড়ে আসবো প্রথম সুযোগেই। কিন্তু কতদিন?'

উত্তর দিল না বাদল।

'বাদল, একদিন তোমার একঘেয়ে লাগবে অপেক্ষা করতে করতে, হয়তো নেশাই যাবে ছুটে।'

'না, যাবে না।'

'সেটাই তো আমার একমাত্র বাসনা,' রুমানা একটু সময় নিয়ে বললো। 'উপায় একটা আছে।'

'কি উপায়?'

'হাশিমুদ্দীনের ডাক্তারের নাম হলো শুভময় বড়ুয়া। তার দায়িত্ব ঠিক চিকিৎসা নয়, নিয়মিত চেক-আপ ও দেখা-শুনা। কয়দিন আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বের হয়েছে ডাক্তারের নামে, একজন লোক দরকার হাশিমুদ্দীনের জন্যে। যে সকালে বিছানা থেকে তুলে ওকে হুইল চেয়ারে বসাবে, রাতে বিছানায় শুইয়ে দেবে। তার জন্যে প্রয়োজন একজন শক্তিশালী লোক। যে লেখাপড়া জানে, বই পড়ে শোনাতে পারবে। নার্স আছে সব সময়ের জন্যে কিন্তু হাশিমুদ্দীন-কে সঙ্গ দেবার জন্যে এখন একজন পুরুষ লোক প্রয়োজন। বেতন ভালো। থাকাখাওয়ার খরচ লাগবে না। আগে একজন ছিল কিন্তু ডাক্তার বড়ুয়া তাকে গতমাসে জবাব দিয়েছেন।'

'কেন?'

'ভালো ছিল না লোকটা।'

'নতুন লোক পেয়েছো?'

'না,' রুমানা একটু ইতস্ততঃ করে বললো। 'তুমি ইচ্ছে করলেই আমরা একেবারে কাছাকাছি থাকতে পারি।'

দপ করে বাদল গরম হয়েই জমে গেল। রুমানার কোমর ধরে রাখা হাতটা টেনে আনলো। জিজ্ঞেস করলো, 'এ কাজটা তুমি আমাকে নিতে বলছো ?'

রুমানা বাদলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলো। ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিয়ে দেশলাই ঠুকে আগুন ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'এটাই সবচে নিরাপদ ব্যবস্থা, যদি আমরা সবদিক রক্ষা করতে চাই।'

'সবদিক রক্ষা মানে তোমার ডিভোর্স করতে হলো না, অথচ কাছাকাছি পেয়ে যাচ্ছো একজন নিয়মিত প্রেমিক। অর্থাৎ সারাদিন স্বামী মহাশয়ের সেবা করে রাতটা কাটাবো স্ত্রীর সঙ্গে। তার জন্যে পয়সা পাবো, এই তো ?'

'রুমানা সদ্য ধরানো সিগারেটটায় টান দিতে গিয়ে দিল না—গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে। উঠে বসলো। বললো, 'এই তোমার জবাব ?'

'না, আরও কিছু বলার আছে,' বাদলও উঠে বসলো। 'একটা লোক, যে কথা বলতে পারে না, নড়তে চড়তে পারে না, তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি রাত কাটিয়ে রোজ সকালে তার মুখোমুখি হবো কি করে ? হয়তো লোকটা আমার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, ও জানবে না আমি তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে এসেছি। আমি··· না আমি কিছু ভাবতে পারছি না !'

বিছানা থেকে নেমে গেল রুমানা। ঘরের লালচে আলোতেও চমক দেয় নগ্ন শরীর। কামনার বিস্তার ঘটায়। কোনো

কথা না বলে তুলে নিল পেটিকোট—গলিয়ে দিল মাথা দিয়ে। বললো, 'তবে এখানে থেকে দুজন ছ'মাসে একবার হাহুতাশ করলেই হবে।'

'কি করছো ?'

'আপাততঃ মোটেলে উঠবো,' রুমানা বললো। 'তারপর ফিরে যাবো যথাস্থানে, হ্যাঁ, নরকেই!'

'ক্ষেপে গেলে নাকি ?' এক ঝটকায় চাদরটা ফেলে উঠে এলো বাদল।

'হ্যাঁ, ক্ষেপেছি নিজের ওপর।' রুমানা বাদলের প্রসারিত হাত সরিয়ে দিল, 'ছাড়ো।'

'কোথায় চললে,' বাদল বললো। 'আগে বসে ফয়সালা করতে হবে না ?'

'না আমাকে ছেড়ে দাও। ফয়সালা হয়ে গেছে।'

'না, হয়নি।' বাদল ওকে উঁচু করে তুলে এনে বিছানায় নামিয়ে দিল। বললো, 'বসো, আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

রুমানার মুখ লাল, চোখে পানি, এবং ক্রোধের ছাপ।··· বাদল একটা সিগারেট ধরালো। সত্যি সত্যি ভাবছে ও।

'ভাবার কিছু নেই,' বললো রমানা। 'একমাত্র উপায়টা আমি বললাম। তোমার পুরুষ ইগোতে বাধছে আমাকে এভাবে পেতে। কিন্তু একটা কথা ভাবছো না কেন, ওরা বড়লোক, ওরা কানা খোঁড়া হলেও তোমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। আমরা ওদের সঙ্গে লড়ছি—কৌশল অবলম্বন অপরাধ নয়। সুযোগ পেলে ওরা তোমাকে শেষ করতে দ্বিধা করবে না।

ওদের অসহায় ভাবা এক ধরনের মূর্খতা।'

উত্তর দিল না বাদল।

ঘরে দুজন আদিম নগ্ন।

অথচ, নেই ব্রীড়া, সঙ্কোচ। বাদল উঠে দাঁড়ালো। ছয় ফুট লম্বা একহারা ছিপছিপে শরীর। রুমানা ওকে দেখছে।

'রুমানা…কিন্তু যে লোকটা আমাকে বিশ্বাস করবে…' ছটফট করে উঠলো বাদল, 'তা হয় না, হয় না।'

উঠলো রুমানা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো। পিঠে গাল ঘষে বললো, 'তবে এভাবে, এখনই কোথাও আমাকে নিয়ে চল। আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো, গুডবাই।'

'তাও হয় না,' বাদল বললো। 'কোথায় যাবো, আমি কোথায় তোমাকে নিরাপদে রাখবো!'

'তবে?'

'জানি না।'

'আমার কথা শোনো তবে। তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না—যার জন্যে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ওর প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই।' রুমানা বাদলের হাত ধরে এসে বিছানায় বসলো, বলে চললো, 'ওর প্রতি কোনোদিন আমার ভালবাসা ছিল না। একটা গরীব মেয়ের কাছে ও ছিল বিস্ময়, ভালবাসা নয়। যখন ওর শক্তি ছিল তখন ওর বাক্য ছিল আমার কাছে নির্দেশ। আমি বড়লোকীর অনেক কিছু জানতাম না। আমার একটু ভুল ও একটু দয়ামায়া নিয়ে দেখেনি। আমাকে আমার সব আত্মীয়-স্বজন থেকে

বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল প্রথম দিন থেকেই। ওর প্রতি মায়া আমার নেই। আমার হাতে কোনো টাকা দেয়নি। মোটা-মুটি দুবছর চলার মতো সামর্থ্য থাকলে আমি সোজা বের হয়ে আসতাম চৌধুরী প্ল্যানটেশন থেকে। তাছাড়া পঙ্গু হবার আগে তার সিলেটের বাংলো পূবালীতে মাসে একবার যেতো রিল্যাক্স করতে। সেখানে আসতো ঢাকা ও চট্টগ্রামের অনেক মক্ষীরানীরা! বিয়ের পর থেকেই জেনেছিলাম এখানে এক-নিষ্ঠতা আশা করতে নেই। আজ আমি কেন দ্বিধান্বিত হবো? বাদল, আমি যা বলছি তাই কর, প্রশ্ন করো না।'

'ওঠো বাদল, চা।' রুমানার মুখটা দেখতে পেল বাদল। ভালো করে চোখ মেলে দেখলো পুরো পোশাক পরে নিয়েছে রুমানা।

'তুমি একেবারে তৈরি—ক'টা বাজে?' বাদল চোখ রগড়ে আড়মোড়া ভাঙলো, 'আগে জাগালে পারতে।'

'জাগালে এ কাপড় পরা আজ আর হতো না,' রুমানা বললো। 'উঠে বসো, চা খাও।' কাপটা এগিয়ে দিয়ে বসে পড়লো বিছানায়।

ভারি ছিমছাম আর সুন্দর লাগছে ওকে, দেখে শেষ হয় না—আশ্চর্য মেয়ে!

'আমি এখন যাবো,' রুমানাকে এখন সিরিয়াস মনে হচ্ছে, 'সবকিছু ঠিক ঠিক মনে রাখবে। এক, সোমবার তোমার

ইন্টারভিউ। বেলা এগারোটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। ইন্টারভিউএর সময় আমি থাকবো, কিন্তু তুমি আমাকে চিনবে না। দুই, আজই চলে যাবে চট্টগ্রাম। ওখান থেকে দুএকটা ভালো পোশাক কিনবে। সাতকানিয়ায় নেমে রিকসা নেবে। রিকসাওয়ালাকে দখিনা ভিলা বললেই পৌঁছে দেবে। অবশ্যি নামটা আসলে দক্ষিণায়ন। ঠিকানা, ডিরেকশন আর কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি—টেবিলে পাবে। তিন, এখানকার কাউকে বলবে না কোথায় যাচ্ছো। আর রাতে যা যা কথা হয়েছে মনে রাখবে। কি, রাখবে তো?'

বাদল বসে বসে ওকে দেখলো আর চায়ে চুমুক দিল। এর জন্যে আমি সব করতে পারি—বাদল ভাবলো। এবং করতে যাচ্ছে সে। জানে না কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। অত হিসেব করেনি বাদল।

'বাদল, ভুল করলে সব কিছু শেষ।' রুমানা উঠে দাঁড়ালো ব্যাগ নিয়ে। বললো, 'আর দেরি নয়, এবার যাবো।'

'গাড়ি কোথায়?'

'বাজারের কাছে রেখে এসেছি,' রুমানা বললো। 'আমি মশাই হিসেব করে চলি। ও দাঁড়াও, আসল কাজটা করা হয়নি।' বলে ব্যাগ থেকে বের করলো একটা অ্যাপলিকেশন। বাদলের হাতে দিল। বাদল চোখ বুলিয়ে আবেদনকারীর নামে এসে থমকে গেল। ডঃ শুভময় বড়ুয়ার কাছে আবেদন করা হচ্ছে দক্ষিণায়ন ভিলায় নার্সের সহযোগিতার জন্যে: আবেদনকারী উৎসাহী। শরীরে শক্তি রাখে, ইংরেজী ও বাংলায়

ভালো দখল, ইতিহাসে উৎসাহী। টাইপ করা অ্যাপলিকেশনের শেষে আবেদনকারীর নামই তাকে থমকে দিল—সাঈদ হাসান। এটা বাদলেরই নাম।

এ নাম কোথায় কখন কিভাবে জানলো রুমানা?

'সই করো,' কলমটা এগিয়ে দিল।

সইটা বাদলের মনে আছে। প্রশ্ন না করে সই করলো সে ব্র্যাকেট করা টাইপড্ নামের উপর।

'জানতে চাইলে না এ নামটা আবিষ্কার করলাম কোথা থেকে?' রুমানা ব্যাগে দরখাস্তটা রেখে হাসলো। একটু অপেক্ষা করলো—তারপর নিজেই টেবিলের একটা ড্রয়ার থেকে বের করলো পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্তের ফিলাপ করা ফরমটা।

'এটা ফিলাপ করেছিলে জমা দাওনি কেন?' রুমানা বললো, 'তোমার বায়োডাটা এখান থেকে নিয়েছি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ইচ্ছে করেই দিলাম না।··· তোমার টাইপ রাইটারের ফিতে বদলাতে হবে।' আবেদনপত্রটা ব্যাগে রেখে বাদলের গালে ঠোঁটের ছাপ দিয়ে হাসলো, 'গালে দাগ নিয়ে বের হয়ো না আবার, চলি।'

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটলো না। পাসপোর্টের আবেদন পত্রটা বের করে দেখলো তাতে স্পষ্ট লেখা হাসান সাঈদ, এটা নকল নাম। রুমানা ভুল করে তার আসল নামই লিখেছে সাঈদ হাসান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

কাঁচা পথে রিক্সাটা 'দখিনা-ভিলা' শর্টকাট করলো। রিক্সাওয়ালা শুধু নয়, স্থানীয় লোকজন 'দক্ষিণায়ন' বলে না, বলে চৌধুরীর বাগানবাড়ি অথবা দখিনা-ভিলা। বাস স্টপেজ থেকে পাকা রাস্তা আছে, কিন্তু সে অনেক পথ। রিক্সাওয়ালা বললো এটা ছিল দখিনা-ভিলার পুরানো পথ। তারও আগে দখিনা-ভিলায় যেতে হতো খাল দিয়ে। কিন্তু এখানে চলাচল করতে হয় জোয়ার ভাটার হিসেবে। সাহেবরা মাঝে মাঝে সখ করে চলাচল করে।

এখন··· সময় সকাল এগারোটা। রুমানা এগারোটার মধ্যেই ভিলায় পৌঁছাতে বলেছিল।

ভিলার কাছাকাছি এসে রিকসাটা উঠলো পাকা রাস্তায়। রাস্তায় উঠেই বাদলের চোখে পড়লো 'দক্ষিণায়ন'। প্যাগোডার মতো দেখতে—টিলার উপরে চূড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রিকসা থেকে নামতে হলো। এখানে এসে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। রিকসা উঠতে পারে না।

ভাড়া মিটিয়ে উপরের দিকে তাকালো বাদল। হঠাৎ দ্বিধা-

স্বিত বোধ করলো, উঠবে কি এই রহস্যময় প্রাসাদে ? গাড়ি চলা রাস্তার পাশে ইট বসানো সিঁড়িও আছে। হয়তো রাস্তাটা তৈরি হবার আগে হেঁটে ওঠার একমাত্র পথ ছিল ওটা। বাদল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো, হাতে চামড়ার ব্যাগটা।

উপরে এসে স্বাভাবিক মনে হলো দক্ষিণায়ন। মূল ভিলার দু'পাশে, একটু নিচুতে নতুন ধাঁচের এক্সটেনশন। ওর একটায় সাইনবোর্ড—চৌধুরী প্ল্যানটেশন। অন্যটিতে কিছু লেখা নেই। দুপাশের এই দুই এক্সটেনশনে লোকজন আছে, তবে খুব বেশি নয়। এদের মূল অফিস ঢাকা ও চট্টগ্রামে। এখন এখানে কো-অর্ডিনেশন অফিস রয়েছে।

দারোয়ানই জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চাই ?'

'আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি।'

'আপনি তবে মেইন ভিলাতে যাবেন। ওখানে লোক আছে।' দারোয়ান দক্ষিণায়নের বারান্দা নির্দেশ করলো।

বারান্দায় দাঁড়াতেই আর একজন এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইন্টারভিউ ?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন।'

বামদিকের একটি ঘরে নিয়ে গেল—সেখানে আরও তিনজন উপস্থিত রয়েছে। জীবনে এই প্রথম চাকুরীতে ইন্টারভিউ দিচ্ছে বাদল। শুনলো এর আগে দুজনের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছে তারা বাদলের ব্যাগটা দেখছিল। বাদলের লজ্জা লাগলো। ব্যাপারটা এমন হবে

বুঝতে পারেনি। বুঝলো ব্যাগটা আনা ঠিক হয়নি। ওটা দু-চেয়ারের ফাঁকে রাখলো, একটু চোখের আড়ালে।

বাদলের ডাক পড়লো সবার শেষে। পাশের ঘরটাতেই ইণ্টারভিউ হচ্ছে। দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। ঘরের ভেতর যেতেই দেখলো রুমানাকে।

রুমানা বসেছে টেবিলের একপাশে। মূল চেয়ারে বসেছে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ইনিই তবে ডাক্তার শুভময় বড়ুয়া, বাদল ধরে নিল।

'বসুন,' ভদ্রলোক বললো। বসতে সময় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এর আগে কোথাও চাকুরী করেছেন?'

'স্থায়ী কোনো চাকুরী করিনি।'

'কেন?'

'মন বসেনি।'

'এখানে বসবে?'

'বলতে পারি না,' বাদল বললো। 'আপনারাও খুব একটা স্থায়ী লোক চান বলে মনে হয়নি।'

'এ কথা কেন মনে হলো আপনার?'

'স্থায়ী লোক পাওয়া এসব কাজে সম্ভব নয়।'

'কাজটা সম্পর্কে আপনি কতটুকু অনুমান করেছেন?'

'শক্ত সমর্থ লোক চেয়েছেন। ইতিহাস ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান চেয়েছেন। সব একসঙ্গে পাওয়া কঠিন।' বাদল

বললো। 'অথচ কাজ খুব একটা বেশি আছে বলে মনে হয় না।'

'আপনার অনুমান মোটামুটি ঠিকই আছে,' এবার কথা বললো রুমানা। 'কাজ কম বলেই কি আপনি কাজটা চাই-ছেন ?'

'অনেকটা,' বাদল নিজেকে শক্ত রেখে বললো। 'কারণ এই ফাঁকে আমি আমার লেখাপড়ার কাজটাও করতেপারবো।'

'আপনার কাজ ?'

'একজন প্রকাশকের সঙ্গে আমি চুক্তিবদ্ধ,' বাদল বললো। 'এ অঞ্চলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে একটা বই লিখতে চাই। ইচ্ছে ছিল চৌধুরী সাহেবের লাইব্রেরীটা ব্যবহার করবো।'

'কতদিন সময় লাগবে বইটা শেষ করতে ?' ডাক্তারের প্রশ্ন।

'বছর খানেক।'

'বই শেষ হলে চলে যাবেন চাকুরী ছেড়ে ?' রুমানা জানতে চাইলো।

'তখন ভেবে দেখতে হবে।' রুমানাকে একবার দেখলো আড়চোখে। তারপর পুরোপুরি চোখেই তাকালো। হেসে বললো, 'যদিও এখনো জানি না ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ইতিহাস সাহিত্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাজটা কি !'

'চাকুরী হলে জানতে পারবেন,' রুমানা বললো গম্ভীর কণ্ঠে। এই সকালে শাদা শাড়িতে ওকে চমৎকার লাগছে।

'উনি অবশ্যি চাকুরীতে জয়েন করার জন্যেই এসেছেন,'

ডাক্তার একটু হেসে বললো রুমানাকে। 'বড় একটা ব্যাগ সঙ্গে আছে।'

'বেকার বলে এ সুবিধাটি আছে,' বাদল বললো। 'পুরানো চাকুরীতে রিজাইন দিতে ফেরত যেতে হবে না।'

'আপনি দুএকটা চরিত্র সার্টিফিকেট বা প্রশংসা-পত্র দেখাতে পারেন?' প্রশ্নটা ডাক্তার শুভময় বড়ুয়া করলো।

'আমি এর আগে না বলে চাকুরীগুলো ছেড়েছি, তারা প্রশংসা-পত্র দেবে বলে মনে হয় না।'

'ও,' ডাক্তার একটু ভাবলো। রুমানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মিসেস চৌধুরী কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়-পত্র আনিয়ে নিতে পারবেন?' রুমানাই জিজ্ঞেস করলো এবার।

'চেষ্টা করতে পারি।'

'ঠিক আছে···আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন।' রুমানা বললো।

বাইরের ঘরে তখন কেউ নেই। বাদল আগের চেয়ার-টাতে বসলো। পিয়নটা ভেতরে গেল। ফিরে এসে বললো, 'আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

দশ মিনিট পর আবার ডাক পড়লো বাদলের। এবার ঘরে বসে আছে ডাক্তার বড়ুয়া। ডাক্তার বললো, 'আপনাকেই আমরা কাজটা দিতে চাই একটি শর্তে—তা হলো, একটি পরিচিতি দু'সপ্তাহের ভেতর আনাতে হবে। কারণ আপনার বায়োডাটা থেকে পরিচয়টা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চেষ্টা করবো।'

'তবে আসুন আজ থেকেই কাজে যোগ দিন,' ডাক্তার বড়ুয়া বললো। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন হাশিমুদ্দীন চৌধুরী সুস্থ নন। তাঁকে আপনার সঙ্গ দিতে হবে ...'

বাদলকে তার থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিল কাজের লোক। ঘরটা মূল ভিলার সঙ্গে না, একটু নিচুতে। ভিলার পেছন দিকের উৎরাই সামনের মতো খাড়া নয়। ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পথ ধরে নেমে এলো বাদল লোকটার পেছন পেছন। এটাও একটা বাংলো। দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছিল। লোকটা বললো, 'গেস্ট-হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আগে আর একটা নাম ছিল ঘাট-হাউস।'

'ঘাট হাউস?'

'আসুন দেখবেন।'

ঘরের পেছনের দরজা খুলে দিল লোকটা। পর্দা সরিয়ে দিতেই দেখা গেল একটা ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই দেখা গেল নদী, ছোট খরস্রোতা। ওপাশে কাঠের পাটাতন—লঞ্চ ঘাট। এখন একটা বোট বাঁধা রয়েছে গাছের ছায়ায়—পুরোটা মোড়ানো থাকি টারপুলিন দিয়ে। এই গেস্টহাউসের একটা অংশ বাড়ানো নদীর দিকে। ঢালুতে পায়ার উপর দাঁড়ানো। ও পাশের বারান্দা দিয়ে সংযুক্ত। বাদলের দৃষ্টি লক্ষ্য করে লোকটা বললো, 'ওটা মেম সাহেব ব্যবহার করেন অনেক সময়।

আগে ছিল সাহেবের স্টাডি। এখন মেম সাহেব গান শোনেন।'

'এখানে কেন?'

'জোরে গান ছাড়লে সাহেবের অসুবিধা হয়—তাছাড়া নদী মেম সাহেবের পছন্দ।'

'ও,' বলে বাদল ঘরে এলো। মনে হলো রুমানাকে এখন প্রয়োজন। কিন্তু কোথায়—কিভাবে দেখা হবে।

'আপনি বিশ্রাম নিন,' বলে লোকটা বের হয়ে গেল।

সুন্দর ঘরটা। দেয়াল থেকে দেয়াল কার্পেটে মোড়া। সোফা সেট আছে, পালংটা সুন্দর, পরিষ্কার বেডকভার দিয়ে ঢাকা। বাথরুমটা একেবারে শুকনো। বহুদিন ব্যবহার হয়নি।

কাপড় ছাড়তে লাগলো বাদল।

খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বাদল।

সেই লোকটাই ঘুম ভাঙালো। বললো, 'ভিলাতে যেতে হবে। মেম সাহেব ডাকছেন।'

তৈরি হতে দশ মিনিট লাগলো। ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা থেকে ভিলা। কেউ কোথাও নেই। ইঁট বাঁধানো পথ ধরে উঠে গেল উপরে।

ভিলার বারান্দায় উঠতেই মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে বললো, 'এদিক দিয়ে আসুন।'

বারান্দাটা ঘুরে গেছে। ওখান থেকে বেশ বড় একটা

খোলা বারান্দা। মনে হয় এটাও গেস্ট হাউসের মতো পিলারের উপর আছে। না, নিচে ঘর, অনেকটা বেজমেণ্টের মতো। হয় তো কাজের লোকরা থাকে। খোলা বারান্দায় ডেক চেয়ার রয়েছে গোটা চারেক, মাঝখানে একটা টিপয়। মহিলা বাদলকে বসতে বলে চলে গেল।

নদীটা এখান থেকে দেখা যায়। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায় ছোট ছোট ঘর—বেশ বসত গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলে।

'কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন ?'

চমকে ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো রুমানাকে। নীল শাড়ি পরনে, চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে পিঠ জুড়ে—ফ্রেশ লাগছে।

'বস কি দেখছো ?' রুমানা বসে বললো, 'কেমন লাগছে ?'

'চমৎকার…চারদিকটা।'

'হঁ্যা। হাশিমুদ্দীনের টাকার অন্ত নেই, টাকা ঢালতে পারলে এসব হয়,' রুমানা বললো। 'জানো, গত রাতে আমার ঘুম হয়নি, তোমাকে ভেবেছি।'

'আমারও,' বাদল নিচু গলায় প্রায় মনে মনে বলার মতো বললো। 'এখনি তোমাকে গিলে খেতে ইচ্ছে করছে।'

'পাগল!' রুমানা হাসলো, 'এখানে কথা বললে কেউ শুনবে না। এদিকে আমার অনুমতি ছাড়া কেউ আসবেও না। কিন্তু চোখ তো এড়াতে পারি না। হয়তো দুরবীন দিয়ে দূর থেকে কেউ দেখছে।'

'কে ?'

'স্পাইয়ের অভাব আছে নাকি ?' রুমানা বললো, 'শোনো,

কাজের কথা বলে নিচ্ছি। এখানে যারা কাজ করে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল আমার নিয়োগ, আর একদল পুরানো। অর্থাৎ সবাইকে ভয় পাবার যেমন কারণ নেই তেমনি চলতে হবে সাবধানে সবচে সাবধান লুৎফিবুকে। ও রান্না-বান্নার তদারকী করে। হাশিমুদ্দীনের গ্রাম সম্পর্কের আত্মীয়। বিধবা হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া তোমাকে দেবে এবং কথা আদায়ের চেষ্টা করবে। ও মনে করে আমার চেয়ে হাশিমুদ্দীনের উপর অধিকার তারই বেশি। কিছু কিছু কাজের লোক তার হাতের মুঠোয়। আর আছে আশা-রানী মানুক। নার্স ওর ধারণা হাশিমুদ্দীন মৃত্যুর আগে ওকে কিছু দিয়ে যাবে। এবং যেহেতু রোগী সেজন্যে হাশিমু-দ্দীনকে ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে। হাশিমুদ্দীনের এক পাশের ঘরে আশা, অন্য পাশে আমি থাকি। সপ্তাহে একদিন ছুটি ওর. একদিনটি আমাকে ডিউটি দিতে হয়।'

এসব কথা সবই বাদলের কাছে অর্থহীন মনে হলো। কিন্তু কিছু বললো না শুধু দেখলো রুমানাকে।

'তাছাড়া আছে মালি, নাইট-গার্ড। পিয়ন আর্দালীরা অফিসের—পাঁচটার পরে থাকে না। তোমাকে যে অ্যাটেণ্ড করলো ওর নাম রাশেদ। ওকে বিশ্বাস করা যায়। ও আমার বাইরের ফরমাশ খাটে'

'চৌধুরী প্লানটেশন দেখাশুনা করে কে?'

'লোক আছে।' রুমানা বললো। 'তারাই আগে দেখতো, এখনো দেখছে। আমার কিছু সই লাগে। আমি সকালের

দিকে এক ঘণ্টা অফিসে বসি। এ বিষয়ে আসলে দেখাশুনা করেন ডাক্তার শুভময় বড়ুয়া।'

'উনি তো ডাক্তার?'

'ডাক্তার। এখনো তাই,' রুমানা বললো। 'ওরা অনেক পুরানো বন্ধু। ডাক্তারী আজকাল আর করেন না। অথবা বলা যায় করতে সময় পান না। ইনি তোমাকে হাশিমুদ্দীনের বিষয়ে নির্দেশ দেবেন। এ লোকটি বিয়ে করেননি—কারণ কোনো মেয়েকে বিশ্বাস করেন না। পৃথিবীতে কিছু লোক আছে যারা কেউ সুন্দরী হলে বা আকর্ষণীয়া হলেই চরিত্র খারাপ মনে করে—ইনি সেই দলের লোক। এমন কি তোমার সুন্দর শরীরটা দেখলেও অনেক কিছু ধরে নেবেন মনে মনে।'

'খুব সুন্দর মনে হয়েছিল চারদিক। এখন দেখছি: সাপের গর্তে পা দিয়েছি।'

'আর আমি এরই মধ্যে আছি এতদিন ধরে,' রুমানা একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললো। 'আমরা সাবধানে থাকলেই হলো। যে রাতে দুজন একা হবো তখন…' কথা শেষ না করে রুমানা সেই অদ্ভুত চোখে তাকালো, হাসলো।

ওই চোখ, ওই হাসি বাদলের সারা শরীরে, রক্তে রোগ বীজাণুর মতো ছড়িয়ে পড়ে। যদিও বুঝতে পারে ওর এই আকর্ষণ আসলে একটি তীক্ষ্ণ পিনের মতো আটকে ফেলেছে বাদলকে। একটি পতঙ্গের মতো বিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে, কিন্তু এখান থেকে বেরুতে পারছে না, বেরুতে পারবে না।

ডান পাশে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রুমানা।

এখান থেকে নিচুতে গাছপালার ফাঁকে গেস্ট-হাউস দেখা যাচ্ছে। পায়ে হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথটা নেমে গেছে পাহাড় বেয়ে।

'ওই পথ দিয়ে রাতে তোমার কাছে যাবো।' রুমানা বললো। সেই চোখ, সেই হাসি।

'অন্ধকারে···ওই পথে?' বাদল অবাক হলো।

'ওপথের প্রতি ইঞ্চি আমার চেনা। এখানে হাঁপিয়ে উঠলে আমি ওখানে গিয়ে বসি—প্রায় রাতে। ওখানে আমি একটি ঘর সাজিয়ে নিয়েছি।' রুমানা বললো, 'চল, তোমাকে আগে হাশিমুদ্দীনের কাছে নিয়ে যাই, এসে চা খাবে।'

খোলা বারান্দা থেকে শেড দেয়া বারান্দায় উঠেই টার্ন নিল রুমানা। জালি বসানো রেলিং, লাল মেঝে, টানা বারান্দার অন্য প্রান্তে একই ধরনের খোলা বারান্দা বের হয়ে গেছে শেড থেকে। খোলা বারান্দায় নয়, শেডের ঠিক নিচেই, এক হুইল-চেয়ারে বসা মধ্য বয়স্ক লোকটিকে দেখলো বাদল।

এ-ই তবে হাশিমুদ্দীন চৌধুরী।

দুই

হুইল চেয়ারের পাশে একটা ফুলদানীতে সাজানো রজনীগন্ধা। আশেপাশে অনেক টব। সামনে পাহাড়। পাহাড়ের ঢালুতে নদী।

হাশিমুদ্দীন চৌধুরীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। কাঁচা-পাকা চুল কাঁধ বেয়ে নেমেছে। চোখ পাহাড় বা আকাশের গায়ে স্থির।

বাদল দাঁড়িয়ে পড়তেই রুমানা এগিয়ে গেল। দাঁড়ালো হুইল চেয়ারের পেছনে।

'হাশিম, তোমার জন্যে নতুন লোকটা এসেছে। আজ থেকেই তোমার সঙ্গে থাকবে। চট্টগ্রামে থাকতো। ইতিহাস ও সাহিত্যে পড়াশুনা আছে। বৌদ্ধ-সংস্কৃতির ওপর রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে বললো। রুমানা কাত হয়ে হাশিমুদ্দীনের মুখ দেখার চেষ্টা করলো। ইশারা করলো বাদলকে—সামনে দাঁড়াতে।

হাত ঘামছে, অসুস্থ লাগছে বাদলের। মুখটা একভাবে আছে হাশিমুদ্দীনের। শুধু চোখ দু'টো স্থাপিত হলো বাদলের উপর। উজ্জ্বল চোখ দুটো না থাকলে মনে হতো পাথরের

মূর্তি।

এ রকম প্রাণবন্ত চোখ বাদল জীবনে দেখেনি। মনে হয় মানুষটা অত্যন্ত মেধাবী ছিল, আবার ধূর্ত, রসিক ও স্নেহশীল। এবং প্রয়োজনে এ লোকটা পারতো নিষ্ঠুর হতে। শুধু চোখ দুটো বলছে এত কথা, পুরো শরীরটা অথর্ব, স্থির।

শুনেছিল বাদল। এখন দেখলোঃ কথা বলতে পারে না, নড়তে পারে না, জীবন-মৃত মানুষ কত অসহায় হতে পারে! কিন্তু তার দৃষ্টি বাদলের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি তুলে দিচ্ছে। তার নিরীক্ষণ শেষ হয়েছে। চোখ দুটো সদয় হলো। মনে হলো, মৃদু হাসছে যেন। বাদল এক পা এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি চেয়ারটা ভেতরে নিয়ে যাবো, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।'

কথাটা বলে বাদল তার নিরীক্ষণ থেকে রেহাই চাইলো। রুমানাও বুঝলো ব্যাপারটা। সে দ্রুত এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালো। বললো, 'হাশিম, তোমার ভেতরে যাবার সময় হয়েছে, চল।'

রুমানার কাঁধের ফাঁক দিয়ে বাদল দেখলো হাশিমুদ্দীনের চোখ। দৃষ্টি দ্রুত বদলে গেছে। এখন দৃষ্টিতে কী ভীষণ রাগ ও ঘৃণা। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। দৃষ্টিটা আবার স্পর্শ করলো বাদলকে। বাদল সরে গিয়ে চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালো। রুমানা বললো, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যান, সাবধানে যাবেন।'

বারান্দা থেকে চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে রুমানার পেছন পেছন ঘরে এলো। বিরাট শোবার ঘর, আলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, অথচ জানালায় গোধূলীর রক্তাভা এখনও দেখা

যাচ্ছে।

সারা মেঝে পার্শিয়ান কার্পেটে মোড়া। জানালার পাশে একটা চেয়ার ও টেবিল। তারপর রয়েছে পালংটা। পুরো ঘরটা সাজানো হয়েছে পাকা শিল্পীর হাতে। দেয়ালে তেল-চিত্র, দুটো রি-প্রোডাকশন রয়েছে: একটা টার্নারের সমুদ্র অন্যটা চিনলো না কার আঁকা।

বাদল চেয়ারটা বিছানার পাশে দাঁড় করালো। রুমানা দেখছে বাদলকে। তির্যক চাহনি। নার্ভাসবোধ করলো বাদল। কিছু বলছে না রুমানা, সাহায্য করছে না। দুজনই দেখছে বাদলকে। বেড কাভারটা বাদল টান দিয়ে তুলে ফেললো, ছুঁড়ে দিলো চেয়ারের দিকে। এবার হাশিমুদ্দীনকে ঢেকে রাখা চাদরটা আলগা করলো আস্তে আস্তে। চাদরের ভেতর হাশিমুদ্দীনের পরনে ছাই রঙের ঘুমানোর পোশাক, সিল্কের। হাত দুটো হাতলে রাখা, স্বাভাবিক। সবই স্বাভাবিক, পা দুটো ছাড়া। পা দুটো কঙ্কালসার।

ওর কাঁধের তলায় ও হাঁটুর নিচে হাত দিয়ে শূন্যে তুলে ফেললো। যত ভারি মনে হয়েছিল ততটা ভারি নয় যার জন্যে বাদল হঠাৎ ব্যালেন্স হারাচ্ছিল। তাকালো রুমানার দিকে। একই দৃষ্টি। কোনো মতামত চাইলো না বাদল। অনেক-টা জেদের মতো অনুভব করলো ভেতর ভেতরে। আস্তে বিছা-নায় শুইয়ে চাদরটা গায়ে টেনে দিল। এবং অনুভব করলো কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, নিঃশ্বাস দ্রুত।

সরে এলো রুমানা। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'ধন্যবাদ, বাদল

সাহেব। আপনি এখন বিশ্রাম নিতে পারেন। আগামীকাল সকাল সাতটায় বিছানা থেকে ওঠাতে হবে। উনি কিন্তু সময় ধরে চলেন, একটু এদিক থেকে ওদিক হলে ক্ষেপে যান।'

দুজনকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে আসার সময় রুমানার কথায় একটু থমকে গেল। রুমানা বললো, 'মন্দ না লোকটা, কি বলো ? আমি হাই-ফাই চালিয়ে দিচ্ছি। কি শুনবে আজ ? আলী আকবর না বেলায়েত হোসেন খান ? না, পড়ে শোনাবো কিছু ?'

আর কি বলছে বোঝা গেল না। তবে অবাক হলো ভাবতে গিয়ে : আচ্ছা, কিভাবে হাশিমুদ্দীন নিজের মতামত জানাবে ? ভাবলো : একটি জীবন্ত আত্মা মৃত শরীরের মধ্যে কিভাবে বন্দী হয়ে আছে, কি ভয়ঙ্কর ! এবং সজ্ঞান লোকটা জানে যাদের উপর নির্ভর করে আছে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, সবাই দয়া করছে, না হয় মৃত্যু কামনা করছে। সবাই অপেক্ষা করছে সেই অবসানের দিনটির জন্যে। নিশ্চয়ই হাশিমুদ্দীন তার তীব্র দৃষ্টি দিয়ে সবই দেখতে পারে—তাতে যন্ত্রণা কি বাড়ে, আরও বাড়ে ?

হাই-ফাই বেজে উঠলো। আলী আকবরের সরোদে টোকা পড়েছে। কি বাজবে এখন ?···ইমন কল্যাণ ?

হঠাৎ মনে হলো পথটা ভুলে গেছে। অনেক দরজা—একই জালি দেয়া রেলিং—একই ধরনের সবকিছু। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দরজার পর্দা সরিয়ে বের হয়ে এলো এক মহিলা। বয়স চল্লিশের মতো হবে। সাদা শাড়ি পরনে।

'আপনি কি নতুন এলেন ?' মহিলার সোজাসুজি প্রশ্ন।

'জ্বী। আমি বাদল।'

'দেশ ?'

'চট্টগ্রাম থাকতাম,' বাদল প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো। 'গেস্ট হাউসে যেতে চাই —কোন্ দিক দিয়ে যাবো…'

'সঙ্গে আসুন,' মহিলা বললো। 'আমি হাশিমুদ্দীনের বোন—সবাই লুৎফিবু বলে। আপনিও তাই বলতে পারেন। হ্যাঁ, একটু মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে। আগের লোকটা কোনো কর্মের ছিল না। দিনরাত শুধু ফন্দি আঁটতো। হাশিম ভাইকে খুব সাবধানে ওঠাবেন ও নামাবেন।'

'আমি মোটামুটি সাবধানী লোক।'

'গেস্ট হাউসে থাকবেন কতদিন—বউ এলে তো কটেজে যেতে পারেন নদীর পারে।'

'বউ আসবে না,' বাদল বললো। 'বিয়েটা করা হয়নি।'

'উচিত ছিল,' লুৎফিবু বললো। 'আগের লোকটাও বিয়ে করেনি।'

'কোন্ লোকটা ?' কৌতূহল হলো বাদলের।

'আদিল,' লুৎফিবু বললো। 'বৌ-এর দুর সম্পর্কের আত্মীয় বলে এনেছিল। যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব। আস্ত একটা জংলী। সারাদিন বর্মি চুরুট ফুঁকতো। হাশিম ভাইকে আছড়ে ফেলতো বিছানায়। তাই ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

বাদল দেখলো বারান্দার অন্যদিকটায় এসে গেছে, দেখা যাচ্ছে গেস্ট হাউসটা।

'শুভরাত্রি' বলে হাঁটা পথে নেমে পড়লো বাদল। গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল, পেছন ফিরে দেখলো লুৎফিবু দাঁড়িয়ে আছে—দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার হাঁটতে লাগলো। আজ বিকেল থেকে ঘামছে বাদল। স্নায়ুগুলো বেহালার তারের মতো টানটান হয়ে আছে। বুঝতে পারলোঃ লুৎফিবু জানে কেন সে এখানে এসেছে।

ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে পেছনের ব্যালকনিতে বসলো। রুমানার জন্যে শরীরের প্রতি লোমকূপ সচেতন হয়ে উঠেছে। অথবা আশঙ্কায়, ভয়ে।

সকাল সাতটা বাজার তিন মিনিট আগেই বাদল গিয়ে দাঁড়ালো হাশিমুদ্দীনের ঘরের বারান্দায়। পায়ের শব্দে বের হয়ে এলো, রুমানা নয়, নার্স—নাম বোধহয় আশারাণী মান্নক। রোগা কালো লম্বাটে নার্স মাথার টুপিতে ক্লিপ আটকে নিয়ে তাকালো। রসকষহীন চাহনি। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে কোনো বছর হতে পারে। দেখলেই বোঝা যায় কাজের লোক। অনেকটা সেই ধরনের লোক যারা বিপদ দেখলে ভয় পায় না—সামলে নিতে পারে অনায়াসে। যার জন্যেই বোধহয় অধিকার সচেতন।

রুক্ষ দৃষ্টিটা একটুও বদল না করেই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনিই নতুন লোক?'

'হ্যাঁ, মিসেস মানুক।' বাদল বললো।

'আমাকে নার্স বলবেন বা সিস্টার—মিসেস মিস নয়। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি রেডি করছি চৌধুরী সাহেবকে। আপনি বারান্দায় অপেক্ষা করুন। আপনার নাম তো বাদল ?'

মাথা নাড়লো বাদল।

'এ ধরনের কাজ নিশ্চয়ই আগে করেননি।'

'না।' বাদল স্বীকার করে নিল।

'এতো ইণ্টারভিউ নিয়েও ডাক্তার সাহেব একজন অভিজ্ঞ লোক পেলেন না।' নার্স গজ-গজ করে উঠলো। তারপর ভালো করে দেখে বললো, 'অবশ্যি আদিলটাকে বিদায় করতে পেরে আমরা বেঁচেছি। জোয়ান লোক দরকার বলে কেউ ঘরের মধ্যে ডাকাত রাখে ? আপনি আশা করি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবেন। আস্তে তুলবেন, আস্তে নামাবেন। তা না হলে আমি ডাক্তারকে বলে…'

'চাকুরী থেকে রেহাই দেবেন ?' বাদল প্রথমেই বাজে কথা বলার জন্যে চটে উঠলো, 'আমি কেবল চাকুরীতে যোগ দিয়েছি, আপনি আগে থেকে চাকুরী করছেন। একটু সহযোগিতা না করলে আমি থাকবো কি করে ?'

নার্স একমুহূর্ত বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘরের ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। বাদল বারান্দার রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালো। এবং তখনি চোখ আটকে গেল বাগানে। মালির তদারকী করছে রুমানা। পরনে ব্লু জিনস টি-শার্ট। শরীরের

প্রতিটি বাঁক স্পষ্ট—অথচ লাগছে কিশোরীর মতো। এই শরীরের স্মৃতি সারা রাত আধা জাগরণে রেখেছে তাকে। নার্সের কথার পর মাথায় একটা রাগ জেগে উঠেছিল। সেটা নেমে গেল। রক্তে রুমানার অস্তিত্ব বীজাণুর স্রোতের মতো মিশে গেল। ভাবলো তাকাবে রুমানা। কিন্তু না, সচেতন ভাবেই এদিক তাকাচ্ছে না রুমানা।

'আমার হয়ে গেছে।'

কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আশারাণী বুঝতে পারেনি। বাদল যে রুমানাকে দেখছে সেটা দেখেছে মনে হলো। তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে নার্স। বাদলের জেদ উঠলো। ঠাণ্ডা চোখে তাকালো নার্সের চোখে। দুজনের চোখে দুজন তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। নার্সের চোখ নিষ্কম্প। চোখ সরিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বাদল। নার্স তার আগেই দ্রুতবেগে ঘরে গেল। বললো, 'আসুন।'

গত রাতে যেভাবে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি শুয়ে আছে হাশিমুদ্দীন। তাকিয়ে আছে বাদলের দিকে। মাথা ঝুঁকিয়ে বাদল বললো, 'কেমন আছেন?' হাশিমুদ্দীনের চোখ কথা বলে উঠলো যেন। আশ্চর্য ভাষা ও চোখের। স্পষ্ট যেন বলছে: তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। এ অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। বাদলের দিক থেকে যখন চোখ সরিয়ে নার্সকে দেখছে তখন দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে, নির্লিপ্তি ছাড়া আর কিছুই থাকছে না।

নার্সের কথা মতো বাদল খুব সাবধানে হাশিমুদ্দীনকে

তুলে চেয়ারে বসালো। হাশিমুদ্দীন চোখের ভাষায় ধন্যবাদ জানালো। নার্সও খুশি হলো। মাথা নাড়লো। বললো,'আপনি কিছুক্ষণ পরে আসুন, আমি ওঁকে ব্রেকফাস্ট দেব।'

মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো বাদল। হাশিমুদ্দীনের চোখে রসিকতা। যেন বলছে, কেমন জাঁহাবাজ মহিলা দেখলে। পালিয়ে যাও। পরে দেখা হবে, কথা আছে। ওর দৃষ্টির অনুভবটা নিয়ে বাইরে এলো বাদল। বাইরে এসেই মনে পড়লো ঃ বাগানে রুমানা।

বারান্দা দিয়ে একটু এগিয়েই বাইরে যাবার সিঁড়ি পেলো। দ্রুত এগিয়ে গেল বাদল বাগানের দিকে। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে ভালো করে খুঁজতে লাগলো ঃ কোথায় রুমানা। সময় লাগলো খুঁজে বের করতে। একটা ডেক চেয়ারে বসে খবরের কাগজ দেখছে, সামনে চা। এগিয়ে গেল বাদল। মালিটা অবাক হয়ে দেখলো। কিছু বলার আগেই বাদল রুমানার কাছাকাছি চলে গেল। রুমানা একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার মনোনিবেশ করলো কাগজ পড়ায়। দূর থেকে দেখলে বোঝা যাবে না কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে রুমানা। মাথা নিচু রেখেই বললো, 'এখানে আসা তোমার ঠিক হয়নি। আমাদের যখন তখন কথা বলা উচিত নয়। আমি প্রয়োজন ছাড়া কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলি না।'

'কর্মচারী ?'

'এখানে, এদের চোখে তাই,' রুমানা বললো। 'তুমি বুড়োর কাছাকাছি থাকো, সবাইকে খুশি রেখে চলো—তাতে আমা-

দের মেলামেশা সহজ হবে। আজ রাতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে,' বাদল কণ্ঠের রোষ লুকালো না।

'তুমি কি বুড়োকে দেখে মোহিত হয়ে গেছো?'

একটু চমকে গেল বাদল। বললো, 'হবার কথা নাকি?'

'অনেকে হয়,' রুমানা বললো। 'যেমন আমি হয়েছিলাম। লোকে ওর পাল্লায় পড়তো খুব সহজে। ইচ্ছে করলে তুমি এখন ঘুরে বেড়িয়ে আসতে পারো।'

'হ্যাঁ, প্রকৃত প্রেমিক হওয়া ছাড়া আমার গতি দেখছি না,' বলে বাদল গেস্ট-হাউসের দিকে এগিয়ে গেল। নিজের ঘরটা গোছাবে ঠিক করলো।

ওয়ার্ডরোব খুলে নিজের কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখার আগে একটু ঝাড়তে গিয়ে বের হলো আধ-বোতল হুইস্কি—ওল্ড স্মাগলার। বোতলে মুখ লাগিয়েই ঢক্ ঢক্ করে পান করলো খানিকটা। এটা প্রয়োজন ছিল আজ।

ঠিকই বলেছে রুমানা—মানুষের মন ভোলাতে পারে হাশিমুদ্দীন। যদিও তার অক্ষমতা ভয়াবহ, তার মুখের একটি পেশী কাজ করে না। কিন্তু চোখের ভাষায় কথা বলতে পারে মানুষটা।

নার্স নেই। বারান্দায় বাদল বসেছে আর একটা ডেক

চেয়ারে। বাদল কি বলবে ভেবে না পেয়ে তার ছেলেবেলার গল্প শুরু করলো। ওর চাহনি বাদলকে বলতে উৎসাহিত করছে। বাদল বললো, 'চৌধুরী সাহেব, এভাবে ঘরে বসে না থেকে মাঝে মাঝে আমরা বেড়িয়ে আসতে পারি মোটর-বোটে করে —আমি বোট চালাতে পারি। খুব আস্তে চালাবো, কোনো অসুবিধা হবে না। খুব ভালো লাগবে আপনার। যাবেন?'

ওর চোখ বলে উঠলো চমৎকার হবে।

'এখন একটু বাগানে যাবেন?'

চোখ সায় দিল।

বাদল চেয়ার ঠেলে নিয়ে চললো বারান্দা দিয়ে। সিঁড়ির কাছে এসে পাশ থেকে ঘুরে চেয়ারটাকে উঁচু করে নামিয়ে ফেললো।

'এ কি হচ্ছে?'

নার্স দৌড়ে এলো।

'বাগানে বেড়াতে চাচ্ছেন—'

'না,' নার্স বললো। 'ডাক্তার না বললে আপনি তা পারেন না। আমাকে জিজ্ঞেস না করে—'

ভয় পেয়েছে চৌধুরী। যেন এ নার্স থাকলে তাকে বন্দী হয়েই থাকতে হবে।

বাদল এবার একা নয়। আরও একজনকে ডেকে আনা হলো। আবার উপরে তুললো চেয়ারটা।

চৌধুরীকে দুপুরের খাবার খাইয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। অসহায় দৃষ্টিতে বাদলের দিকে তাকিয়ে থেকে

নিঃসাড় পড়ে রইলো। বাদল ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিবেকের দংশন বাদলের খুব একটা হয় না। দশ বছরের পলাতক জীবনে অনেক কিছুই করতে হয়েছে যার জন্যে হয়তো বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। এই দশ বছরে মানুষকেও দেখেছে নানা ভাবে। বিবেকের প্রশ্নে অবিচল কয়জনকে সে জানে? আজ কিন্তু বিবেকে বাধছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ নেশার ঘোরে এখানে কেন সে এলো। সে দায়ী করলো হাশিমুদ্দীনকে। লোকটা যদি ভয়ঙ্কর হতো, অথবা ওই চোখ দুটোও অবশ হয়ে যেতো তবে সহজ হতো বাদলের পক্ষে। আর বাদল তো নিমিত্ত মাত্র। বাদল না হলেও অন্য কেউ আসতো এখানে। রুমানা সম্পর্কে তার ঘোর ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। এখানে যেন শুধু রুমানা নয়, প্রত্যেকেই ওই অসহায় লোকটির প্রতিপক্ষ। কেউ কেউ হয়তো আঘাত করবে না এই মুহূর্তে, কিন্তু সবাই শকুনের মতো বসে আছে এর মৃত্যু প্রতীক্ষায়। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাবে এই আশায়।

হাশিমুদ্দীনকে মায়া করার অধিকার তার নেই। হাশিমুদ্দীনের টাকা আছে। বাদল পথের ফকির। একবার এও মনে হলো।

আজ আসবে রুমানা তার কাছে। যার জন্যে সে এখানে এসেছে। রুমানা আসবে এ কথাটাই সবকিছু ঢেকে দিল। ও কি সত্যিই বাদলকে ভালবাসে? কি করে সম্ভব? কত লোক ওর প্রেমিক হতে পারে। সবাই কি পারে ওর মনের

আশা পূরণ করতে ?··· না বাদলের মতো বাউণ্ডুলে প্রেমিক ছাড়া কে এই কারাগারের বন্দীত্ব বেছে নেবে! এখানে রুমানা যক্ষের ধন আগলে রাখতে চায়, অথচ ভালবাসা চায়, প্রেমিক চায়। যার জন্যে বাদলই হতে পারে একমাত্র প্রেমিক। কিন্তু আদিল কে ? লুৎফিবুর ইঙ্গিত স্পষ্ট। লুৎফিবু একটু তলকাটা মানুষ বোঝা যায়। যেহেতু রুমানাই সম্পত্তির মালিক হবে তার জন্যে তার প্রতি ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক। ইঙ্গিতটা মিথ্যেও হতে পারে।

রুমানা সম্পর্কে নিজেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো বাদল। ওর দৈহিক আচরণ ছাড়া বাদল ওর কিছুই জানে না অথচ ভাবছে ভালবাসার কথা। এটা তা হতে পারে না। এ তো শুধু আসঙ্গ কামনা। এবং রুমানার দিক থেকেও তাই। তবে এত কিছু ভাবছে কেন ? আকর্ষণ ফুরালেই চলে যাবে বাদল। কিন্তু তাও তো নয়! ওর সঙ্গে একটা বিষয়ে অদ্ভুত মিল হাশিমুদ্দীনের, তা হলো চোখ। দু'জনের চোখ কথা বলতে পারে। কালো চশমা পরলে রুমানাকে বোঝা মুশকিল হয়। মনে হয় ওর মনের ভেতর কিসের যেন আনাগোনা হচ্ছে!

এখানে এসে মনে হলো রুমানা কি শুধু শরীর চায় ? তা নয়। তা হতে পারে না। তবে কি চায় ও ?

কে এই আদিল!

তিন

'কি ভাবছো, বাদল ?'

তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়ালো বাদল। ঘরে মৃদু আলোয় দেখলো রুমানা দাঁড়িয়ে। গাঢ় রঙের প্যান্ট, কালো টি-শার্ট। মাথায় রুমাল জড়ানো। সেটাও কালো। চোখ দুটো কালো পোশাকে আরও জ্বলজ্বলে লাগছে, কালো আবরণে শরীর হয়েছে আরও রহস্যময়।

দরজা খোলা রেখেছিল, রাতের অন্ধকারেও এসেছে অন্ধকারে গা মিশিয়ে। বাদলের কাছে এলো না। টেবিল ল্যাম্পের কাছে এগিয়ে গেল। বন্ধ করলো আলোর একমাত্র উৎস।···অন্ধকার। বাদল কিছুই দেখছে না। জানে এখানেই আছে রুমানা। হাত বাড়ালো। পেলো না। কিন্তু আছে। অনুভব করছে তার অস্তিত্ব। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। বাতাসে আলোড়ন। একটা গন্ধ অন্ধকার ভরে দিয়েছে যা আগে ছিল না। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হলো। জানালার চৌকো আলো ফুটে উঠলো। সমস্ত অন্ধকার জুড়ে যেন রয়েছে রুমানা। গ্লাডিয়েটররা যেমন জাল ছুঁড়ে আচ্ছন্ন করে দেয় প্রতিপক্ষকে, তেমনি অন্ধকার ওকে গ্রাস করলো, আচ্ছন্ন করলো।···অন্ধকার

ওকে বেঁধে ফেললো, বললো, 'তুমি খুশি।'

অন্ধকার কালো নয়। অন্ধকারে ফুটে উঠলো সাদা শরীরটা। নরম শরীরটা তুলে নিলো বাদল।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে, বিছানায় রুমানার শরীরে। বাদল একটু উঁচু হয়ে বসলো। দেখবে রুমানাকে।

রুমানা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে, হাতের মুঠো খুলছে, বন্ধ করছে, মৃদু শব্দ করছে। আগে একটু চিৎকার করেছিল, যার জন্যে ঘুম ভেঙেছে বাদলের। স্বপ্ন দেখছিল রুমানা—ভয়ের স্বপ্ন।

বাদল শরীরটাকে তার কাছে টেনে নিল। রুমানা আঁকড়ে ধরেছে বাদলকে। ঘেমে উঠেছে রুমানা। বাদল ডাকলো, রুমানা, রুমানা…

চমকে রুমানা ছিটকে যেতে চেয়েছিল বাহুবন্ধন থেকে, ভালো করে ধরে রেখেছে বাদল। বড় বড় শ্বাস নিয়ে বাদলকে দেখলো ভালো করে। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

'স্বপ্ন দেখছিলাম।' রুমানা বললো।

বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দ শুনতে পাচ্ছে, অনুভব করছে বাদল।

'কিসের স্বপ্ন, ভূতের?' বাদল বললো, 'ভীষণ ভয় পেয়েছো।'

আবার কেঁপে গেল রুমানা। বললো, 'কটা বাজে?'

'দুটো বেজে গেছে একটু আগে,' বাদল বললো। 'পাশ ফিরে ঘুমাও, আর স্বপ্ন দেখবে না।'

'না,' রুমানা চাদরটা টেনে নিল পায়ের কাছ থেকে। বললো, 'কথা আছে তোমার সঙ্গে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দাও।'

দুটো সিগারেট ধরালো বাদল। একটা এগিয়ে দিল রুমানার দিকে। রুমানাও একটু উঁচু হয়ে শিথানে হেলান দিল। টান দিল সিগারেটে।

'কি স্বপ্ন দেখছিলে?'

'ও কিছু নয়।' রুমানা এড়িয়ে গেল কথাটা। জানালা দিয়ে চাঁদটাকে দেখার চেষ্টা করলো। বললো, 'হাশিমুদ্দীনকে কেমন লাগলো?'

হাশিমুদ্দীনকে নিয়ে আলোচনা আর না ওঠাই ভালো। অন্তত এমনি সময়। একটু চুপ করে থেকে বাদল উত্তর দিল. 'শরীরের খাঁচায় বন্দী অফুরন্ত প্রাণশক্তি...'

হাসলো রুমানা শব্দ করেই। 'কি, গ্লুকোজ-ডি টাইপের কিছু?'

উত্তর দিল না বাদল।

'তার মানে ওকে তোমার পছন্দ হয়ে গেছে।'

'ন্‌না,' বাদল বললো। 'ওর সাহসের প্রশংসা না করে পারা যায় না!'

'সাহস?'

'হ্যাঁ, এই ভয়াবহ জীবনকে বহন করার সাহস,' বাদল বললো। 'মনে হচ্ছে উনি কারও জন্যে বা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'হয়তো করছে,' রুমানা বললো। 'তবে তুমি যাকে সাহস বলছো আসলে তা হলো জেদ। বেঁচে আছে আমাকে জব্দ করার জন্যে। মাঝে মাঝে মনে হয় এ জেদ ওর একশো বছরেও শেষ হবে না।'

'এই স্বপ্নই কি দেখছিলে?'

'হ্যাঁ,' রুমানা বললো। 'আমি সব সময় ওকে স্বপ্ন দেখি। মনে হয় কোনদিন আমি ওর কছে থেকে ছাড়া পাবো না।'

'যক্ষের-ধন আগলে রাখার ইচ্ছে থাকলে পাবে না,' বাদল বললো। 'নইলে আগামীকালই ছাড়া পাওয়া যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করলাম, আর শেষ মুহূর্তে…'

'তুমি টাকা ভালোবাসো?'

'তুমি বাসো না?'

'বাসি,' বাদল বললো। 'টাকার জন্যে দশটা বছর কিনা করেছি। কিন্তু কোথাও পেলাম না।'

'সবকিছুর জন্য দাম দিতে হয়।'

'দিতে চেষ্টা কম করিনি।'

'শেষ বারের মতো চেষ্টা করে দেখো—এবার অবশ্যিই পাবে,' রুমানা বললো। 'কি, চেষ্টা করবে নাকি?'

'টাকার পরিমাণ অনুসারে রিস্ক নেয়া উচিত।'

'ধরো যদি সে পরিমাণ হয় দু'কোটি টাকা।'

'টাকার দাম এখন কম,' বাদল বললো। 'কিন্তু এত টাকার দাম নিশ্চয়ই কম না।'

'হাশিমুদ্দীনের সম্পত্তির পুরো হিসেব আমারও জানা নেই। তবে দু'কোটি টাকার ওপর আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত। এ টাকা দিয়ে আমরা ব্যবসা করতে পারি, জাহাজ কিনতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে পারি। আমাদের জীবনটা অর্থপূর্ণ করতে পারি। আমরা দুজনই বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পেতে পারি।'

অবাক হয়ে চাঁদের আলোয় বাদল দেখলো অদ্ভুত সুন্দর শরীরটা। কিন্তু এবার কামনার জোয়ার এলো না। বললো, 'হাশিমুদ্দীন মারা গেলে তুমি এ টাকা পাবেই—আর ইউ শিওর?'

'হ্যাঁ, উইল আমি দেখেছি,' রুমানা বললো। 'স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মিলে হাশিমের সবকিছুর দাম অনেক বেশি। তবে বিরাট অংশ পাবে তার মেয়ে। তিন ভাগের এক ভাগ আমি, এক ভাগ তার মেয়ে, বাকি এক ভাগ অনেক অংশে ভাগ হয়ে পাবে আশ্রিত আত্মীয়-স্বজন, বিভিন্ন সময়ের প্রেমিকা, উপকারী বন্ধু, তার দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্বস্ত কর্মচারীরা।'

এত কথার মধ্যে একটি কথাই কানে বাজলো বাদলের। জিজ্ঞেস করলো, 'চৌধুরীর মেয়ে আছে—একথা তো আগে বলনি।'

'প্রথম স্ত্রী ছিল আইরিশ। মেয়েটি তারই সন্তান। এখন লণ্ডনে পড়াশুনা করছে,' রুমানা বললো। 'আমার বিয়ের সাত বছর আগে চৌধুরীর এই স্ত্রী মারা যান।'

'মেয়েটি কি ফিরে আসবে ?'

'তা এলেই বা কি আসে যায়,' রুমানা বললো। 'উইল হয়ে গেছে। এ উইল বদল করা সম্ভব নয় হাশিমের পক্ষে। দু'কোটি টাকা আমি পাবই।'

'কিন্তু শীঘ্রি না,' বাদল বললো। 'ওটা এখন আকাশ-কুসুম। চৌধুরী অনেকদিন বাঁচবে বলে আমার মনে হয়। আমি বলেছিলাম না চৌধুরী কিছুর জন্যে বেঁচে আছে—তার মেয়ের বয়স কত ?'

'মেয়ের জন্যে বেঁচে থাকার আর প্রয়োজন নেই,' রুমানা বললো। 'মেয়ে যথেষ্ট সাবালক, উনিশ বছর পার হয়েছে। এখন ওর বেঁচে থাকা মানেই কষ্ট। জীবন থেকে ও কি পাচ্ছে ?'

উত্তর দিল না বাদল।

'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম হাশিম মারা গেছে।' রুমানা সিগারেটে লম্বা করে টান দিল, লালচে হয়ে উঠলো মুখটা। একটু অপেক্ষা করে বললো, 'জানো, কি তুচ্ছ জিনিসের উপর নির্ভর করছে ওর জীবন ? জানো আমি স্বপ্ন দেখলাম, হাশিমকে তুমি চেয়ার থেকে বিছানায় তুলে দিচ্ছো, হঠাৎ…হঠাৎ তুমি হোঁচট খেলে…হাত থেকে ফসকে গেল হাশিমের অবশ দেহটা…'

'আমার হাত থেকে ও পড়বে না।'

'কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কি হতে পারে না ?' রুমানা উঠে বসলো বিছানায়, নগ্ন শরীরটা চাঁদের আলো আড়াল করলো, বললো, 'তার পরেই তুমি আমি পেতে পারি দু'কোটি টাকা।'

উঠে বসলো বাদলও। বললো, 'রুমানা, তোমার কথার মানে বুঝলাম না!'

'ও তোমার হাত থেকে পড়ে গেলে ওর প্রতি দয়াই করা হবে তোমারও কি তাই মনে হয় না?'

শীতল কণ্ঠস্বর রুমানার। বাদলের বুকের লোমে হাত বোলাতে বোলাতে অনায়াসে করলো প্রশ্নটি। বাদল নিরুত্তর দেখে বুকে মুখ রাখলো, দাঁত বসালো, হাতটা নিচে নেমে গেল। কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেছে বাদল অনুভবহীন।

হাত সরিয়ে নিলো রুমানা। ওপাশে সরে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসলো।

হঠাৎ অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালো। জানালায় রুমানার সিলোট. ছায়ারূপ।...সরে গেল জানালা থেকে। ঘরের ভেতর অন্ধকার হাতড়ে পোশাক পরছে—বুঝলো বাদল।

'তুমি ভাবছো, আমি ওকে খুন করতে বলছি?' রুমানা শান্ত কণ্ঠে বলছে, 'এটা খুন নয়, বাদল। ঘোড়ার পা ভেঙে গেলে তার কানে পিস্তলের গুলি করে মেরে ফেলা হয়।'

'আমি খুন করতে পারবো না।'

'এটা কি খুন বলবে কেউ?' রুমানা বললো, 'দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর তাতে তার শান্তিই হবে। আমি তুমি মুক্তি পাবো। ও না মরলে আমাকেইএভাবে বসে বসে মরতে হবে। তুমি আমাকে মুক্তি দেবে—এমনই তো ধারণা আমি করেছিলাম। তুমি ইচ্ছে করলেই পারো, অযথা আমাদের অপেক্ষা করতে হয় না!'

উঠে গেল বাদল। রুমানাকে স্পর্শ করলো, বললো, 'ওসব স্বপ্নে দেখা যেতে পারে, কিন্তু মনে রাখা উচিত না, রুমানা।'

'কিন্তু আমি তো আর পারছি না! তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে একই স্বপ্ন দেখছি—ওই একই স্বপ্ন!' রুমানা ভেঙে পড়লো কান্নায়। সেই কালো পোশাক পরে নিয়েছে রুমানা। ও এখন যেতে চায়। তবু বাদল বললো, 'চলো ঘুমাবে।'

'না, এখন যাই,' রুমানা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জুতো পরলো।

'সাবধানে যেও,' বাদল বললো।

অন্ধকারেও হাসি ফুটলো রুমানার ঠোঁটে। বললো, 'তুমি সাবধানে চলতে চাও, নিরাপদে থাকতে চাও। কিন্তু আমার ধারণা ছিল···থাক সে-কথা···'

বলে বের হয়ে গেল রুমানা। দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখার চেষ্টা করলো বাদল কিন্তু দেখতে পেল না, অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ওর ডাগর চোখ, মোহিনী শরীর কিছু মনে পড়ছে না বাদলের। হঠাৎ যেন অপরিচিত হয়ে গেল রুমানা।

সারারাত জানালার বাইরে জোনাকির খেলা দেখলো বাদল, ঘুমালো না।

চার

হাত ফসকে পড়ে যেতেও তো পারে।...

চৌধুরী সাহেবের রক্তহীন অথশ দেহটা বিছানা থেকে তুলতে গিয়ে রুমানার কথা মনে হলো। ওকে হাত ফসকে ফেলে দেয়া কঠিন কিছু নয়। ওই রক্তহীন শরীর মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ওকে কষ্টও পেতে হবে না। গুলি করলে অন্য জায়গায় লাগার ভয় থাকে, নাও মরতে পারে। কিন্তু এ মৃত্যু অবধারিত। বাদলের কপালে ঘাম দেখা দিল।...

'এবার তুলুন,' নার্স বললো।

হুঁশ ফিরে পেল বাদল। দেখলো নার্সের হৃদয়ভেদী দৃষ্টি। তাকেই দেখছে। এরা সবাই শকুন। বাদলের মনে হলো, সবাই অপেক্ষা করছে মৃত্যুর। বাদল যতবার চৌধুরী সাহেবকে তুলবে, মনে পড়বে ফেলে দিলেই সে কোটি টাকার মালিক।

খুব সাবধানে তুলে ফেললো চৌধুরী সাহেবকে, বসিয়ে দিল চেয়ারে।

চৌধুরীকে বারান্দায় রেখে বেশিক্ষণ কাছে বসলো না। বেরিয়ে এলো বারান্দা ধরে। কিছু একটা করতে পারলে আজ ভালো লাগতো। সমস্ত চিন্তা মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

…কাল রাতে রুমানা বাদলের বুকে শুধু ভয় নয় আরও কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। সারা রাত জানালায় দাঁড়িয়ে ভেবেছে সে। স্বামীকে হত্যার জন্যেই কি ও বাদলকে বাছাই করেছিল? ভালবাসা নয়, মুহূর্তের ইমপালসিভ ভালোবাসাও নয়। ইম্পালসিভ রুমানা নয়। হলে এত শান্ত, এত নিরুদ্বিগ্নভাবে খুনের কথা বলতো না।

বাদল দশ বছর পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ দেখলে এক বাস থেকে অন্য বাসে ওঠে। একটু সন্দেহ হলে আস্তানা বদল করে। টাকা পেলে বাদলের পাসপোর্টটা হয়। আর বেড়াতে হয় না পালিয়ে।

অন্ধকারে ভয় থেকে মাথায় দুশ্চিন্তা ভর করে। তাই হয়তো করেছিল রুমানার। সকালের আলোয় মনে হয়েছিল সবকিছু রুমানার রসিকতা।

একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাই বের করলো।

'বাদল—'

এমন চমকে গেল যে দেশলাইটা হাত থেকে ফসকে গেল।

…রুমানা দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা। যেন বাইরে বেরুচ্ছে। সুন্দর চোখ দুটো কালো চশমায় ঢাকা। চোখ দুটো ঢাকা থাকলে মুখটার ভাষা বোঝা যায় না। কঠিন, থমথমে মনে হয়।

'তুমি এত চমকে গেলে…'

নিচু হয়ে বাদল দেশলাইটা তুললো। বললো, 'এত নিঃশব্দে এলে…'

'উপমাটা কি দেবে ?' রুমানা বললো, 'সরীসৃপের মতো ?'

উত্তর দিল না বাদল। জিজ্ঞেস করলো, 'লোক দেখছে না কথা বলতে ?'

'আমাদের একটু সাহসী হতে হবে,' রুমানা বললো। 'চট্টগ্রাম যেতে হবে আমার সঙ্গে—গাড়ি চালাতে ভালো লাগছে না। তাছাড়া কেনাকাটা আছে।'

চাবিটা দিল বাদলের হাতে। বাদল গাড়িটা বের করে আনলো গ্যারেজ থেকে। ভিলার পেছন দিকে বারান্দা লাগোয়া কংক্রিটের রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাতেই রুমানা নেমে এলো। সবুজ শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে সাদা ব্যাগ আর জুতো চমৎকার লাগছে। সকালের আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মিলে গেছে। গাড়ি থেকে নামলো না বাদল। উঠে বসলো রুমানা —পেছনের সীটে। গাড়ি সচল করলো বাদল।

অনেকক্ষণ কথা বললো না দুজন। বাদল বেশ বেগে ছুটে চললো। মাঝে মাঝে দেখছিল রিয়ার ভিউ দিয়ে রুমানাকে। একটা স্কার্ফ জড়াচ্ছে মাথায়। চুলগুলোকে আয়ত্তে রাখতে পারছে না। গতিটা কমিয়ে আনলো বাদল। রিয়ার ভিউতে দুজনের চোখ আটকে গেল।

'বাদল, গাড়ি থামাও।'

ব্রেক কষলো বাদল। রাস্তার একপাশে রেখে অপেক্ষা করছে পরবর্তী নির্দেশের।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বাদল সতর্ক হলো।

দরজা খুলে বের হলো রুমানা। গাড়ি ঘুরে সামনে গেল। উঠে বসলো বাদলের পাশের সীটে। কিছু বলছে না—তাকিয়ে আছে সামনে। চোখে কালো চশমা। মুখটা থমথমে।

'বিশ্বাস করবে একটা কথা ?' রুমানা বললো, 'হাশিমকে খতম করার কথাটা আমি বলতে চাইনি। কেন যে স্বপ্ন দেখলাম, কেন যে বলে ফেললাম জানি না।'

'ভুলে যেতে চেষ্টা করো,' বাদল বললো। 'আমি বিশ্বাস করি একজন অসহায় মানুষকে খতম করার কথা তোমার মনে আসতে পারে না।'

'অথচ আমি স্বপ্নে স্পষ্ট দেখলাম তুমি ফেলে দিলে হাশিমকে।'

'আর দেখো না।'

'তুমি কি স্বপ্ন দেখ না ?'

'দেখি,' বাদল বললো। 'অনেক কিছু দেখি কিন্তু বলি না। তোমাকে দেখি। তোমার সুন্দর শরীরটা নিয়ে খেলা করি।'

'দেখ না, আমি কত অসহায় ?'

'তুমি ?' বাদল দেখলো রুমানাকে। বললো, 'গাড়ি চালাবো ?'

'চালাবে। আগে একটা আদর দাও।' মুখটা বাদলের দিকে এগিয়ে দিল। বাদল আস্তে একটা গালে ঠোঁটটা স্পর্শ করে গাড়ি সচল করলো।

তিন মিনিট নীরবতা। গাড়ি ছুটছে।

'আমি ভয় পেয়েছিলাম বাদল : মনে হয়েছিল আমাদের

সম্পর্ক বুঝি শেষ হয়ে গেল।'

'তা হবে কেন?'

'কিন্তু তোমার সবকিছু যেন বদলে গেছে। মনে হয় আমাকে এখনও অবিশ্বাস করছো!' রুমানা বললো, 'আমি যদি হাশিমের ক্ষতি চেয়ে থাকি তা চেয়েছি তোমার জন্যে। তোমাকে পাবার জন্যে সবকিছু করতে পারি—এ কথাটা কি বিশ্বাস করো?'

'করি।'

'আমি বাজার করবো না,' রুমানা বললো। তোমার সঙ্গে দিনটা কাটাবো প্রথম দিনের মতো।' কথাটা বললো প্রথম দিনের মতোই।

'চট্টগ্রাম শহরে সে-সুযোগ কোথায়?'

'তুমি করে নাও,' রুমানা বললো। 'নিয়ে চলো একা কোথাও, কোনো হোটেলে, কারও ঘরে—চেনো না কাউকে?'

'না,' বাদল বললো। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আমার বোধহয় গেস্ট হাউসে থাকা ঠিক হবে না। ভিলার বাইরে একটা ঘর ভাড়া নেবো ভাবছি।'

'আমাদের দেখা হবে কি করে?'

'আমি আসবো গেস্ট-হাউসে।'

'তুমি ভয় পাচ্ছো, পুলিশ এসে প্রথম বের করবে আমাদের সম্পর্কটা?' রুমানা চশমা খুললো। চোখ দুটো হয়ে উঠলো অন্তর্ভেদী, 'কিন্তু ঘটনা যখন ঘটছে না তখন পুলিশের এত ভয় কেন?'

'সাবধানে থাকা আমার এক ধরনের কম্পালশন বলতে পারো।'

'আজ চট্টগ্রামে একটু অসাবধানী হবে?'

'হোটেলে তোমাকে অনেকে চিনে ফেলতে পারে।'

গগলস্ চোখে দিয়ে রুমানা বললো, 'না, চিনবে না।'

'চৌধুরীকে আজ বৌদ্ধ স্থাপত্যের ওপর একটা লেখা পড়ে শোনাবো ভেবেছিলাম।'

'কালকে শোনাতে পারবে।'

বাদল আর কিছু বললো না। তার সমগ্র সত্তা ক্রমেই স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে রুমানার শরীরের ছাঁচে। সব সময় এমনিই হচ্ছে।

ওরা ফিরলো বিকেলের দিকে। গাড়ি পাহাড় বেয়ে উঠে এলো ভিলায়। ভিলার প্রধান পর্টিকোয় দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার শুভময় বড়ুয়া। মনে হলো তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।

রুমানা আগেই পেছনের সীটে বসেছিল। বললো, 'দাঁড়াও।'

ব্রেক কষলো বাদল। রুমানা নামলো। দরজাটা ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেল ডাক্তারের দিকে। বাদলও নামলো। দেখলো ডাক্তারের মুখে হাসি, হাতে একটা কাগজ—টেলিগ্রাম।

'সুখবর আছে,' ডাক্তার বললো। 'টেলিগ্রাম এসেছে,

রিয়ার কাছ থেকে। ও আসছে আগামী মঙ্গলবার।'

'বাহ্, চমৎকার হবে,' রুমানা বললো। 'হাশিম শুনেছে?'

'ওকে বললাম। ভীষণ খুশি হলো।' বাদলকে ডাক্তার বললো, 'কেমন লাগছে কাজ?'

'কাজ আর কোথায়,' বাদল বললো। 'কাজ খুঁজে নিতে হয়।'

'এরপর কাজ পাবেন,' ডাক্তার বললো। 'রিয়া মামণি সবাইকে ব্যস্ত করে তুলবে।'

'ডাক্তার সাহেব, মিস্টার হাসানকে একটা কটেজের ব্যবস্থা করে দিন,' রুমানা বললো। 'রিয়া এলে গেস্ট হাউস দরকার হবে তার স্নান-বাথের জন্যে। গেস্ট হাউসটাই সবচে নির্জন।'

'তা বটে,' ডাক্তার বললো। 'আমি করিমকে বলে দিচ্ছি। ও ব্যবস্থা করে দেবে।'

'গাড়িটা গ্যারেজে রেখে গেস্ট হাউস থেকে ঘুরে আসুন,' বাদলকে বললো রুমানা। এদিকে না তাকিয়ে। ডাক্তারকে বললো, 'রিয়া হঠাৎ আসছে কেন, ওর তো আসার কথা সেপ্টেম্বরে।'

বাদল গাড়িটা নিয়ে গ্যারেজে রেখে পোশাক বদলে নিল দশ বারো মিনিটের মধ্যে। বুড়োকে চেয়ার থেকে বিছানায় তুলতে হবে।

বেশ জমে উঠেছে পরিস্থিতি—বাদল ভাবলো মনে মনে। মৃত্যু পথযাত্রী বড় লোকের তরুণী স্ত্রী ছিল, তার প্রেমিক ছিল, হত্যার ষড়যন্ত্র ছিল—সর্বশেষে যোগ হয়েছে উত্তরাধি-

কারিণী। নাটকের এবার শেষাংক্ক এসে পড়লো বলে।

ভিলার বারান্দায় দেখা গেল লুৎফিবুকে। বাদলকে দেখে বললো, 'খবর শুনেছেন তো?'

'কিসের খবর?'

'কেন, রিয়ামণি আসছে আগামী মঙ্গলবার।'

'আপনি খুব খুশি মনে হচ্ছে।'

'তা আর হবো না...' লুৎফিবু বললো। 'পুরানো লোক যারা সবাই খুশি। আচ্ছা বলেন তো, পড়াশুনা করে কি হবে? বাবা একা পড়ে থাকবে আর মেয়ে বিদ্যার্জন করবে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তা কি করে হয়! আসলে মেয়ে দুরে দুরে থেকে পর হয়ে গেছে।'

লুৎফিবু রাতে খাবার টেবিলে রাজকীয় খাবার পরিবেশন করলো। খেতে খেতে বাদল বুঝলো পরিস্থিতি মজাদার নয়, বিপদজনক। হিসেবটা এভাবে করা উচিত: দু'প্রেমিক, পথের কাঁটা ধনী স্বামী—আর এ বিরোধ তো আবহমান কালের। শুধু প্রেম নয়, টাকার পরিমাণটা এখানে প্রচণ্ড রকমের বেশি অর্থাৎ লোভ ও সংঘর্ষ হবে প্রচণ্ড। বাদল কি লোভ শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারবে? টাকার লোভ শুধু নয়—রুমানাকে এড়িয়ে যেতে পারবে ও? আজ তো পারেনি।

বাদলের জন্যে একটি পথই খোলা, তা হলো এখান থেকে কেটে পড়া। রুমানার কবল থেকে বের হওয়া সহজ হবে না, কিন্তু যেতে বাদলকে হবেই। এমন কি কক্সবাজারেও ফেরা যাবে না। কোথায় যাবে? আবার কোথায়?

অন্ধকারে বের হয়ে এলো গেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে। রিয়া আসছে আর ছয়দিন পর। ছয়দিন থাকা যেতে পারে। ছয় দিনে অন্তত তিন রাত সে রুমানাকে পাবে কাছে। রাতের চিন্তা বাদলকে নেশাগ্রস্ত করে দিল। রুমানার মায়াবী শরীর তাকে বিহ্বল করে তুললো। আজ সারা দিনেও তার তৃষ্ণা মেটেনি।

সকালে হাশিমুদ্দীনকে চেয়ারে বসিয়ে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে খবরের কাগজ পড়ে শোনালো বাদল এক ঘণ্টা। নার্স এসে বললো, 'আপনি ঘুরে আসুন, আমি বসছি।'

বাদল ভিলা থেকে বের হয়ে করিমের সঙ্গে দেখা করলো। করিম বললো, 'আমাদের সয়েল সাহেব একাই থাকেন। তার ওখানে একটা ঘরে আপনিও থাকতে পারেন।'

সয়েল সাহেবের সঙ্গে দেখা করলো বাদল। উনি সয়েল টেস্ট করেন, নাম প্রণব রায়। বললেন, 'আপনি কোন্ পথে এসেছেন?'

'আমি প্ল্যান্টেশনের লোক নই। চৌধুরী সাহেবের ব্যক্তি-গত...'

'ও বুঝেছি—আদিল জাহাঙ্গীর যে কাজটা করতেন,' প্রণব রায়ের চোখে অদ্ভুত হাসি।

'হ্যাঁ,' বাদল বললো। 'লোকটা সম্পর্কে সবার কৌতূহল কেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বাজে লোক। গুণ্ডা ধরনের,' বললো প্রণব রায়। 'নেশা

করা আর মেয়েদের পেছনে লাগা ছিল কাজ। কেউ কিছু বলতো না কারণ ম্যাডামের আত্মীয়।'

'কটেজে থাকতো?'

'ছিল,' প্রণব রায় বললো। 'পরে গেস্ট হাউসে চলে যায়।'

আরও কিছু জানার ইচ্ছে হলেও জিজ্ঞেস করলো না বাদল। কিন্তু মাথার মধ্যে আদিল নামটা ঘুরপাক খেতে লাগলো। রুমানা কি হাশিমুদ্দীনকে শেষ করার জন্যে আদিলের মতো লোকের সঙ্গ লাভেও আপত্তি করেনি। অথবা আদিলের সঙ্গ থেকেই এই ধরনের মনোভাব তাকে আচ্ছন্ন করেছে—তাও হতে পারে।

তাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো রুমানার ভাবনা। নদীর পার দিয়ে ঘুরে বাদল যখন ভিলায় ফিরছিল তখন একটা জেদ চেপে বসলো: তার জানতে হবে রুমানার এই মুখোশের আড়ালে কি আছে। জানতে হবে আসল রুমানাকে। আশ্চর্য আকর্ষণ রুমানার। এই রহস্য উন্মোচনের বাসনা আরও নেশাগ্রস্ত করে তুললো বাদলকে।

বারান্দায় একা বসে আছে হাশিমুদ্দীন চৌধুরী। ওর কাছে গিয়ে মনে হলো চৌধুরী লক্ষ্য করছে বাদলকে। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারদিক।...সচল অনুভব, অসাড় শরীর—নিঃসঙ্গ তার অনুভব এখানে কি অনেক বেশি নয়? নিঃসঙ্গতা কি ভয়ঙ্কর তা বাদল জানে। নিঃসঙ্গতার অনুভব ভোলার জন্যেই কি ছুটে আসেনি এই মরীচিকার পেছনে। কাছে গেল

না বাদল—গেস্ট হাউসে ফিরে গিয়ে গত রাতে বের করা মহাস্থানের উপর লেখা প্রভাত চন্দ্র সেনের বইটা নিয়ে এলো।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে হলো খুব খুশি হয়েছে। বাদল বললো, 'বইটা রাতে পড়ছিলাম। চমৎকার বই। এখন পাওয়া যায় না। পড়ে শোনাবো?'

উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠলো চৌধুরীর চোখ। মনে হলো এখনই উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু চোখের ভাষা এক ছিটেও সংক্রামিত হলো না মুখে বা শরীরে।

মোড়া টেনে নিয়ে বাদল বসলো। বললো, 'এ বইটিতেই প্রভাত সেন দেখিয়েছেন মহারাজা অশোক মহাস্থানে তিন মাসের জন্যে এসেছিলেন...'

উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠলো হাশিমুদ্দীনের দুটো চোখ।

'অশোক এখানে বসু বিহারে বুদ্ধের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আমি হুয়েন সাং-এর বইটাও পরে পড়ে শোনাবো। এখানে প্রভাত বাবু বসু বিহারের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন...'

বাদল পড়ে যাচ্ছে একমনে এমন সময় অলক্ষ্যে হাজির হলো আশালতা নার্স।

'এসময় এখানে কি করছেন?' আশা প্রায় ধমকে উঠলো।

'পড়ে শোনাচ্ছি,' বাদল উঠে দাঁড়ালো। 'সময় কাটানোর জন্যে।'

নার্স বাদলকে ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেল। নার্সের দিকে হাশিমুদ্দীন তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে দেখছে। নার্স ভয় পেয়ে গেল। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হাশিমুদ্দীন বাদলকে দেখছে। চোখে স্পষ্ট অনুরোধ : পড়ে শোনাও!

'পরে পড়বো, আগামীকাল,' বাদল বললো। 'আমি আজই চট্টগ্রাম থেকে কয়েকটা বই আনতে যাবো। বইগুলো আমার পড়', আপনার ভালো লাগবে।'

ঘর থেকে বের হয়ে বাদল দেখলো নার্স বাইরে দাঁড়িয়ে। কিছু বললো না। একটু এসে দেখা পেল রুমানার। দাঁড়ালো বাদল। বললো, 'গাড়িটা পেতে পারি আজ? কয়েকটা বই আনতে যাবো বাইরে—চৌধুরী সাহেবের জন্যে।'

'ঠিক আছে,' রুমানা কথায় মনোযোগ না দিয়েই বললো। 'আমি বেরুচ্ছি না।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাদল গাড়ি নিয়ে পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে হাঁকিয়ে চললো কক্সবাজারের দিকে।

পাঁচ

কক্সবাজার মোটেলের আরও অনেকগুলো গাড়ির সারিতে গাড়িটা রেখে একটা রিকসা নিয়ে পৌঁছালো বীরেন সোমের বাড়ি।

সন্ধ্যা নামেনি পুরোপুরি। চারদিকটার আলো আবছা হয়ে আসছে। সন্দেহ হলো বীরেন সোম বাড়ি আছে কিনা।

নক করার আগেই খুলে গেল দরজা। বীরেন সোম।

'আরে বাদল, কোথায় ছিলে?' বীরেন সোম বললো, 'অনেক খুঁজেছি—এসো এসো।'

ঘরে ঢুকে বাদল বললো, 'চট্টগ্রামে একটা কাজ পেয়েছি—ভালো চাকুরী।'

'এখানকার পাততারি গোটালে?'

'আপাতত। মাসখানেক পর ভালো না লাগলে ফিরে আসবো—বুড়ির কাছে ছুটি নিয়ে যাবো।'

'অবাক করলে,' বীরেন সোম টেবিলের পাশ থেকে দো-চুয়ানীর বোতলটা বের করে গ্লাসে ঢাললো। 'খাবে?'

'মন্দ কি।' গ্লাসটা নিল বাদল।

নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বীরেন সোম বললো, 'তোমার পাসপোর্টটা প্রায় রেডি করে এনেছিলাম—তুমি গায়েব হলে।

আর ওটার দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'হলেও দাম তো জোগাড় করতে হবে?' বাদল বললো, 'অত টাকা পাবো কোথায়?'

'ওই মহিলা, যার খপ্পরে পড়েছো, তার কাছ থেকে বাগাতে পারবে না?'

'ওর কথা বাদ দিন।'

'দিলাম,' বীরেন সোম বললো। 'ও হ্যাঁ, আম্বি এসেছিল তোমার খোঁজে।'

'কি বললেন?'

'আমি কিছু বলিনি তবে জয়াকে বিশ্বাস নেই—ও হয়তো মহিলার কথা বলেছে তোমার সেই হীরের দুলের প্রসঙ্গে—আমি বাড়ি ছিলাম না।'

'জয়া কোথায়?'

'এক আমেরিকান হিপ্পি মেয়েছেলের গাইড হয়েছে—দুজনে গাঁজা টানে আর ঘুরে বেড়ায়—বেশ মজায় আছে।'

একটু ভাবলো বাদল।

'আম্বিকে নিয়ে চিন্তায় পড়লে নাকি?' বীরেন সোম বললো। 'মেয়েটা তোমাকে ভালবাসে—আচ্ছা, আম্বি তোমাকে টাকা দিতে পারে না?'

'পারে হয়তো,' বাদল বললো। 'কিন্তু ওর স্বপ্ন অন্য।'

'তা বটে,' গ্লাসটা তুলে বড় চুমুক দিল বীরেন সোম, বললো, 'তুমি তো আবার নীতিবান মানুষ।'

'আপনি কি নন?'

'আমি আমার নীতিমালায় চলি।'

'সবাই তাই,' বাদল বললো। 'বীরেনদা, একটা লোকের খবর বলতে পারেন?...নাম আদিল। পুরো নাম আদিল জাহাঙ্গীর। চট্টগ্রাম অঞ্চলের হতে পারে—'

'গুণ্ডা টাইপের?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। চেনেন?'

'একবার দেখেছি। বাজে—একেবারে ভাড়াটে খুনে।' বীরেন সোম বললো, 'এখন পলাতক। কিছুদিন কক্সবাজার এসেছিল। ট্যুরিস্ট স্পট—পুলিশ তাড়িয়ে দিয়েছে। এখানেই ও খুন করে একজনকে তাদের আড্ডায়। যাকে খুন করে তার দলের লোকেরা ওকে খুঁজছে। পেলেই শেষ করে দেবে। ওর খোঁজ তুমি করছো কেন?'

'না এমনি। একজন বলছিল ওর গুণ্ডামীর গল্প। মনে হলো আপনি চিনতেও পারেন।' বাদল কথাটাকে ঘুরাবার জন্যে বললো, 'আপনার নিজস্ব নীতিমালায়ও কি আদিল বাজে লোক?'

'আণ্ডার ওয়র্ল্ড আমার প্রিয় বিষয়। এখানেও নীতিমালা আছে, বাদল,' বীরেন সোম বললো। 'নীতিমালা সর্বত্র আছে, শুধু দুইটি ক্ষেত্রে ছাড়াঃ প্রেম ও যুদ্ধ। তুমি একটি যুদ্ধ লড়ছো দশ বছরের বেশি—সম্প্রতি প্রেমে পড়েছো। নীতিরীতি তোমার জন্যে নয়, অন্তত এখন। তবে আদিল সত্যিকারের খুনে।' জয়ারাণীর সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। বাদল যেন বেঁচে গেল। বললো, 'আমি চলি।'

রাতে চৌধুরীকে খাটে শোয়াতে গিয়ে দেখলো রুমানা আর ডাক্তার কথা বলছে বারান্দায় বসে। নার্স আশা অতি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক ওদিক করছে। রুমানা আস্তে করে শুধু 'হ্যালো' বললো। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ড-শেক করে বললো, 'কেমন লাগছে কাজ ?'

'ভালোই,' বাদল বললো। 'আস্তে আস্তে দায়িত্বটা বুঝে নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বুঝে নিতে পারলে ঝামেলাও কমে,' ডাক্তার রুমানার দিকে ফিরে বললো, 'ও কিন্তু মাঝে মাঝে চৌধুরীকে নিয়ে বোটে করে ঘুরে আসতে পারে।'

সায় দিল রুমানা।

নার্স ডাকলো, 'রেডি—আসুন।'

বাদল ঘরে গেল। হুইল চেয়ার বিছানার পাশেই দাঁড় করানো ছিল। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়েই মনে পড়লো রুমানার স্বপ্নের কথা।···সবাই ঘরে ছিল। চৌধুরীর শরীরটা পড়লো মেঝেতে···গা ছম ছম করে উঠলো বাদলের। আড়-চোখে দেখলো ডাক্তার শুভময় বড়ুয়া ঢুকছে ঘরে আর তার পেছন পেছন রুমানা এসে দাঁড়ালো ঘরের দরজায়। চমকে তাকালো বাদল রুমানার দিকে। রুমানার চোখে নীরব একটা হাসি।

নার্স বললো, 'ইনি বেশ যত্ন করেই বিছানায় তোলেন,' কথাটা ডাক্তারের উদ্দেশ্যে। চৌধুরীর চোখে তাকালো ডাক্তার। মৃদু সমর্থন হাশিমুদ্দীন চৌধুরীর চোখে। বাদল আবার

দেখলো রুমানাকে। চোখ দুটো চকচক করলো কি? অথবা মুখে সরাসরি আলো পড়ছে না বলে চোখ দুটো বেশি দেখা যাচ্ছে।···বাদল চৌধুরীর গায়ের চাদরটা সরালো। চৌধুরী অবাক হয়ে দেখছে বাদলকে। চোখে যেন জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার, তুমি আজ এমন থতমত খাচ্ছো কেন? চৌধুরীর চোখ দরজায় রুমানার উপর পড়লো। চমকে গেল!···বাদল তুলে ফেললো চৌধুরীকে। নার্স দ্রুত সরিয়ে নিল চেয়ারটা। কিন্তু একটু জোর হয়ে গেল, পাশের টেবিলটাতে ঠুকে গিয়ে হাতলটা লাগলো বাদলের হাঁটুর পেছনে।···ঝুঁকে পড়েছিল বাদল। শরীরের সমস্ত ভর তখন সামনের দিকে। পা এই ওজনকে ব্যালেন্স করছিল। আচমকা ঘটলো ঘটনাটা। বাদল টলে উঠলো। চিৎকার করে উঠলো কে যেন। ডাক্তার 'সাবধান' বলে ধরতে গেল বাদলকে। চৌধুরীকে আঁকড়ে ধরে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লো বাদল। মেঝেতে ঠুকে গেল হাঁটু—সজোরে।···ব্যথাটা গা বেয়ে উঠছে সারা শরীর অবশ করে। ঠোঁট কামড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালো বাদল। ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে গেল। ঝুঁকে পড়ে আস্তে শুইয়ে দিল চৌধুরীকে।

পুরো ঘটনা ঘটতে লাগলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। সবাই যার যার জায়গায় ফ্রিজ হয়ে ছিল। বাদল উঠে দাঁড়াতে সবাই সচল হলো। ডাক্তার হুমড়ি খেয়ে পড়লো চৌধুরীর উপর। চৌধুরীর চোখে হাসি। সে এতটুকু ঝাঁকিও খায়নি। আশঙ্কায় বাদলের সারা শরীর কাঁপছিল। তাকাতে পারছিল না রুমানার দিকে। ডাক্তারকে বললো, 'আমি দুঃখিত, ডাক্তার।'

ডাক্তার তাকালো নার্সের দিকে। নার্স আশার মুখ এখনো সাদা, রক্তশূন্য। হাতে ধরা চেয়ারটা। সে মাথা নিচু করে বললো, দোষ আমারই। কিন্তু এমন ভুল কোনোদিন হয়নি।'

'এ ভুলের মানে জানেন?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠ ডাক্তার শুভময় বড়ুয়ার, 'আপনাকে আরও সাবধান হতে হবে। আজ হাসান সাহেব না হলে যে কি ঘটতো আমি ভাবতে পারছি না।··· আপনার হাঁটুটা দেখবো।'

'না, তেমন লাগেনি।'

রুমানার মুখেও রক্ত ছিল না। আস্তে আস্তে রক্ত ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসি ফুটলো। যার মানে বাদল ছাড়া কেউ বুঝলো না। বললো, 'হাসান সাহেব সত্যি ভালো-মানুষ। ওঁকে এক মাসের বেতন আজই পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দেবেন।' বলে রুমানা ঘরে থাকলো না।

ডাক্তার বড়ুয়া চৌধুরীর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'হাশিম, লাগেনি তো?'

হাশিমুদ্দীন চৌধুরীর চোখে সেই হাসি।

বারান্দায় টলতে টলতে এসে খালা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ঘাম মুছলো। পেছনে বারান্দায় রুমানা থমকে দাঁড়িয়ে তিন সেকেণ্ড দেখলো বাদলকে। কয়েক পা এগিয়ে এলো। আবার দাঁড়ালো। বাদল তার চোখ জোর করে বাগানে ধরে রাখলো। কিন্তু রুমানার চাহনির অনুভব পেল স্পষ্ট।

'ধন্যবাদ,' রুমানা বললো।

পায়ের শব্দে বুঝলো দ্রুত চলে গেল রুমানা। ঘুরে দাঁড়াতে দেখলো ডাক্তার শুভময় বড়ুয়াকে। তিনি দেখছেন – রুমানার চলে যাওয়া। বাদল সরে যেতে চাইলো ডাক্তারের দৃষ্টি থেকে। কিন্তু ডাক্তার এসে কাঁধে হাত রাখলো, 'কি বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিলো। আপনি খুব বাঁচিয়েছেন।'

কথা বললো না বাদল। কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে ভেতরের উত্তেজনা।

ডাক্তার বললো, 'লেখাপড়াও ভালো জানেন—একাজটা নিলেন কেন?'

'নির্জনতা ভালো লাগে। লেখাপড়া করতে চাই।'

'হুঁ,' ডাক্তার বললো। 'আপনি কি করে বুঝলেন হাশিম ইতিহাস পড়ে শুনালে আনন্দ পায়?'

'চোখ দেখে বুঝি,' বললো বাদল। 'নার্স হালকা উপন্যাস পড়ে শোনাতেন। নার্স মাইণ্ড করলেও আমি মনে করি উনি সিরিয়াস বিষয়ে আনন্দ পান।'

'তাই,' মাথা নাড়লো ডাক্তার। 'না, নার্সকে আমি বলে দিয়েছি আপনিই তাকে বই পড়ে শোনাবেন। চলুন, একটু হাঁটা যাক।'

ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নামলো। পেছন পেছন বাদল। ডাক্তার বাদলকে বার কয়েক যেন নিরীক্ষণ করলো। একটু ভেবে বললো, 'আমি আর হাশিম ছোটবেলার বন্ধু। কোথা থেকে কি ঘটলো,' একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ডাক্তারের বুক থেকে। বললো, 'আপনি হয়তো জানেন না, হাশিম

ব্যবসা শুরু করার আগে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ইতিহাসের। বিলেত গিয়েছিল পি. এইচ.ডি করতে। ওখানে বিয়ে করে রিয়ার মাকে। আইরিশ মেয়ে। এবং স্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে থাকতেই ব্যবসার চিন্তা মাথায় আসে। অবস্থা ভালো ছিল না। বুঝেছিল অধ্যাপনা করে দেশে বিদেশী স্ত্রী নিয়ে থাকা কষ্টকর হবে। ব্যবসা করতে গিয়ে পড়াশুনা ছাড়তে হলো। হাশিম যাতে হাত দেয় সেটা খুব ভালভাবে করে। ব্যবসাও তার হাতে খুললো ভালো। কত ভালো তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। এর মধ্যে লেখাপড়ার অভ্যাস কোনোদিনই ছাড়েনি। বই সংগ্রহ করেছে। অবসর পেলেই বইয়ে ডুবে থেকেছে। এখন কাজ নেই, বিদ্যে বুদ্ধির চর্চাও নেই। সেজন্যে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। আজ ওকে খুশি দেখলাম। নার্স দেখালো আপনি ওকে মহাস্থানের উপর বইটা পড়ে শুনিয়েছেন। বই পড়ে আপনার মতামত বলতে পারেন—ও খুশি হবে। আমি মনে করছি ওর চিন্তাকে নাড়া দিয়ে মনের জড়তা কাটাতে পারলে উপকার হতে পারে।'

'উনি কি সেরে উঠতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলো বাদল।

'হাত পা চিরকালের জন্যেই পঙ্গু হয়ে গেছে। ওটা ভাল হবার নয়,' ডাক্তার বললো। 'তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বাক-শক্তি ফিরে আসতে পারে। ওটা মানসিক—শকের ফলে হয়েছে। ও যদি কখনো প্রচণ্ড আগ্রহ অনুভব করে কথা বলার, অথবা আবার একটা শক পায়, তবে হয়তো আবার কথা বলতে পারবে।'

'তার মানে এটা ওঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে?'

'হ্যাঁ,' ডাক্তার বললো। 'কয়েকটি ঘটনার পর আমি এ বিষয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জানিয়েছিলাম। ওরা চিঠিতে এই মত জানিয়েছে। সেজন্যেই আমি খবর দিয়েছি রিয়াকে চলে আসার জন্যে। একমাত্র রিয়াই মানসিক ভাবে ওকে খুশি রাখে।'

'রিয়া এখানে সব সময় থাকে না কেন?'

'বাচ্চা মেয়ে—একেবারে একা হয়ে যায়,' ডাক্তার বললো। 'আমিই জোর করে লেখাপড়ার নাম করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কেন?'

বাদলকে কয়েক সেকেণ্ড দেখলো ডাক্তার। হেসে বললো, মেয়ে তো হাফ মেম সাহেব। এ বন-বাদাড়ে বেমানান লাগে —সবার চোখ পড়ে।'

'ও!'

'আপনি গেস্ট হাউস ছেড়ে কটেজে যেতে চান কেন?'

'গেস্ট হাউস একটু বড়লোকী হয়ে যায় আমার অনুপাতে।' হাসলো বাদল।

ডাক্তারও হেসে চলে গেল।

নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখছিল বাদল। দরজায় নক হলো। দরজা খুলতেই ভেতরে এলো রুমানা। সেই কালো পোশাক।

ছয়

'তোমার স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যাচ্ছিলো,' বাদল বললো। 'স্বপ্নে বিশ্বাস করতে হবে দেখছি।'

'কিন্তু তারচে বড় কথা হলো, স্বপ্নটা সত্যি হতে পারলো না,' রুমানা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। 'গান শুনছিলাম। হঠাৎ ইচ্ছে হলো জানতে, তুমি কি ফেলে দিতে চেয়েছিলে? চেয়ে আবার ফেললে না কেন?'

উত্তর দিল না বাদল।

'ডাক্তার এতো কি কথা বলছিল তোমাকে?'

'বলছিল চৌধুরীকে বই পড়ে শোনাতে,' বাদল বললো। 'তারপর বোঝার চেষ্টা করলো আমি আসলে কে—ইত্যাদি।'

'দলে টানতে চায়?'

'দল?'

'ও মূল উইলটা বদলাতে চায়। হয়তো হাশিম একটু সুস্থ হলেই বদলে ফেলবে উইল।'

'কেন বদলাবে—তুমি ওর স্ত্রী, সম্পত্তির একটা অংশ তোমার থাকবেই।'

পায়চারি শুরু করলো রুমানা। তারপর বললো, 'ও

আমাকে দয়া করতো, শরীরটা নিয়ে খেলতে ভালোবাসতো বলে উইলে ওইটুকু দিয়েছিল। কিন্তু অসুস্থ হবার পর আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এটা এক ধরনের মানসিকতা। আমার দ্বারা সেবা হয় না, তাতে রাগ। আমার শরীরের চাহিদা ও জানে এবং জানে ও অক্ষম—তাই অক্ষমতার রাগ। অ্যাক্সিডেন্ট হবার আগের দিন আমার উপর হঠাৎ রেগে বলেছিল উইল সে বদলাবে, আমাকে কিছুই দেবে না। ঝগড়াটা লুংফিবু শুনেছিল। ও বলেছিল উইল বদলে আর সবার অংশ বাড়িয়ে দেবে। যার জন্য সবাই ওকে নিয়ে ব্যস্ত। ওকে ভাল করে তুলে উইলটা বদলে নিতে চায়। অ্যাক্সিডেন্ট না হলে কোনো সন্দেহ নেই, উইল সে বদলাতো।'

'এখন তবে আর চিন্তা করছো কেন?'

'ধরো ও যদি মারা যায় তবে আমি আমার ভাগ পাবো, তুমি পাবে তোমার ভাগ।'

'মানে?'

'মানে উইল না বদলালে প্রতেক কর্মচারীর ভাগে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা করে পড়বে,' রুমানা বললো। 'উইলে নাম উল্লেখ নাই, শুধু উল্লেখ আছে আমার কাছে কর্মরত সকলের জন্যে—'

ত্রিশ হাজার টাকাই তো দরকার বাদলের। এ টাকাই বীরেনদাকে দিতে পারলে সোজা বিদেশ।

'কি, ফেলে দিলেই কি ভালো হতো না?' রুমানা বললো, 'তুমি তো বুড়ো মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছো না,

পারছো ?'

'আমি এসব কথা শুনতে চাই না !'

'ঠিক আছে, আর কোনো কথা নয়,' রুমানা বাদলের সামনে এসে দাঁড়ালো। দুটো হাত উঠিয়ে দিলো কাঁধের উপর। চুমু খেলো বাদলের ঠোঁটে। ঠেলে ফেললো বিছানায়। ঝাঁপিয়ে পড়লো বাদলের উপর। বাদলেরও সব জড়তা গেল কেটে। জাপটে ধরতেই রুমানা গড়িয়ে সরে গেল। এবার বাদল ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলো। ওকে আবরণ মুক্ত করলো দ্রুত। রুমানাও সাহায্য করলো। ওর সাদা শরীর মনে করিয়ে দিল আলো জ্বলছে। হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল আলো। রুমানা ওকে জড়িয়ে ধরেই আড়ষ্ট হয়ে গেল, খামচে ধরলো বাদলের কাঁধ, অন্ধকারে চোখ দুটো সজাগ।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে ?'

'বাইরে কে যেন এসেছে !'

'আমি তো কিছু শুনলাম না ?'

'আমি শুনেছি,' ফিস ফিস কণ্ঠ রুমানার, নগ্ন শরীর চাদর দিয়ে ঢাকছে। বললো, 'তুমি দেখে এসো। খুব সাবধান—তোমাকে যেন দেখতে না পায়।'

জানালার ধারে দাঁড়ালো বাদল প্যান্টে পা ঢুকিয়ে দিয়ে। কান পাতলো। পেছনে এসে দাঁড়ালো রুমানা চাদর জড়িয়ে। ও কাঁপছে।

নদীর দিক থেকে একটা শব্দ শোনা গেল।

'নৌকায় কেউ এসেছিল !' কেঁপে গেল রুমানার কণ্ঠস্বর।

'তুমি যাও, একটু দেখে এসো।'

ঘর থেকে বের হয়ে গেস্ট হাউসের অন্ধকার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল বাদল নদীর উপর পিলারের দাঁড়ানো বারান্দার দিকে। ওপাশে রুমানার অবসর কাটানোর ঘরটা। বারান্দা থেকে নিচে তাকালো— নৌকা দেখা গেল না—কিন্তু আওয়াজ শুনলো, নৌকাটা চলে যাচ্ছে। ওখান থেকে দেখলো পেছনের বারান্দা দিয়ে যাওয়া যায় গেস্ট হাউসে। এগুতে গিয়ে থমকে গেল। একটা গন্ধ পেয়ে। চুরুটের গন্ধ।

এখানে দাঁড়িয়ে কেউ চুরুট ফুঁকেছে একটু আগেই।

পরের সকালে নার্স আশার সঙ্গে দেখা হলো। নার্সই গল্প করলো: মিসেস চৌধুরী আর লুৎফিবু রিয়ার জন্যে ঘর ঠিকঠাক করছে। চৌধুরীকে চেয়ারে বসিয়ে বাদল বাগানে নামিয়ে নিয়ে এলো। আজ নার্স আর মাতব্বরী ফলালো না। হাশিমুদ্দীনকে গোলাপের বেডের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। ব্ল্যাক প্রিন্স দেখে খুশি হয়ে উঠলো হাশিমুদ্দীন। দেখলো স্পেন থেকে আনা মুসাণ্ডা ও অপরাজিতের ঝাড়।...

ঘণ্টাখানেক পরে বারান্দায় চেয়ার রেখে চৌধুরীকে সম্ভাষণ জানিয়ে বাদল গেস্ট হাউস থেকে জিনিসপত্র নিয়ে কটেজে চলে গেল। প্রণব রায় কৌতূহল নিয়ে নিরীক্ষণ করলো বাদলকে।

চুরুটের গন্ধের কথা বাদল বলেনি রুমানাকে। শুধু বলেছিল নৌকা করে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। কিন্তু দেখা গেল না।

রুমানা ভীষণ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল—কাপড় পরে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। সহজে ভয় পাবার মেয়ে নয় রুমানা।

কিন্তু বাদল সন্দেহ করলো: এসেছিল আর কেউ নয়—আদিল।

কি করবে বুঝে পেল না বাদল। রাতেও আর রুমানা তার কাছে আসবে না। রুমানা রীতিমতো ভীত হয়ে উঠেছে রাতের আগন্তুকের জন্যে।...চলে যাবে এখান থেকে? আজই না, যাবে ঠিকই, তবে রিয়া আসার পর। কেন যেন মনে হলো রিয়া আসার আগে যাওয়া ঠিক নয়। নিজের জন্যে দুঃখ হলো। আশ্রয় পেল না, বিদেশ যাওয়ার টাকাও সংগ্রহ হলো না। বেশি দিন এখানে থাকলে এবং বিদেশ যাবার টাকার কথা মনে হলে হয়তো একদিন হাত থেকে সত্যি সত্যি পড়ে যাবে হাশিমুদ্দীন চৌধুরী।

দুপুরে ভীষণ গরম পড়লো।

বারান্দায় চৌধুরীর মাথার উপর একটা পাখা ঘুরছে—তবু গরম। বাদল একটি বই নিয়ে সামনের চেয়ারে বসে বললো, 'বই পড়ে শোনাবো না সেতার শুনবেন—বই?' 'বই'-এ সমর্থন দিল চৌধুরী।

পড়তে লাগলো বাদল।

ঘরে টেলিফোনে রিং হলো তিনবার। অন্যমনস্ক হয়ে গেল চৌধুরী। যেন কান খাড়া করছে শুনতে, কেউ ধরলো কিনা। রিং থামলো। বাদল আবার পড়তে লাগলো। মিনিট

কুড়ি পরে বারান্দায় বের হয়ে এলো রুমানা, হালকা নীল শাড়ি, হুলটার নেক গাঢ় নীল ব্লাউজ। এবং সারা শরীরে চাপা উত্তেজনা, যা বাদলই অনুভব করলো। হয়তো চৌধুরীও করলো, কারণ তার চোখেও প্রশ্ন।

'আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি। আমার জড়োয়া সেটটা পরিষ্কার করতে দিয়েছিলাম দোকানে, ওটা হয়ে গেছে, ফোন করেছিল দোকানদার।' রুমানা বললো, 'সন্ধ্যা হবে ফিরতে।'

বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল রুমানা স্পাইক হিলে শব্দ তুলে।

চৌধুরীর চোখ দেখে বাদল বুঝলো দোকানের কথায় বিশ্বাস করেনি। যেমন বাদলও করেনি। রুমানার চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। আসঙ্গ কামনায় রুমানার এই চেহারা আগেও বাদল দেখেছে।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। চৌধুরী বিচলিত, চিন্তিত। বাদল নীরবতা ভেঙে পড়তে লাগলো। কিন্তু চৌধুরী শুনছে না। দৃষ্টি দূরের পাহাড়ে।

'রাবার্ট শুনবেন?' জিজ্ঞেস করলো বাদল।

চৌধুরীর দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

'আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন?'

চাহনিতে মনে হলো একা থাকতে চায় চৌধুরী।

বাদল যাবার আগে নার্সকে ডাকলো। বললো, 'উনি হয়তো ক্লান্তি বোধ করছেন। আমি আমার ঘরটা গুছিয়ে রেখে আসছি।'

'ওই কাটখোট্টা বই পড়লে কে না ক্লান্তি বোধ করে ?' নার্স কথাটা বলতে পেরে খুশি বোধ করলো।

ভিলার সামনে এসে বাদল দেখলো রুমানার টয়োটা বের হয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। গমন পথে তাকিয়ে প্রণব রায়। প্রণব রায় বোধহয় ফিরছে সাইট থেকে। সামনে জীপটা। বাদলের মাথার আগুন জ্বলে উঠলো। প্রেমিকের ঈর্ষা!

'জীপটা আমি একটু নিতে পারি ?' বাদল জিজ্ঞেস করলো প্রণব রায়কে, 'সাতকানিয়া যাবো—বেশিক্ষণ থাকবো না।'

একটু ভেবে প্রণব রায় হাসলো। 'নিন,' বলে চাবিটা ছুঁড়ে দিল।

গাড়িতে উঠে বাদল স্টার্ট দিল এবং ছুটে চললো রুমানার গমন পথে। সাতকানিয়ার কাছে এসে বাদল দেখতে পেল রুমানার গাড়ি। এবার গতি কমিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চললো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে রুমানার গাড়িটা চট্টগ্রাম রোড ছেড়ে কাঁচা পথ ধরলো। দূরত্ব বাড়িয়ে বাদলও একই পথ ধরলো। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে যেতে যেতে থামলো। টয়োটার গতি একেবারেই কম। জীপ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল বাদল। এবার টয়োটাও থেমেছে একটা টিনের ঘরের সামনে। রুমানা গাড়ি থেকে নামলো। টিনের ঘর থেকে বের হয়ে এলো বিশাল আকৃতির এক দৈত্য বিশেষ। হাতে চুরুট। আদিল।

রুমানা ওর সঙ্গে ঘরের ভেতর চলে গেল।

রাতে ঘরে থাকতে পারলো না বাদল। জ্বলতে লাগলো ভেতরে ভেতরে। পা পা করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেল বোট হাউসের দিকে। দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। বেশ রাত—রুমানার গাড়ির আলোটা দেখা গেল। গাড়িটা তীব্র বেগে ভিলা ছাড়িয়ে গ্যারেজে গেল। রুমানা গাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এলো গেস্ট হাউসের দিকে টলতে টলতে। গেস্ট হাউসে উঠতে গিয়ে থমকে গেল বাদলকে দেখে। চেনার চেষ্টা করে বললো, 'তুমি এখানে কেন?' বলেই হাসলো। এগিয়ে গেল তার ঘরের দিকে। 'আমি বনফুল গো…' গাইতে গাইতে।

রুমানা বেহেড মাতাল!

চৌধুরীর বিষণ্ণতা পরদিনও কাটলো না। সারাদিন বই পড়াও হলো না। দুপুরের দিকে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা আবৃত্তি করলো বাদল। বেশ মন দিয়ে শুনলো চৌধুরী। বিকেলে রুমানাকে দেখা গেল সাজগোজ করে বাগানে ঘুরতে।

আদিল হঠাৎ উদয় হলো কেন? প্রশ্নটা বাদলকে ভাবিয়ে তুললো। বিশেষ করে এই আবির্ভাবের পর রুমানার মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করার মতো। বিকেলে আবার বের হয়ে গেল রুমানার গাড়ি—এ সাহসও লক্ষণীয়!

শনিবার বাদলের ছুটির দিন। ওদিন কেরানী ওকে ডেকে পুরস্কারের টাকাটা দিয়ে দিল।

ডাঃ বড়ুয়াকে বলে পুরানো জীপটা নিলো বাদল। ডাক্তার তার পরিচয়-পত্রের কথা মনে করিয়ে দিল। কথাটা বাদল ভুলে গিয়েছিল। বললো, 'আজই নিয়ে আসবো যদি পারি।'

জীপটা নিয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে এসে একটা পেট্রোল পাম্পে রাখলো—তু'গ্যালন পেট্রোল নিয়ে নেয়া ভালো।

একটা শব্দে ফিরে তাকাতেই দেখলো রুমানার সাদা টয়োটা—রুমানাও দেখেছে বাদলকে। গাড়ি ব্যাক করে সাঁ করে টার্ন নিয়ে বাদলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললো, 'পুরস্কারের টাকাটা পেয়েছো?'

'পেয়েছি।' রাগ চেপে রাখলো বাদল।

'যাচ্ছো কোথায়?'

'কক্সবাজার।'

'ও,' রুমানা বললো। 'আমি যাচ্ছি চট্টগ্রাম। কয়েকজন বন্ধু এসেছে। তোমার নতুন ঘরটা কেমন?'

'ভালোই।'

'তুদিন ব্যস্ত ছিলাম,' রুমানা বললো। 'আজ রাতে আসবে নাকি বোট হাউসে?'

'প্রণব বাবু আজ খেতে বলেছিলেন ওঁদের ওখানে—' বানিয়ে বললো বাদল।

'দেখো যদি কাটাতে পারো।'

'দেখি।'

হেসে রুমানা গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়েই বেরিয়ে গেল।

কক্সবাজার এসে বাদল জীপটা রাখলো মোটেলের কাছে অনেক গাড়ির ভেতর—আগের দিনের মতো। রিক্সা নিয়ে গেল নিজের আস্তানার দিকে।

'বাদল,' মেয়ে কণ্ঠে কে যেন ডাকলো। তীব্র চিৎকারের মতো ডাকটা। ফিরে তাকাতেই দেখলো দৌড়ে আসছে আন্নি।

'তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?' আন্নি হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইলো। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললো, 'অনেক খুঁজেছি তোমাকে। তোমার ঘরেই গিয়েছিলাম তোমার খোঁজ আছে কিনা জানতে।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়, রোজই যাই খবর জানতে।' এবার আন্নি কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা হারালো।

'রিকসায় এসো।'

আন্নি উঠে পড়লো রিকসায়।

ওরা এলো বাদলের ঘরে। ঘরটা একই আছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সবার খবর নিল বাদল। আন্নি সবার কথা জানালো— এবং একবারও চোখ সরালো না বাদলের ওপর থেকে।

'কোথায় আছো?' আন্নি আবার জিজ্ঞেস করলো।

'গিয়েছিলাম চট্টগ্রামে একটা কাজের খোঁজে। হলো না।' বাদল থেমে থেমে বললো। 'আবার ফিরে আসবো, দু'চারদি-

নের মধ্যে।'

'তারপর চলে যাবে বিদেশ ?'

'বিদেশ ?' বাদল মাথা নাড়লো, 'আর বুঝি যাওয়া হলো না, এখানেই থাকবো।'

'কেন—আমি তো শুনলাম তোমার সব কাগজপত্র রেডি।'

অবাক হলো বাদল, 'কিসের কাগজপত্র ?'

'জয়া বললো, তোমার পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে—'

'বলেছে নাকি ?' বাদল বললো, 'না, বীরেনদা পারলেন না—অনেক টাকা দরকার।'

'টাকা তো তুমি পেয়েছো,' আন্নি বললো। 'জয়ার কানে সেদিন দেখলাম এক জোড়া হীরের দুল। বললো, ওটা তুমি বিক্রি করেছো।'

'হীরের দুল ?' একটা শীতল প্রবাহ নেমে গেল বাদলের শিরদাঁড়া বেয়ে। 'আমি বিক্রি করেছি ?'

'তাই তো শুনলাম,' আন্নি বললো। 'ওটা জয়া সব সময় পরে না, লুকিয়ে পরে। বীরেনদা নাকি নিষেধ করেছেন। কত টাকায় বিক্রি করলে ?'

'ওটা আমি বিক্রি করিনি, আন্নি।' অন্যমনস্ক বাদল।

'তবে কে করলো ?'

'জানি না,' বাদল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'জানতে হবে কে বিক্রি করলো।'

আর একটি কথা না বলে বাদল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আন্নি ডাকলো, 'বাদল, দাঁড়াও, বাদল…'

হন হন্ করে রাস্তায় এসে একটা রিকসা নিল বাদল।

চমকে গেল বীরেন সোম বাদলকে দেখে। দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো। বাদল ঘরে এসে চোখে চোখ রাখলো।

'কি ব্যাপার, বাদল?' অবাক হয়েছে বীরেন সোম।

'বীরেন দা, সেই হীরের দুলটার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে—কেন?'

'ওটা মিসেস চৌধুরী আপনার কাছে বিক্রি করেছে?'

'আমার কাছে?' বীরেন সোমের কণ্ঠে বিস্ময়, 'নন্‌া!'

'কিন্তু আন্নি দেখেছে জয়ার কানে।'

'জয়ার কানে হীরের দুল—জয়া অতো টাকা পাবে কোথায়?'

'তবে মিসেস চৌধুরী জয়াকে কেন দেবে হীরের দুলটা?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো বাদল।

'তুমি উত্তেজিত হয়ো না—আমি জয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখি ব্যাপারটা কি।' বীরেন সোম পাশের ঘরে গেল। ও ঘরে জয়ার গলা শোনা গেল। জয়া প্রতিবাদ করছে। বলছে, 'আন্নি বানিয়ে বলেছে—হীরের দুল ও চোখেই দেখেনি।'

বীরেন সোম গলা সপ্তমে উঠালো।

জয়ার খিস্তি শোনা গেল।

তারপর ধুরুম ধারাম শব্দ।

ঘর থেকে ছিটকে বের হয়ে এলো জয়া। পেছন পেছন বীরেন সোম। বাদলকে আড়াল করে ওপাশে চলে গেল জয়া,

চোখে মুখে ভয়। ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে বীরেন সোমের।

'খানকি মাগী—তোকে মেরেই ফেলবো। কেন দিয়েছে তোকে হীরের দুল বলতেই হবে।' চুলের ঝুঁটি ধরলো জয়ার।

'বাদলদা, বাঁচাও···আমি বলছি।'

বাদল ধরে ফেললো বীরেন সোমকে। বললো, 'বীরেনদা রাখুন—ও বলবে।'

'মাগী—তোর জন্যে আমি বেইজ্জত হলাম!'

'তোমাকে বললাম, একটা রুপার দুল কিনে দিতে—তুমি দিলে না,' জয়া কাঁদছে। 'আমার ছবি বেচে হাজার হাজার টাকা কামাও আর তা পাঠাও ফরিদপুরে—বউকে। মিসেস চৌধুরী বড় লোক—দিতে চাইলে আমি না বলবো নাকি?'

'কেন দিতে চাইলো?' বাদল জিজ্ঞেস করলো।

'এসেছিল বীরেন আর্টিস্টের খোঁজে। বীরেন ঘরে ছিল না। মনে করলাম ছবি কিনতে চায়। ঘরে বসতে বললে আপত্তি করলো না। ছবি দেখালাম—দেখলো এমন ভাবে যেন কিনবে। জানতে চাইলো আমি কে। মিথ্যেই বললাম, বউ। এক কথায় দু'কথায় জিজ্ঞেস করলো আমি বাদলকে চিনি কিনা।'

'সাদা টয়োটা গাড়িতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ,' জয়া বললো। 'আমি অবাক হলাম। ভাবলাম বাদল গাইডের কাজ করে সে-ই বোধহয় পাঠিয়েছে। বললাম, চিনি —খুব ভালো করে চিনি। তিনি খুশি হলেন। বললেন, বাদল ওনার বন্ধু। আমি খুব অবাক। বললেন, তুমি মেয়ে, বলতে অসুবিধা নেই—আমি বাদলকে ভালবাসি। আমি আরও

অবাক। উনি বললেন, বাদলের আর কি কি জানি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে করতে বললেন, বাদল পালিয়ে বেড়ায় কেন ?'

'তুই কি বললি ?' বীরেন সোম চেঁচিয়ে উঠলো। আবার ধরতে গেলে বাদল বাধা দিল।

'বললাম, জানি না তো। উনি বললেন, আমি জানি ওর সব কথা, শুধু জানি না ও কোথায় যেতে চায়। আমি বললাম, আমি আর কিছু জানি না। উনি তখন বের করলেন দুল জোড়া। বললেন, তোমাকে এ দুটোয় বেশ মানাবে। আমি বাদলকে ভালবাসি—সব বললে বাদলের ক্ষতি হবে না, উপকার হবে। বাদলকে সব জিজ্ঞেস করতে চাই না,কারণ বড় বেশি গোঁয়ার। আত্মসম্মান বোধ একটু বেশি। আমি ওর সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে চাই। বললেন, তুমি যা জানো সব বললে এটা তোমাকে উপহার দেবো।'

'মাগী আর লোভ সামলাতে পারলি না—' বীরেন সোম টেবিলের বোতল থেকে একগ্লাস দেশী চোঁয়ানী ঢেলে নিল। ভয় পেল জয়া। একটু সরে এলো বাদলের দিকে। বাদল জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর কি জানতে চাইলো ?'

'জানতে চাইলো আপনি বিদেশ যেতে চান কিনা, পাসপোর্ট আছে কিনা,' জয়া একটু থেমে বললো। 'আমি বললাম হ্যাঁ, যেতে চান, পয়সা হলেই পাসপোর্ট হয়ে যায়। উনি বললেন, আমিই পাসপোর্ট করে দেবো। আমার মনে হলো উনি সব জানেন এবং বাদলকে ভালবাসেন। উনি দুল দুটো

আমাকে দিয়ে বললেন, পাসপোর্টে ঝামেলা কেন ? আমি দুল দুটো হাতে পেয়ে সব ভুলে গেলাম। আমি ওর কাছে এক জোড়া রূপোর দুল চেয়ে পাই না—আমি কিছু না বললে দুল দুটো নিয়ে চলে যাবেন। বললাম, পুলিশ বাদলকে খোঁজে—'

'কেন খোঁজে তাও বললি ?'

কেঁদে ফেললো জয়া। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'উনি সব জানেন, আমার কাছ থেকে শুধু ভাল করে জানলেন। আমি বললাম ৭১ সালে উনি যুদ্ধে ছিলেন—আর্মিতে যেন কি হয়েছিল, আর বাড়ি ফিরে যাননি—পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। উনি বললেন আর পালাতে হবে না—আমি সব ব্যবস্থা করবো। উনি সত্যি সত্যি ভালবাসেন বাদলকে, বিশ্বাস করো…'

প্রচণ্ড জোরে বীরেন সোম থাপ্পড় মারলো জয়ার গালে। জয়া ছিটকে পড়লো মেঝেতে।

'সর্বগ্রাসী —সব শেষ করে দিলি— '

বাদল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সাত

দিনটা মনে আছে : ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। এর এক সপ্তাহ আগে পাকিস্তান আর্মি আত্ম-সমর্পণ করেছিল। চট্টগ্রামে বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটেলিয়নও সম্মিলিত মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলেছিল। ওরা এর তিন দিন আগে।

বাদল বেঙ্গল রেজিমেণ্টের নিয়মিত সৈনিক নয়। কোনাবন সাব-সেকটরে এফ এফ হিসেবে যুদ্ধের প্রথমেই যোগ দিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র। অনার্সে তৃতীয় হয়েছিল। এম, এ পরীক্ষা দেয়া হয়নি যুদ্ধের জন্যে। নিয়মিত বাহিনীর না হলেও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একজন হয়ে উঠেছিল। তাদের ছাউনি পড়েছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ১৬ তারিখের পরেও ছাউনি ছিল ওখানেই। তবে ওরা পরিত্যক্ত গাড়ি নিয়ে শহরে যেতো দল বেঁধে। হৈ-হুল্লোড় করে ফিরতো রাতে। ১৬ তারিখেই চলে যেতে চেয়েছিল রংপুরে, বাবা-মার কাছে। কিন্তু কমাণ্ডার বললেন, 'দু-দিন পরে যাও'। বলেছিলেন, ২০ তারিখের দিকে যেতে

পারে বাদল। ট্রেন বা অন্য কোনো যোগাযোগই ছিল না প্রথম দিকে। তবে একজন অফিসারের ২৫শে ডিসেম্বর ঢাকা যাবার কথা ছিল গাড়িতে। তার সঙ্গে ঢাকা গিয়ে রংপুরে যাবার ব্যবস্থা করবে এই ছিল পরিকল্পনা। ঢাকাতে দেখা করতো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। আর শায়লার সঙ্গে।

২৩শে ডিসেম্বর একজন তরুণ অফিসার ডেকে পাঠালেন তাকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আজ চট্টগ্রামে যাবে নাকি?'

'আজ আর যাবো না।'

'যাও, বেড়িয়ে এসো। তুমি তো চট্টগ্রাম শহর ভালোই চেনো—ফুর্তি টুর্তির জায়গাগুলোও তো চিনে ফেলেছো এই কয়দিনে···না?'

মাথা চুলকালো বাদল।

'শোন, তোমার বেড়ানো হবে, কাজও হবে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ইউনিফর্মটা পরে নাও। আজ তোমার চট্টগ্রামের সঙ্গী হবেন মেজর জেনারেল রঘুপতি রাও।'

'মানে?'

'জেনারেল একটি ভালো গাড়ি ও চালু সঙ্গী চেয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, চট্টগ্রাম যাবেন।'

'আমি কেন?'

'তুমি ইংরেজী জানো, ভালো ড্রাইভ জানো এবং চট্টগ্রাম শহরটা চেনো। জেনারেল বলেছেন, একজন ইয়ং ও স্মার্ট ছেলে চান সঙ্গী হিসেবে।' ক্যাপ্টেন বললো, 'কয়েক ঘন্টারই ব্যাপার। তোমার অসুবিধা হবে না।'

অসুবিধা হবে না বাদলও জানে। তবে এই রঘুপতি রাও একটু পাগলাটে ধরনের লোক, সবাই বলে।

'জেনারেল ইন্টেলেকচুয়াল ধরনের মানুষ। চট্টগ্রাম দেখে হয়তো নানাদিক দিয়ে আলোচনা করতে চাইবেন—সে-জন্যেই তোমাকে পাঠাতে চাচ্ছি।' ক্যাপ্টেন বললো, 'আজ বিকেলেই বের হবেন জেনারেল।'

একটা সাদা মার্সিডিজ নিয়ে বিকেলে হাজির হলো বাদল মাউন্টেইন ডিভিশনের ছাউনিতে। ওদের ছাউনি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আর্ট ফ্যাকাল্টীতে। গাড়ি দেখে এক মেজর এলো। বাদল বললো তাকেই পাঠানো হয়েছে মেজর জেনারেলের জন্যে। মেজর দত্ত গাড়িটা নিয়ে চলে গেল ওয়র্কশপে। পুরো গাড়ি চেক করে ট্যাঙ্ক ভরে পেট্রোল দিল।

'ওকে,' বাদলকে মেজর দত্ত বললো। 'বন্ধু, তুমি তো এফ এফ, আর্মি—আইন কানুন জানো না। সাবধানে থেকো। মেজাজী লোক। যা বলবেন হাসি মুখে করবে।'

'আসলে কি করতে চান জেনারেল ?'

'নেশা,' মেজর বললো। 'ফুর্তি, সেজন্যেই বাংলাদেশী লোক সঙ্গে নিচ্ছেন। নেশা একটু বেশিই করেন।'

চারদিকে একটা হুটহাট শব্দে বাদল চেয়ে দেখলো জেনা-রেল আসছে। মাঝারি লম্বা, শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের রং অবলুশ কালো। ঠোঁট ভারি, গোঁফটা সযত্নে দুপাশে সু-

চালো। পরনে ইউনিফর্ম নেই, স্যুট পরেছে নীল রঙের। গদাই লস্করী চালে হাঁটছে, চারদিকে নজর ঘুরিয়ে নিচ্ছে। গাড়ির কাছে এসে একপাক ঘুরে গাড়িটা ভালো করে দেখে বাদলকে বললো, 'তুমিই হাসান?'

বাদল বললো, 'হ্যাঁ।'

'গুড,' বলে উঠে বসলো গাড়িতে। দরজা আগেই একজন খুলে ধরে রেখেছিল। কয়েকটা বুটের পা ঠোকা শোনা গেল।

'চালাও।'

বাদল চালু করলো গাড়ি।

গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাড়লো। গেটে সেন্ট্রি থামতে গিয়েও থামলো না, হয়তো মার্সিডিজ বলে। এবং স্যালুট দিলো না 'সিভিল' গাড়ি বলে।

সেন্ট্রি-গেট ছেড়ে মাইলখানেক যেতেই মেজর জেনারেল রঘুপতি রাও বললেন, 'তুমি তো ছাত্র?'

'হ্যাঁ।'

'গাড়ি থামাও।'

গাড়ি ব্রেক করে রাস্তার পাশে রাখলো বাদল। জেনারেল বললো, 'এখন থেকে ভুলে যাবে যে আমি জেনারেল আর তুমি আমার ছেলের বয়সী ছাত্র। এখন থেকে আমি তোমার সিনিয়র বন্ধু। ঠিক আছে?'

অবাক হবার আগেই বাদল দেখলো জেনারেল পেছনের দরজা খুলে নেমে সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসছে।

'তুমি আমার সম্পর্কে কি কি শুনেছো ?' জেনারেল জানতে চাইলো।

'ভালো যোদ্ধা।'

'ওটা তো জেনারেল সম্পর্কে বলতেই হয়। কারণ ভালো যোদ্ধারাই জেনারেল হয়। অবশ্যি অনেকেই যুদ্ধ না করেও ভালো যোদ্ধা। আমিও তেমনি একজন। আমরা যুদ্ধ করি ম্যাপের ওপর!' জেনারেল বললো, 'তুমি যুদ্ধ করেছো ?'

'করেছি।'

'রেইডে গেছো ?'

'গিয়েছি।'

'শত্রু মেরেছো সামনে থেকে!'

'মেরেছি।'

'গাড়ি চালাও!'

গাড়ি সচল হলো।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?' জেনারেল জিজ্ঞেস করলো।

'চট্টগ্রাম শহরে।'

'শহরের কোথায় ?'

'আপনি যেখানে বলবেন।'

'আমি ম্যাপের ওপর যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। যুদ্ধ শেষ। এখন রিল্যাক্স করা দরকার।' জেনারেল বললো, 'আমরা আজ ফুর্তি করবো—ঠিক আছে ?'

বাদল সায় দিল।

'আমি বিয়ে করিনি,' জেনারেল বললো। 'কিন্তু মেয়ে-

ছেলে পছন্দ করি—কিছু বুঝলে ?'

'বুঝেছি।'

'ওখানে নিয়ে যেতে পারবে ?'

'পারবো,' বাদল বললো। 'কিন্তু এখন ওসব জায়গায় রোজই গোলাবাজি হয়। মারপিট হয়।'

'চমৎকার,' জেনারেল বললেন। 'আমি মারপিট পছন্দ করি। বহুদিন মারপিট করা হয়নি।'

বাদল গাড়ি থামালো হোটেল গ্রেণ্ট-এর পার্কিং-এ। এখানকার বার এখন জমজমাট,সেদিন দেখেছে। প্রচুর মেয়েরা আসে।

বাদল নামলো। জেনারেল বললো, 'তুমি আগে হাঁটবে, আমি ফলো করবো। দুজন একসঙ্গে বসবো না। কিন্তু আমার ওপর নজর রাখবে। আমি বেরুলে তুমিও বের হবে। মেয়ে-ছেলে পেলে গায়েব হয়ে যেও না!'

'তা হবে না, স্যার।'

জেনারেল বারে কোনদিকে না তাকিয়ে গিয়ে বসলো কোণের একটি টেবিলে, একা।

চারদিক তাকিয়ে বাদল খুশি হলো। অনেক মেয়েকে দেখা গেল বিভিন্ন টেবিলে। জেনারেলকে চোখে রেখে বাদল অন্য-দিকের কোণে চলে গেল।

'রেগুলার!' কে যেন তাকালো। দেখলো মঈন। সেক্টর টু-এর একটি ছেলে। চট্টগ্রামেই দেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বারেই ও আস্তানা গেড়েছে যুদ্ধের পর থেকে।

এগিয়ে গেল বাদল মঙ্গীনের দিকে।

'কিরে রেগুলার, ছুটি মিললো?' মঙ্গীন জিজ্ঞেস করলো। বললো, 'একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়।'

নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে আছে বলে বন্ধুদের অনেকে তাকে রেগুলার বলে ডাকে। চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো বাদল। মঙ্গীনের দুপাশে দুটি মেয়ে বসেছে। বয়স বেশি নয়, সুন্দরী। পোশাকে বোঝা যায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। টেবিলে আরও এক ভদ্রলোক আছে। চেনে না বাদল। তার সঙ্গে জড়াজড়ি করে বসে আছে আর একটি মেয়ে।

মঙ্গীন বললো, 'কি খাবি বল—'

'না, থাক···'

'সে কিরে—' মঙ্গীন একটি মেয়েকে দেখিয়ে বললো, 'মার্জি একা বোধ করছিল—দেখলে, কেমন হ্যাণ্ডসাম আমার বন্ধু!'

মার্জিকে দেখলো বাদল। মার্জি মঙ্গীনকে ধমক দিতে গিয়ে দেখলো বাদল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাদল বললো, 'আমার নাম হাসান।'

'মার্জি গোমেজ।' মেয়েটি উচ্চারণ করলো। বয়স সতেরোর বেশি হবে বলে মনে হয় না। জিনস ও টিশার্ট পরনে। টি-শার্টের বুকে লেখা WANTED। মঙ্গীন ওয়েটার ডেকে অর্ডার করলো। অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয় কানে নিলেও মনে থাকলো না বাদলের। চোখ মাঝে মাঝে যাচ্ছে জেনারেলের উপর, একা বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। বাদ-

লকে দেখেছে বলে বোঝা গেল না। পাশের টেবিলে হুল্লোড় হচ্ছে তাতে একটুও নড়চড় হচ্ছে না চোখের পাতা। নিজের মধ্যে যেন বুঁদ হয়ে আছে।

বাদল তুলে নিলো গ্লাস। মার্জির কাঁচের গ্লাসে ঠুকে উইশ করলো।

দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে মার্জির সঙ্গে কথা বলা শুরু করলো বাদল। সহজ আলাপী মেয়েটি।

ব্যাণ্ড বেজে উঠতেই মার্জির চোখে নাচন লাগলো। বাদল জিজ্ঞেস করলো, 'কি, নাচার আগ্রহ আছে?'

মঈন বললো, 'হাসান আমার মতো না—ভালো নাচে—চলে যাও।'

মার্জি হাতের কার্ডিগানটা চেয়ারে রেখে উঠে পড়লো। সুন্দর ফিগার মেয়েটির। ব্যাণ্ডের তালে হেঁটে গেলো জোরে। স্টেপ নিতেই বাদল বুঝলো চমৎকার নাচে মেয়েটি। সারা শরীরে বিটকে গ্রহণ করে। বাদলের রক্তেও বাতাস লাগলো

বাদল দেখলো জেনারেলের টেবিলে বসেছে একটি মেয়ে। জেনারেল কথা বলছেন মাথা নিচু করেই।…

ফ্লোরে বাদল ও মার্জি হয়ে উঠলো প্রধান পেয়ার। ওদের ঘিরেই নাচছে সবাই। মার্জি সমস্ত শরীর ছেড়ে দিয়েছে। বাদলের বিশাল শরীরের প্রচণ্ড বেগের সঙ্গে ছন্দ রচনা করছে মার্জি। করতালি মুখর হয়ে উঠেছে পুরো বার।…

…দেখলো: জেনারেল উঠে দাঁড়িয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল বাদল। দাঁড়িয়ে গেল মার্জিও—'কি হলো?'

'তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।'

'হঠাৎ যাবে··· কেন, কোথায়?' মাজি জানতে চাইলো, 'আমাকেও নিয়ে চলো।'

'তুমি বসো, আমি আসছি।'

বলে সবেগে বাদল বের হয়ে এলো হোটেল থেকে। দৌড়ে গেল পার্কিং-এ। দেখলো কেউ কোথাও নেই। মার্সিডিজের কাছে দাঁড়াতেই অন্ধকার থেকে বের হয়ে এলো জেনারেল। বললো, 'গাড়ি খোল।'

দরজা খুলে দিতেই জেনারেল উঠে পড়লো পেছনের সীটে। বললো, 'শোনো ···'

বাদল ঝুঁকে পড়লো।

'তুমি চমৎকার নাচতে পারো--মেয়েটি তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড?'

'না। আমি চিনি না।'

'আমিও বিয়ে করিনি। কিন্তু মেয়েমানুষ চাই।'

'স্যার—'

'না—জুনিয়ারের মেয়েমানুষের ওপর হাত আমি দিচ্ছি না,' জেনারেল বললো। 'আমি যে টেবিলে বসেছিলাম ওই টেবিলে একটি মেয়ে বসে আছে। তাকে গিয়ে বলবে, মিস্টার সিং তার জন্যে অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ, ওকে নিয়ে এসো। তোমার মেয়েটিকে অপেক্ষা করতে বলো আধ ঘণ্টার জন্যে —ঠিক আছে?'

'ইয়েস স্যার,' বলে বাদল হোটেলে গেল। বার-এ মাজি

কার্ডিগান গায়ে চাপিয়ে অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখে দৌড়ে এলো। বাদল ওকে বললো, 'তুমি অপেক্ষা কর আধ ঘণ্টা, আমি আসছি।' এগিয়ে গেল জেনারেলের পরিত্যক্ত টেবিলে। মেয়েটি অপেক্ষা করছে, মেকাপ মেরামতে ব্যস্ততা নিয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে।

'মিস্টার সিং আপনার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছেন।' মেয়েটি বাদলকে একবার দেখে ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'চলুন।'

গেটে মার্জি দৌড়ে এলো, 'হাসান, দাঁড়াও...' বাদলের পাশে মেয়েটিকে দেখে থমকে গেল। মেয়েটি মার্জিকে নড করলো, 'হ্যালো, মার্জি!'

'হ্যালো...'.বাদলের মুখের দিকে একবার দেখে বললো, 'ওঃ!' মার্জি দাঁড়ালো না।

মেয়েটি হাসলো। বললো,'মার্জি শকড্ হলো। ও ভেবেছে আমি তোমাকে পাকড়াও করেছি। কি বুঝিয়ে আসবে নাকি?'

'না, সময় নেই,' বাদল বললো। 'পরে হবে।'

গাড়ির কাছে এসে পেছনের দরজা খুলে দিতে গেলে জেনারেল ভেতর থেকে বললো, 'সামনেই বসো।'

মেয়েটি সামনেই উঠে বসলো বাদলের পাশে।

বাদল মার্জিকে একবার ভেবে নিয়ে মনে মনে বললো, ধুৎ-তারি—বুড়ো সব মাটি করলো। সামনে তাকিয়ে বললো, 'কোথায় যাবো?'

জেনারেল বললো, 'তুমি তো একা থাকো—ঝামেলা হবে

না তো ?'

'হবে না।' বলে মেয়েটি ঠিকানা বললো, 'আলকরণ রোড।'

আলকরণ রোডে গাড়ি ঢোকার পর মেয়েটা নির্দেশ দিয়ে একটি চারতলা বাড়ির সামনে এলে গাড়ি থামাতে বললো।

'এর তিন তলায় আমি থাকি।' মেয়েটি গাড়ি থেকে নামলো।

'তুমি যাও, আমি আসছি, ঠিক আছে ?'

'ঠিক আছে,' মেয়েটি বললো। 'ফ্ল্যাট-ই—উঠতে বাঁ দিকে।'

মেয়েটি খুট খুট শব্দ তুলে অন্ধকারে চলে গেল। চারদিকটা বেশি অন্ধকার। মাঝে মাঝে গোলাগুলির শব্দ—দূরে কোথায়। শহরটা নরকে পরিণত হয়েছে। বাদলের গাটা ছমছম করতে লাগলো।

জেনারেল পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে চেক করে রেখে অন্য পকেট থেকে কি যেন বের করলো। টাকা। বাদলের দিকে এগিয়ে দিল দশটা একশো রুপিয়ার নোট। বললো, 'তুমি গাড়িটা একটু সামনে নিয়ে রাখো। বেশিক্ষণ লাগবে না। ওপরের তিন তলার দিকে নজর রেখো। আর ···ডাকলে সাড়া দিও।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে বাদল দরজা খুলে ধরলো।

জেনারেল নামলো গাড়ি থেকে। মাথায় পরে নিল গল্‌ফ ক্যাপের মতো একটা কিছু। শীতের রাত। কিন্তু বাদল লক্ষ্য করলো, জেনারেলের কপালে ঘাম দেখা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে জেনারেল দ্রুত এগিয়ে গেল ফ্ল্যাটের

সিঁড়ির দিকে। বাদল তাকালো তিন তলায়। একটা জানালায় আলো জ্বলে উঠলো। এই ঘরটায় তবে থাকে মেয়েটি।

গাড়ি সচল করলো বাদল। একটু এগিয়ে নিয়ে রাখলো সামনে। এ জায়গাটায় অন্ধকার একটু বেশি।

সিগারেট ধরালো বাদল। মার্জির কথা মনে পড়লো। অনেক দিন পর নারী সঙ্গ তাকে উত্তপ্ত করেছিল। বার-এ হয়তো বিষয়টা মনে পড়েনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একা, পরিত্যক্ত! মার্জি নামে মেয়েটা কি অপেক্ষা করবে তার জন্যে ?···মনে পড়লো পলিটিক্যাল সাইন্স-এর শায়লাকে। শায়লা কি ওর খোঁজ নিয়েছিল বিজয়ের পর ? শায়লাকে নিয়ে চাং-ওয়াতে বসে ভালবাসার কথা বলেছিল ···তারপর শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। চলে আসার সময় শায়লাদের বাড়িতে ফোন করেছিল বাদল। ওরা গ্রামে পালিয়েছিল। শায়লা কেমন আছে ? যুদ্ধের সময় সবচেয়ে কাছের মনে হতো কেন শায়লাকে জানে না বাদল। যদিও পরে দেখা করেনি, সম্ভব হয়নি। অথচ ঠিক ওরকম পরিচিত আরও তো মেয়ে ছিল। ছিল রোকসানা, লিটা, হাসি। ওদেরও মনে পড়েছে, কিন্তু এমন করে নয়। হয়তো ভাবেনি বেঁচে থাকবে··· বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। শায়লা কি খুব অসম্ভব ছিল ? শায়লা তাকে সি এস এস দেবার কথা বলেছিল। কেন বলেছিল ?···

তিন তলার আলো নিভে গেছে।

বাদল মার্জিকে ভাবলো। এখন ইচ্ছে করলে মার্জিকে

নিয়ে আসা যায়। কিন্তু জেনারেল যদি বের হয়ে দেখে গাড়ি নেই!

…শায়লাকে বাদল শুধু চুমু খেয়েছিল একদিন। শরীরের সম্পর্ক ছিল লিটার সঙ্গে। অথচ লিটা ভালবাসতো আকবর-কে। সবকিছু কেমন যেন হাস্যকর মনে হয় এক এক সময়।

…আলো জ্বলে উঠলো। বাদল বের হয়ে এলো গাড়ি থেকে। আরও তিন মিনিট চার মিনিট গেল। ইউনিফর্ম পরা, তবুও শীত শীত করছে। কাঁচের জানালায় ছায়া। জানালা খুলে গেল। জেনারেল নিচে দেখার চেষ্টা করছে। হাতটা নাড়লো বাদল। জেনারেল বললো ফিসফিস করে, 'উপরে এসো।'

দৌড়ে উপরে উঠে গেল বাদল। ফ্ল্যাট-ই দেখে দরজায় আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভেতরে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। বসার ঘর। বেশ সুন্দর সাজানো। দেয়ালে বড় একটা সোনালী ফ্রেমের ছবির নিচে বসে আছে জেনারেল। পরনে পুরো স্যুট। এমন কি মাথার গলফ্ ক্যাপটা যেমন ছিল তেমনি চাপানো রয়েছে। টেবিল ল্যাম্পটা জেনারেলের পেছনে বলে মুখটা দেখা গেল না ভালো করে। দৌড়ে এসে হাঁপাচ্ছিল বাদল। বললো, 'স্যার, বলুন। কি হয়েছে?'

'কিছু না,' জেনারেলের নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। 'তবে একটু সাহায্য প্রয়োজন।'

'স্যার।'

'ভেতরে যাও। মেয়েটা বোধহয় বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।'

'বেহুঁশ ?'

'গিয়ে দেখো।' জেনারেলের চাপা গলার ধমক শুনে বাদলের গা ছমছম করে উঠলো। শোবার ঘরের দরজাটা ভেজানো। ভেতরে উজ্জ্বল আলো।

দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে বাদল আবার পেছন ফিরে তাকালো। জেনারেলও উঠে দাঁড়িয়েছে। বাদল বললো, 'ও মাইণ্ড করবে না তো ?'

'করবে না।'

দরজা ঠেলে খুলে ফেললো বাদল। গন্ধটা চেনা বাদলের। কিসের মনে পড়লো না। কিন্তু বিছানাটা দেখে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অনেক দৃশ্য দেখেছে বাদল যুদ্ধের সময়। মর্টারে সহ-যোদ্ধার দেহটা ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছে। একজন প্যারাট্রুপারকে দেখেছিল শুকনো ডালে গেঁথে যেতে। কিন্তু সামনের দৃশ্যের সঙ্গে কোনো কিছুর সাদৃশ্য নেই। একটি নগ্ন দেহ পড়ে আছে সাদা বিছানায়। বিছানাটা লাল রক্তে জ্বলজ্বল করছে। সারা শরীর ছুরি দিয়ে কোপানো হয়েছে। কিন্তু মুখটা অক্ষত। দুই চোখ বিস্ফারিত, দাঁতে দাঁত চাপা কিন্তু বের হয়ে আছে জিব।

চোখ বন্ধ করলো বাদল। বমি আসছে। সামলে নিলো দরজার হাতল ধরে।

'এদিকে এসে একটু বসে নাও।' পেছন থেকে জেনারেল বললো। 'অসুস্থ হয়ে পড়ছো মনে হয়।'

ঘুরে দাঁড়ালো বাদল। জেনারেলের হাতে ছোট্ট বেরেটা

অটোমেটিক। পিস্তলের মুখটা বাদলের দিকে তাক করা। ট্রিগারে আঙ্গুল।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে,' জেনারেল বললো। 'বসে একটু শাস্ত হও।'

বসে পড়লো বাদল। জেনারেল পাশের টিপয় থেকে হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিল। বাদলকে ইশারা করলো নিতে। বাদল নিল। তিন ঢোকে পান করলো। থর থর করে হাত কাঁপছে।

'যাক,' জেনারেল বললো। 'দেখেছো কি করেছি?'

উত্তর দিল না বাদল। শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো জেনারেলের দিকে।

'এটাই আমার অসুখ। এজন্যেই লোকে আমাকে পাগলা জেনারেল বলে। এই ইচ্ছেটা জেগে উঠলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ঘটনাটা ঘটাতে না পারা পর্যন্ত পাগলামি যায় না। জেনারেলদের যুদ্ধ করতে না দিয়ে ডেস্কে বসিয়ে রাখলে এমন হবেই। আমার মাঝে মাঝে এমনি জ্যান্ত মাংসে ছুরি বসাবার প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়। এবং তার পরিসমাপ্তি এভাবেই হয়।'

বাদল নির্বাক।

'যা হবার হয়েছে,' মেজর জেনারেল রঘুপতি রাও বললো। 'আমি এখন স্বাভাবিক, এটা আমার জন্যে, আমার সৈন্যদের

জন্যেও, প্রয়োজন ছিল। আমরা নিশ্চয়ই একটা বাজারের মেয়েছেলের জন্যে ঝামেলায় পড়তে চাই না। ওরা আর কাউকে দোষী সাব্যস্ত করুক। আমি এমন ঘটনা আগেও ঘটিয়েছি, কেউ টের পায়নি। ধরা পড়েছে অন্যলোক। এবার এর দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে।'

'মানে ?' চমকে গেল বাদল।

'বসে কথা বলো, উত্তেজিত হবার দরকার নেই। আমি বলছি শোনো। ধরে নাও তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে পালাবার সুযোগ দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে তোমাকে এখুনি ভারতীয় আর্মির এম, পিদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। অথবা তোমার মাথায় একটা গুলি চালিয়ে বলতাম, আমার গাড়ি হাইজ্যাক করেছিলে—পেছন পেছন এসে দেখি এই কাণ্ড। এমন কাণ্ড একজন জেনারেল দেখলে গুলি চালাবেই! বিশেষ করে আমার মতো বদরাগী জেনারেল। এবং জেনারেলের কথা একজন এম, পিকে বিশ্বেস করতেই হবে।'

একদৃষ্টিতে বাদল তাকিয়ে রইলো জেনারেলের দিকে। শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত।

'তুমি পালাতে রাজি হলে আমি তোমাকে এক ঘন্টা সময় দেবো পালাবার। তারপর বলবো তুমি পালিয়েছো। না হলে এখনই গুলি। কোন্‌টা তোমার পছন্দ, হাসান ?'

'খুন করে আপনি রেহাই পাবেন না।' বাদল কাঁপা গলায় বললো কোনোরকমে।

'রেহাই পাবার প্রশ্ন ওঠে না : কারণ ধরাই আমি পড়বো না। কারণ জেনারেলকে ধরা সোজা নয়। বিশেষ করে বিজয়ী জেনারেল। যাকে পদবী দেয়া হবে বীরত্বের জন্যে, দেশ-প্রেমের জন্যে।'

'বারের লোকেরা আপনাকে দেখেছে মেয়েটির সঙ্গে। তারা সাক্ষ্য দেবে!'

'তা আমাকে বসে থাকতে হয়তো দেখেছে— মনে রাখেনি। কিন্তু ফ্লোরে সবচে ভালো যে নাচছিল, যার পরনে খাকী পোশাক ছিল, যাকে সবাই তালি দিচ্ছিল, যে তার সঙ্গিনীকে না নিয়ে একটা বাজারের মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছে তার ব্যাপারে অনেকেই সাক্ষ্য দেবে। এমন কি তোমার সঙ্গিনীটিও তাই দেখেছে—ঠিক কিনা!' জেনারেল হাসলেন, 'তোমার আইডেনটিটি কার্ডটা ছুঁড়ে দাও। ওটা আমার দরকার। না দিলেও ক্ষতি নেই, বার-এর লোকেরা তোমার নাম বলতে পারবে।'

কার্ডটা বের করলো বাদল পকেট থেকে। জেনারেলের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, ট্রিগারে আঙুল দৃঢ় হলো, চোয়ালের পেশী সঙ্কুচিত হলো। বাদল বুঝলো, প্রয়োজনে গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করবে না লোকটা। আইডেনটিটি কার্ডটা ছুঁড়ে দিল। সেটা কার্পেটে পড়লো, তুললো না জেনারেল। শুধু হাসলো, 'তুমি আমাকে বাঁচালে। থ্যাঙ্ক ইউ, সোলজার।'

'শয়তান!' দাঁতে দাঁত চেপে এটা বলা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না বাদল।

'শয়তান হতে মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছে করে,' জেনারেল হাসলো। 'তোমাকে আমি এক হাজার দিয়েছি—পুরো বাণ্ডিল-টাই দিয়ে দিচ্ছি—দশ হাজার রুপিয়া। মন্দ না, যথেষ্ট ক্ষতি-পূরণ। গাড়িটাও নিয়ে যাও। কিছুদুর গিয়ে ছেড়ে দেবে। আমি আর আধ ঘণ্টা পর এম, পি পোস্টে জানাবো। বলবো ইউনিফরমে ছিলে। পুলিশ আর্মির বিষয় বলে একটু দৌড়া-দৌড়ি করবে। কিন্তু যুদ্ধের পর সবাই এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তোমার খোঁজ বের করতে অনেক সময় নেবে। তার-পর হয়তো ভুলেও যাবে...'

'কিন্তু আমার পরিবার... ওদের কতদিন দেখি না।'

'ওরা জানবে তুমি পলাতক। এতবড় যুদ্ধের ধাক্কায় তো-মার পরিবারও সহজ ভাবেই নেবে ঘটনাটা। কেননা মরেও তো যেতে পারতে! মরনি তাতেই ওরা খুশি হয়ে যাবে।' জেনারেল বললো, 'পরিবারের জন্যে কাঁদতে বসলে ধরা পড়বে...পালাও।'

বাদল বের হয়ে এলো অন্ধকার সিঁড়িতে। আর সেই রাত থেকে শুরু হলো তার দীর্ঘ যাত্রা, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়েই।

তৃতীয় অধ্যায়

এক

জীপটা ভালোই চলে আশেপাশের মানুষদের সচেতন করে। এ রাস্তা দিয়েই এসেছিল দশ বছর আগে চট্টগ্রাম থেকে। চলে গিয়েছিল টেকনাফ দিয়ে রহিঙ্গাদের এলাকায়। মেয়েটির লাশের খবর বের হয়েছিল তিন-চারদিন পরের কাগজে। একটি মৃত্যু সে-সময় খবর তৈরি করতো না। অসংখ্য লাশের ভিড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল আলকরণ রোডের একটি কল গাল' হত্যা রহস্য। চাপা পড়েই থাকতো: কিন্তু ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত একজন বিদেশী জেনারেলের গাড়ির বাংলাদেশী ড্রাইভার বলে কোনো কোনো পত্রিকা মাসখানেক পর অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে। সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বাদলের ছবি, সেই আইডেনটিটি কার্ডের ছবিটাই। অনুসন্ধান রিপোর্টে মার্জি গোমেজ ও মঈনের ইন্টারভিউ প্রকাশ করে। মার্জি সে-রাতে নাচের কথা বলে। রিটাকে বের হয়ে যেতে দেখেছিল। তার ঈর্ষা হয়েছিল—সব অকপটে বলেছে। মঈন কিছুটা অবিশ্বাস প্রকাশ করেছে বটে কিন্তু সত্য গোপন করেনি। মেয়েটির নাম যে রিটা গিলবার্ট কাগজ পড়েই জেনেছিল। আশ্চর্য, এত অনুসন্ধানেও কেউ একটি বার উল্লেখ করেনি মেজর জেনারেল রঘুপতি রাও এ সময় শহরে

এসে কোথায় ছিল। বিশেষ সূত্র থেকে বলা হয়, এক বাংলাদেশীকে গাড়িটা চালাতে দেয়া হয়েছিল। সে এটা নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গাড়িটা কক্সবাজারে পাওয়া গেছে। ফলে অনুমান করা হয় সাঈদ হাসান অরণ্যে চলে গেছে। পুলিশ জেনারেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করেনি।

এ দশ বছরে সাঈদ হাসান ওরফে বাদল কত শত মাইল ঘুরেছে?

ঢাকায় গেছে—সবাই তখন রংপুর থেকে ঢাকায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাদল বাড়িতে যায়নি। মা আগেই মারা গিয়েছিল, রংপুরেই। বাবা ছিলেন, তিনি ৭২ সালের শেষের দিকে হার্ট ফেল করেন। হয়তো পুত্রের শোকে। ছোট বোনটাকে দেখতে ইচ্ছে হতো কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করেছে। ও এখন বিবাহিতা। এ সব খবর সে সংগ্রহ করেছে নানা ভাবে। আত্মীয় স্বজনের কাছে যায়নি। তারা ধরে নিয়েছে বাদল বেঁচে নেই।

সেটাই ভালো।

শুধু একটি চিঠি দিয়েছিল বড় ভাইকে 'যদি কোনদিন প্রমাণ করতে পারি আমি খুনী নই তবে ফিরবো। যা হয়তো কোনদিন পারবো না, অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গে দেখাও হবে না'। বড় ভাইটা কোথায় তাও জানে না বছর পাঁচেক হলো।

কাগজে উঠেছে সাঈদ হাসানকে পুলিশ খুঁজছে। ও নামটার ব্যবহার আর কোনদিন করেনি। অসংখ্য নাম ব্যবহার

করেছে, শেষ পর্যন্ত টিকে আছে বাদল নামটাই। বাদল জানতো ৭২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত খবর কেউ মনে রাখেনি। পুলিশ রেকর্ডে রেখেছে, এখন খোঁজার গরজ নেই। অবশ্যি এসব কথা বুঝতে পেরেছে এত বছর পর, যখন যাযাবর জীবনের প্রতি আসক্তিই জন্মে গেছে। নইলে ফিরে গেল না কেন? যায়নি তার একটি যুক্তি হলো: পরিচিত পরিবেশ মানেই হুলিয়া রয়েছে মাথায়। অপরিচিত জীবনে অন্তত তা নেই। আর যাবেই বা কোথায়! পুরানো লোকরা কেউ তাকে মনে রাখেনি।

যখন যাযাবর জীবনে ক্লান্তি আসে তখন বিদেশে পালিয়ে যেতে চায়। যার লোভে পরিচয় ঘটলো রুমানার সঙ্গে। যার সূত্র ধরে আজ সবকিছু পাল্টে যেতে বসেছে। দশ বছরে এমন ভয় বাদল পায়নি। এখন বুঝতে পারছে রুমানা তার আসল নামটা জানলো কিভাবে। জেনেছে আগেই। পুরো ঘটনাটাই রুমানার ফাঁদ।

এখন আবার পালাবে বাদল। কিন্তু এবার পালানো খুব সহজ হবে না। নতুন করে পুরানো ফাইল বের হবে। পুলিশ নতুন সূত্র ধরে নতুন পরিচিত মহলটার সূত্র ধরে টান দেবে।

ঠিক করলো পালাবে না। ৭১ সালে পালানোটাই ভুল হয়েছিল। এবার মুখোমুখি হবে সে। দেখবে রুমানা কি করতে চায়। এবার বাদল চাল দেবে প্রথমেই নয়, রুমানার চালটা দেখে। তার হারাবার কিছুই নেই। তবে ভয় কিসের?

রোববার।

আগামীকাল নার্স সাপ্তাহিক ছুটিতে যাবে সেটা মনে করিয়ে দিল। বারান্দায় রুমানার মুখোমুখি হলো। বেশ টেনশনে আছে। চোখের কোলে কালি, বোঝা যায় রাতে ঘুমায় না।

হাসলো বাদলের দিকে তাকিয়ে। উত্তরে বাদলও হাসলো একটু। আস্তে করে বললো রুমানা, 'রাতে এসো গেস্ট হাউসে, এগারোটায়।'

'ঠিক আছে,' বাদল বললো।

ওর প্রতি সামান্যতম আসক্তি আর অবশিষ্ট নেই। এখন বাদল চায়ঃ হয়ে যাক এস্‌পার ওস্‌পার।

রাতে চৌধুরীকে শুইয়ে দিয়ে এসে কটেজের ঘরে বসলো। খুঁটিনাটি কাজ করলো, অপেক্ষা করলো নটার জন্যে। আটটার দিকে প্রণব রায়ের কাছে বলে প্ল্যানটেশনের নৌকা নিল রাতে মাছ ধরবে বলে। মোটর বসানো নৌকা। নটা বাজার আগেই কটেজের পেছন দিকে নদীতে গিয়ে চালু করলো নৌকা। গুটগুট করে অন্ধকারে এগিয়ে গেল গেস্ট-হাউসের দিকে। নৌকায় আসে আদিল। সুজানিয়া গ্রাম এই নদী দিয়ে এলে খুব কাছে। হিসেব করেই ওখানে আস্তানা নিয়েছে আদিল। গেস্ট হাউসের কাছে আসতে কানে এলো রুমানার ঘর থেকে ভেসে আসছে শালি বেসীর গান। রুমানা এসে গেছে।

নৌকাটার স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে স্রোতের টানে এগিয়ে এসে পারে ভিড়ালো। একটা পাথরে বাঁধলো নৌকাটা। এগিয়ে

গেল। গেস্ট হাউসের রুমানার সেই ঘরটার নিচে দাঁড়ালো। একটা থামের গায়ে আংটা লাগালো। ওটা ল্যাডার। বেয়ে উঠে এলো উপরে। দরজায় নক করলো।

দরজা খুললো। সেই চোখ, সেই মোহন হাসি যা বাদল-কে পাগল করে। সেই শরীর। সিলক ড্রেসিংগাউন গায়ে জড়ানো, ভেতরে কিছু নেই, শুধু মাতাল করা গন্ধ। ···ওর কোন ফন্দি আছে, বুঝলো বাদল।

ঘরের ভেতরটায় এই প্রথম এলো। চারদিকে বই-এর র‍্যাক। ভারি কার্পেট বিছানো। পর্দা টানা জানালার পাশে রকিং চেয়ার। ঘরের মাঝখানে ডিভান, একপাশ সোফা দিয়ে সাজানো। বোঝা গেল রুমানা ডিভানে বসেছিল। পাশের টিপয়ে ওয়াইনের বোতল। পান শুরু করে দিয়েছে আগেই রুমানা। বাদলের দিকেও এগিয়ে দিল। একটা গবলেট। বললো, 'ইচ্ছে করলে তুমি হুইস্কিও নিতে পারো। ওখানে আছে।'

ওয়াইনেই চুমুক দিল বাদল। হাসলো রুমানা। বাদল চারদিকটা দেখছে। রুমানা বললো,'এটা ছিল চৌধুরীর স্টাডি, সুন্দর করে সাজিয়েছিল। সবকিছু পাবে।···এখন আমার।'

উত্তর দিলো না বাদল।

'ওখানে কেন, ডিভানে এসো।' রুমানা বললো, ডিভানে কাত হয়ে বসে, 'আমাকে আদর করবে না?' সিল্কের ড্রেসিং গাউন থেকে সাদা উরু বেরিয়ে এসেছে।

'ভান করে কি লাভ, রুমানা?' একদৃষ্টিতে ওর মোহিনী শরীরের দিকে তাকিয়ে বললো বাদল।

চমকে গেল রুমানা। তার দৃষ্টি স্থির হলো। জিজ্ঞেস করলো, 'একথা কেন, বাদল?'

'সুজানিয়াতে সারাদিনের আদরের চিহ্ন নিশ্চয়ই শরীর থেকে এখনো মুছে যায়নি।'

কঠিন হলো স্থির দৃষ্টি। ডিভানে উঠে বসলো। বললো 'তুমি আমার ওপর নজর রেখেছো?'

'নজর— নিশ্চয়ই নয়। প্রেমিকের স্বাভাবিক কৌতূহল। বাদল বললো, 'জেলাস প্রেমিক বলতে পারো।'

'আমি গোয়েন্দাগিরি পছন্দ করি না।'

'আমিও না। এখানে আসার আমার একটিই আকর্ষণ ছিল, তা হলে তুমি। কিন্তু এখানে এসে দেখি তোমার আসল প্রেমিক আমি নই। তাই জানতে কৌতূহল হলো। আবিষ্কার করলাম জাহাঙ্গীর আদিলকে, সুজানিয়াতে।'

'ও যে আদিল তা কে বললো?' উঠে বসেছে রুমানা।

'ওকে অনেকেই চেনে। সত্যি, তোমার পছন্দ আছে বটে!'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। বাদল, আদিল কিন্তু ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কোন কলগার্লকে খুন করেনি।' রুমানার ঠোঁটের কোণে হাসি, 'পলাতক আসামীও নয়।'

'বীরেনদাকে জিজ্ঞেস করলে উনি সব বলতে পারতেন। জয়া সব কথা জানে না। হীরের দুলের লোভে সবটুকু সে তোমাকে বলেনি।' বাদল বললো, 'খুনটা আমি করিনি।'

'আমি জানি তুমি করেছো,' রুমানা বললো। 'ক্যাপ্টেন রফিককে মনে আছে? যুদ্ধের সময় তোমাদের সঙ্গে ছিল। ও

এখন চাকুরি ছেড়ে ব্যবসা করে। আমার বন্ধু। প্রেমিকও বলতে পারো। ওর সঙ্গে একদিন তোমার দোকানে গিয়েছিলাম মাস দুয়েক আগে। দূর থেকে তোমাকে দেখে ও কেটে পড়ে। বলে তুমি ওর পরিচিত। ওকে দেখলে ভয় পেতে পারো। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন? ও বলতে চায়নি, তোমার জন্যে খুব ফীল করছিল। পরে পুরো ঘটনাটা আমাকে বলে।'

'তখন থেকেই আমাকে টার্গেট করেছিলে?'

'নইলে তুমি কি করে বিশ্বাস করলে আমি সুদর্শন এক দোকানদারের প্রেমে পড়বো—' রুমানা হাসলো। 'আমার দিকে কেউ ফিরে তাকায় না এমন অবস্থা তো এখনো হয়নি, কি বলো?'

'ক্যাপ্টেন রফিক বিশ্বাস করেন আমি খুন করেছি?'

'মনে নেই রফিক কি মনে করতো,' রুমানা বললো। 'পুলিশকে সব খুলে বললে না কেন তখন?'

'পুলিশ বাহিনীর লোকেরা বেশির ভাগ তখন বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধে ছিল। যারা সহযোগী ছিল পাকিস্তানীদের, তারা পালিয়েছে।' বাদল বললো, 'নালিশ করতে হলে ইউনিটে ফেরত যেতে হতো। সেখানে সব প্রমাণ আমার বিরুদ্ধেই। তারপর একদিকে জেনারেল, অন্যদিকে একজন সাধারণ এফ এফ। তাছাড়া ওরা বিদেশী, অতিথি। ওদের জেনারেলের সম্মান রাখতে ওরা আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দিত।'

'তুমি ঠিকই অ্যানালাইজ করতে পারো পরিস্থিতি,' রুমানা বললো। 'আমি এখন তোমাকে ধরিয়ে যে দেবো না,

তাও নিশ্চয়ই অ্যানালাইজ করতে পেরেছো। তার শর্তও বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়…'

'চৌধুরীকে ফেলে দিতে হবে?' বললো বাদল, 'আমি তোমার কথা শুনছি না। আচ্ছা, জাহাঙ্গীর আদিল তো এ খুনটা করতে পারতো সহজেই। সেটা করালে না কেন?'

'আদিলের মাথায় বুদ্ধি নেই। ওকে দিয়েই হবে ভেবেছিলাম প্রথমে। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার ব্যাপারটা অনেকেই টের পেয়ে যায়। কিছু ঘটলে আমিও জড়িয়ে যেতাম।'

'চৌধুরীকে তুমি শেষ করবেই?'

'তাছাড়া উপায় কি বল? আমি এখান থেকে বেরুতে চাই এবং টাকা পয়সাও চাই। এ ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারি না।' রুমানা একটু ভেবে বললো, 'তুমি রাজি হলেই কিন্তু আমরা দুজনই মুক্তি পাই।'

'তা হয় না। অন্য লোক দেখো। রিয়া এলেই আমি বিদায় নেবো।'

'আমি যেতে বললেই তুমি যাবে—তার আগে নয়।'

'তবে আমাকে রেহাই দিয়ে দাও।'

'ভেবে দেখতে হবে,' রুমানা বললো। 'গুড নাইট।'

ঘুরে দাঁড়ালো বাদল। রুমানা ডিভানে শরীর এলিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবছে। বাদল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'রুমানা, রিয়া এলেই আমি যাবো। আমাকে আটকাতে চেষ্টা করলে আমি সবাইকে বলে দেবো তোমার প্ল্যান। সবাই বোঝে তুমি কিছু করছো, বলে না সঙ্কোচে। কথা একজন

উঠিয়ে দিলে তোমাকে কেউ রেহাই দেবে না। একটু ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিও।'

উত্তর দিল না রুমানা। ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে। বাদল ঘর থেকে বের হয়ে এলো অন্ধকারে। মই বেয়ে নিচে নেমে উঠলো নৌকায়।

পরের দিন নার্স আশার ছুটির দিন। সকালে লুৎফিবু দেখাশুনা করছিল চৌধুরীকে। রুমানা তার ঘরের দরজা খোলেনি। লুৎফিবু কিছু বলতে চাইলো ইঙ্গিতে। শুনলো কি শুনলো না বাদল।

সকালে যখন বাগান দিয়ে ঘুরছিল চৌধুরীর চেয়ার ঠেলে তখন বারান্দায় দেখা গেল রুমানাকে। না দেখার ভান করলো। দুপুরে খাবার ঘর থেকে বেরুবার সময় বারান্দায় দেখা। রুমানা বললো, 'কাল তোমার যেতে হবে চট্টগ্রাম, রিয়াকে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে। তোমার অসুবিধে নেই তো?'

'না, নেই।'

ভাবলেশহীন মুখে তাকালো রুমানা। 'কাল তোমার কথা ভেবে দেখলাম। তুমি না থাকতে চাইলে যেতে পারো, আমি বাধা দেবো না।'

'তোমার দয়া,' বললো বাদল। 'আমি চলে যাবার পর যদি

অ্যারেস্ট হই তবে জেলখানায় ডাঃ বড়ুয়াকে ডেকে নিয়ে সব বলবো।'

'এত ভয় আমাকে?' আড়ষ্ট হাসি হাসলো রুমানা। কঠিন মুখে। একটু থেমে বললো, 'তুমি যেতে চাও পরশু দিন?... না, তা হয় না। আমাকে কয়েকদিন সময় দিতে হবে। অন্তত এক সপ্তাহ। এর মধ্যে আর একজন লোক রেখে নিতে হবে।'

একটু চিন্তা করলো বাদল। 'ঠিক আছে,' বলে চলে যেতে চাইলো।

'শোন, বাদল!' রুমানা ডাকলো, 'এতদিন আমাদের মধ্যে যা ঘটলো তা ভুলে যেতে চেষ্টা করবো। আমার অন্য সমস্যা না থাকলে একজন মেয়ে হিসেবে অবশ্যিই বলতাম, তোমার সঙ্গ আমার ভালোই লাগতো!'

একটু ভালো করে দেখলো রুমানাকে। চোখে চোখে তাকালো। বললো, 'ধন্যবাদ।'

বই পড়ে শোনানোর সময় হাশিমুদ্দীন চৌধুরীর চোখে আশ্চর্য উত্তেজনা আর আনন্দ দেখতে পেল বাদল। বুঝলো খুশির কারণ: মেয়ে আসছে। এক দিনেই এর প্রতি একটা মায়া পড়ে গেছে, ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু উপায় নেই। ওর মেয়ে এসে গেলে অবশ্যি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে বাদল। রিয়ার জন্যে হয়তো এ লোকটা বেঁচেও যেতে

পারে রুমানার হাত থেকে—যদি রিয়া বুদ্ধিমতী হয়, সব বোঝার ক্ষমতা থাকে।

বইয়ে মন নেই চৌধুরীর। বই বন্ধ করলো বাদল। বললো, 'আপনি খুশি হয়েছেন এতদিন পর মেয়ে আসছে বলে। উনি এলেই আমি বিদায় নেবো। আমার হঠাৎ কিছু কাজ পড়ে গেছে। ভেবেছিলাম এখানে বসে আমার বইটা শেষ করবো। তা আর হলো না।'

বুড়ো প্রথম বিমর্ষ হলেও বাদল কথায় কথায় তার জীবনের স্বপ্নের কথা বলে গেল। তাতে চৌধুরীর চোখেমুখেও ফুটে উঠলো আলো। অথচ বাদল জানে সে যা বলছে এগুলো তার একান্ত স্বপ্নই। যে স্বপ্নের সঙ্গে জীবনের কোনো মিল হয়নি।

রাতে চৌধুরীকে শুইয়ে দেবার সময় রুমানা এসে সাহায্য করলো। শুইয়ে দেবার পর বললো, 'আপনি কটেজে যেতে পারেন। আমি নার্সের ঘরে থাকবো আজ রাতে। অসুবিধা হবে না।'

সন্দেহ হলো। কিসের যেন গন্ধ পেল বাদল। বললো, 'আমি একটু কক্সবাজার যাবো, যদি আজ রাতে আমাকে না লাগে। বীরেনদার সঙ্গে একটা জরুরী কথা বলা প্রয়োজন।'

'যেতে পারেন,' রুমানা বললো। 'গাড়ি লাগবে?'

'প্রণব রায়ের জীপটা নেবো।' বলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

কটেজে যাবার পথে মনে হলো আজ রাতই রুমানার

শেষ সুযোগ। রিয়া এসে গেলে অসুবিধা হবে। নিশ্চয়ই আজ রাতে ও কিছু একটা শয়তানি করবে। কি করতে পারে?

নয়টার মধ্যে লুৎফিবু ঘুম দেবে। চৌধুরীর পাশের ঘরে থাকবে রুমানা।

বাদল কটেজে গেল না। অন্ধকার ঝোপের ভেতর দিয়ে আবার ফিরে চললো চৌধুরীর ঘরের দিকে। চুপ করে বসে রইলো একটা ঝোপের ভেতর। চোখ চৌধুরীর ঘরের দিকে।

বারান্দার লাইটটা নিভিয়ে দিল রুমানা। বন্ধ করলো চৌধুরীর ঘরের দরজা। বারান্দায় উঠে এলো বাদল পা টিপে ত্বরিত গতিতে। পাতাবাহারের টবটা ঠেলে দিল জানালার দিকে। ঘাপটি মেরে বসলো ঝাড়ের আড়ালে। চোখ রাখলো জানালায়। ফিরে দাঁড়িয়েছে রুমানা। টব সরানোর শব্দটা কানে গেছে! নিঃশ্বাস বন্ধ করলো বাদল। না, সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলেছে রুমানা।

'আমি আলো নিভিয়ে দিচ্ছি—'রুমানা বলছে চৌধুরীকে 'তোমার প্রিয় বেটোফেন দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা কর। আমি কিছুক্ষণ বই পড়বো বিছানায় শুয়ে।' রুমানা রেডিওগ্রামে রেকর্ড চাপালো। আলো নিভিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে আলো জ্বলছে। চুপচাপ তিন মিনিট বসে রইলো বাদল। না, ও পাশে নেই কোনো সাড়াশব্দ। ভাবলো এখানে বসে থেকে লাভ নেই। উঠতে যাবে, এমন সময় খুট করে শব্দ হলো। নার্সের ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলে বেরুলো রুমানা। মৃদু পায় দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

যাচ্ছে গেস্ট হাউসে। ঘরের আলো জ্বলছে। চৌধুরী মনে করছেঃ রুমানা বই পড়ছে।

গেস্ট হাউসের দিকে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে এগিয়ে গেল বাদলও। বাদল গেল নদীর ধার ঘেঁষে। দেখলো অন্ধকারে দাঁড় বাওয়া নৌকাটা বাঁধা। মোটর লাগানো আছে। কিন্তু যাত্রী নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে এসেছে। গেস্ট হাউসের নিচে এসে দাঁড়ালো বাদল।

'তুমি বাইরে ব্যালকনিতে বসে কি করছো?'

উপরের ব্যালকনিতে রুমানার কণ্ঠস্বর, 'কেউ তোমাকে দেখে ফেলতে পারতো—সবাই তোমাকে চেনে।'

'যা গরম, ঘরে বসা যায় না।'

'পাখা তো ছিল।'

'পাখা টাখায় হয় না, জানোই তো আমার গরম বেশি।' বাদল বুঝলো এই গোঙানো ভারি গলা আদিলের।

'চল, ঘরে বসা যাক, কথা আছে।' রুমানার চাপা গলা।

'তোমার আবার কথা!' একইভাবে আদিল বললো, 'বিরক্ত ধরে গেল। বিছানায় নিয়ে খালি ফিস ফিস প্ল্যানের পর প্ল্যান। প্ল্যান না করে কাজের কথা বলো।'

'রিয়া কাল আসছে! ও না এলে কাজটা হবে কি করে শুনি?'

'কাজটা তবে বুধবারেই...'

'না, না। আগে ওর সঙ্গে বাদলের পরিচয় হোক।' রুমানা বললো, 'নার্সকে বসিয়ে রেখেছি, বলেছি শুক্রবার থেকে ছুটি

দেয়া হবে।'

'ধ্যাত্তোরি! এত হিসেব করলে এসব কাজ হয় না।'

'আদিল, আমি অযথা ঝুঁকি নিতে রাজি নই।' রুমানা বললো, 'শুক্রবার রাত নটায় তুমি আসবে, কাজটা শেষ করবে—তার আগে এদিকে উঁকিও দেবে না। বুঝতে পারলে?'

'পেরেছি, পেরেছি! খালি বক বক! টাকাটা?'

'পাঁচ হাজার তো কদিন আগেই দিলাম…'

'ও টাকায় আমার কি হয়?' আদিল বললো, 'পাঁচ লাখ টাকা দিবি, আমি কাজ সেরে পালাবো। তুই হারামজাদি যদি চালাকি করতে চেষ্টা করিস তবে তোকেও…'

রুমানা খিল খিল করে হাসতে গিয়ে মুখ চাপা দিয়ে ঘরে গেল। তাকে অনুসরণ করলো আদিল। বাদল মই বেয়ে উঠে গেল ব্যালকনিতে। ওদের পুরো পরিকল্পনা জানতে হবে। প্রত্যেকটা কথা শুনতে হবে।

কিন্তু কথা শোনা গেল না। শোনা গেল রুমানার খিক খিক হাসি, আবার আদিলের গোঙানি। হাই-ফাইতে বেজে উঠলো বিদেশী গান। ওরা এখন কথা বলবে না। জান্তব উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠছে রুমানা।

রাত একটার দিকে রুমানাকে দেখা গেল ভিলায় ফিরতে। একটু আগে নৌকাটা চলে গেছে। রুমানার মুখে সিগারেট। কণ্ঠে অনেক পুরানো একটা গানের কলি: 'থ্রি কয়েনস ইন

দা ফাউন্টেইন...' চলাটা শিথিল।

বারান্দা দিয়ে ঘরে উঠে গেল। নার্সের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বন্ধ করে দিল একটু শব্দ করেই। খানিক পরে লাইটও নিভলো। এক রাতের জন্যে অনেক হয়েছে ভেবে ঝোপের আড়াল থেকে উঠতে যাবে বাদল ঠিক তখনই দেখলো: জ্বলে উঠলো আলো চৌধুরীর ঘরে।

জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে চৌধুরীকে। এখনও জেগে। ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে রুমানা: পরনে স্বচ্ছ গোলাপী ঘুমের পোশাক। সামনের ফিতে লাগায়নি। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। চোখে মুখে ক্ষ্যাপামি। বেহেড মাতাল অবস্থা। চুলে আঙ্গুল চালিয়ে মেলে দিতে দিতে হাসছে রুমানা। অদ্ভুত,বর্ণনাতীত সে-হাসি।

'কি, জেগে আছো?' রুমানা বললো, 'কি জন্যে জেগে আছো? জানতে চাইছো কোথায় গিয়েছিলাম এত রাতে?' ছাই ফেললো রুমানা কার্পেটে, বড় করে টান দিয়ে আঙ্গুলে নিলো সিগারেটটা। বললো, 'কতদিন কথা বলি না তোমার সঙ্গে। সুযোগ কোথায়? হয় নার্স না হয় ডাক্তার কাছে থাকছে। তোমাকে এমন একা একটু পাওয়া যায় না। হাজার হলেও আমরা স্বামী-স্ত্রী। হয়তো তোমার কিছু করার না থাকলেও দেখতে ইচ্ছে করতে পারে আমার শরীরটা! ইচ্ছে করে না?' হাসলো রুমানা। ঘুমের পোশাকের ভেতর থেকে পা'টা বের করলো, 'দেখ,এখনো সুন্দর। এখনো কারো স্পর্শ চায়। আরওদেখবে? দেখে কি হবে? মনে আছে বিয়ের

প্রথম প্রথম তুমি কতভাবে দেখতে আমাকে, শুধু দেখে শখ মিটতো না ···পোলারয়েড ক্যামেরা আনিয়েছিলে ···ছবি তুলতে আমার। কতো ভাবে কতো ছবি !···আসলে বিয়েটাই আমাদের ভুল হয়েছিল। তুমিও বুঝেছিলে আমিও। তোমার সৌন্দর্যের মোহ কেটে গিয়েছিল। তুমি তো নান্দনিক মানুষ। পেইন্টিং দেখতে ভালোবাসতে, ভাস্কর্য দেখতে ভালোবাসতে, আমাকে দেখতে ভালোবাসতে। কিন্তু আমি রক্তমাংসের মানুষের, পাথর তো নই। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তোমার টাকা। দেখো তো, তোমার সব কিছুই হিসেবী। আমার প্রতি আকর্ষণটাও। তোমার নান্দনিক ভালবাসা আমার উপর আরোপ করতে চাইলে। আমার জাগতিক চাহিদাকে হেয় করতে চাইলে। তখন জিজ্ঞেস করার সাহস পাইনি, এখন পারি। আমি তো তোমার টাকা ইচ্ছে মতো খরচ করার অধিকার পেলাম না-! তোমার ইচ্ছে মতো তা হতো। হানিমুনে গিয়ে ফ্রান্সে একটা পোশাকও তো আমার ইচ্ছে মতো হলো না, হলো তোমার ইচ্ছে মতো। রেস্তোরাঁয় অর্ডার কোনদিন আমি দিইনি, দিয়েছো তুমি। আমি তোমার জন্যে টাই কিনেছিলাম, তুমি হেসে বলেছিলে ওটা পরতে হলে তোমাকে হলুদ স্যুট কিনতে হবে। আমার বয়স কত ছিল ? আমার শরীর নিয়ে খেলতে, আমি উত্তেজিত হলে বলতে এটা জান্তব। আমি প্রথম প্রথম নার্ভাস হলেও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তোমার আসল ভয় ছিল আমার শরীরের চাহিদাকে। নার্ভাস তুমি ছিলে বেশি। সহজ বন্ধুত্বে সহজ সমাধান

সম্ভব ছিলো। কিন্তু তোমার ভয় তোমাকে উন্নাসিকতা থেকে নামতে দিলো না। ভয়ঙ্কর স্নবারী দিয়ে আমাকে প্রতিপদে বন্দী করতে চাইলে। আমি কিছু চাইনি, হাশিম! চেয়েছিলাম শুধু একটি সিকিউর সামাজিক অবস্থান, একটা সহজ সম্পর্কের মাধ্যমে। তোমাকে আমি সহানুভূতিশীল, স্নেহময় ব্যক্তি হিসেবে চেয়েছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আমি ডিভোর্স চাইলাম। ভাবলাম, বড়লোক মানুষ তুমি, ত্যাগ করলেও কিছু নিশ্চয়ই পাব। অভাবে পড়তে হবে না। তারপর কাউকে বিয়ে করবো ভালোবেসে। তুমি রিয়ার কথা ভেবে, তোমার সামাজিক সুনামের কথা ভেবে, ডিভোর্সে রাজি হলে না। অথচ বিছানা আলাদা করে ফেললে, আমার চাহিদাকে জান্তব বলে।' সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়ালো কার্পেটের উপর। এখন হাসছে না রুমানা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে চাহনি।

'তুমি আমার ওপর নজর রাখতে শুরু করলে। সেলিম আমার প্রেমিক ছিল, তাতে কোনো ক্ষতি হচ্ছিলো তোমার? বাধা দিলে। অজুহাত: রিয়া জানলে কি ভাববে। ভাবলাম সিরিয়াস প্রেমিকে তোমার আপত্তি, পৌরুষে লাগে! সেলিম চলে গেলো আমেরিকায়। আমি প্রয়োজন মতো প্রেমিকদের সঙ্গে সময় কাটাতাম। তাতেও তোমার আপত্তি। একটা জিনিস কোনদিনই মেনে নিলে না যে আমার শরীরের ন্যায্য দাবি থাকতে পারে। এখানেই তুমি ভুল করলে। তুমি উইল করেছিলে আমার প্রতি সুবিচার করেই। একদিন বললে, উইল পালটে ফেলবে যদি প্রেমিকদের সঙ্গে রাত্রি-যাপন ত্যাগ

না করি। বুঝলাম উইলে আমার জন্যে বরাদ্দ হবে অন্যান্য-কর্মচারীদের মতো—একটি অংশ। নিরামিষ জীবন আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথচ টাকাও চাই। এ ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, হাশিম? অন্য যে কেউ হলে যা করতো, আমিও তাই করেছি।'

রুমানা আবার হাসছে। আয়নায় নিজেকে একবার দেখলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি ভাবছো তোমার যা হয়েছে তার জন্যে দায়ী নিয়তি? যদি তুমি আমাকে তোমার নিয়তি মনে করো তবে ঠিক আছে। আজ সব কথা বলতে চাই। দেখতে চাই তোমার মধ্যে কোনো রিঅ্যাকশন হয় কিনা। তাছাড়া তোমার জানা দরকার আমাকে তুমি হারাতে পারোনি তোমার কোটি কোটি টাকা দিয়ে, বিরাট রুচি দিয়ে, লেখাপড়া দিয়ে। তোমার এ অবস্থার জন্যে দায়ী আমি। অবাক হলে না যে! তবে চমকে ওঠো এবার। আমিই তোমার গাড়ির ব্রেক ফ্লুইড বের করে দিয়েছিলাম। পুলিশ ভেবেছিল আপনিই বুঝি ফুটো হয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম রিয়াকে আনতে তুমি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করবে এবং গাড়ি চালাবে প্রচণ্ড বেগে। কিন্তু তুমি মরলে না—যেন তোমার এক-গুঁয়েমী। পঙ্গু হয়ে গেলে অথচ মরতে চাইলে না। এইটুকুই তোমার জিৎ।…কি, এত নির্বিকার আছো কি করে? আমার একটা শখ আছে: তোমার নির্বিকার ভাব ঘোচানো! আমার পোষা জানোয়ারটাকে তো চেনো—আদিল? তোমাকে একদিন চেয়ারে বসিয়ে রেখে ওর সঙ্গে তোমার বিছানায়…'

খিল খিল করে হাসলো রুমানা, 'ও একটা রাক্ষস, তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। গা ভরা গরিলার মতো লোম। ওকে আসলে আল্লাহ গরিলা বানাতে গিয়ে মানুষ বানিয়ে ফেলেছে। তোমার তো ছবি তোলার বাতিক ছিল। তোমার ইচ্ছে হবে ছবি তুলতে। বিউটি অ্যাণ্ড দ্য বীস্ট! কিন্তু আর সময় নেই। আমরা তো ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি এসে গেছি। এখন শখটখ চলে না।'

অবাক হয়ে দেখছে হাশিমুদ্দীন চৌধুরী রুমানাকে। যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। লোকে যেমন ভয়ঙ্কর বিষধর অথচ সুন্দর সাপের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। বাদলও দেখছে, শ্রবণ সজাগ, প্রতিটি অনুভবকে সজাগ করে।

'অমন করে তাকিয়ে দেখছো কি? ভাবছো উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকলে চাবুক মারতে? না, কিছুই করার নেই তোমার। উইল পাল্টাতে পারোনি। তিন ভাগের এক ভাগ আমি পাবো। কিন্তু আমি যে পুরোটা চাই। না, রিয়া কিছুই পাবে না। সবই আমার। রিয়া এখানে আসবে আগামীকাল। মারা যাবে আগামী শুক্রবার রাতে। কি, চমকে গেলে তো? মারা যাবে তোমার প্রিয় নতুন চাকরটা, বোকা গাধা সাইদ হাসানের হাতে।'

স্তব্ধ বাদল।

নড়ে উঠলো কি চৌধুরীর ভ্রূ? ঠোঁট? চোখ দুটো অস্থির হয়ে উঠলো। হাসলো রুমানা। হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লো চৌধুরীর মুখের দিকে। বললো, 'আমি মাতাল কিন্তু প্রত্যে-

কটা ঘটনা সত্যি সত্যি বর্ণনা করছি। মাতলামি ইচ্ছে করলে মনে করতে পারো। হ্যাঁ, শুক্রবার রাতে। তুমি কি জানো, সাইদ হাসান ওরফে বাদল একজন খুনী, একজন ফেরারী আসামী? এখানকার কেউ জানে না, কিন্তু জানবে ও এক-জন বাতিকগ্রস্ত খুনী। ম্যানিয়াক। দশ বছর আগে একটি মেয়েকে রেপ করে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুন করেছিল। আমার এক পুরানো প্রেমিক ওকে চিনে ফেলে। আমি ঢাকা গিয়ে বাহাত্তর সালের পত্রিকা খুঁজে ওর পরিচয় ভালো করে বের করে নিয়েছি। একজন খুনে দরকার ছিল আমার। বোকা গাধাটা মনে করলো আমি ওর প্রেমে একেবারেই কাতর হয়ে গেছি। টুঁ শব্দ না করে চাকরী করতে চলে এলো।'

বিছানায় বসলো রুমানা। পা'টা বের হয়ে আছে, হাত কোলে জড়ো করা, চোখে পাগলামি। 'প্রথমে ভেবেছিলাম খুন করাবো আদিলকে দিয়ে। আদিলকে পিক করি খুনে টাইপ দেখে। খুন আদিলও করেছে। কিন্তু পুলিশের রেকর্ডে আদিলের নাম নেই। তাছাড়া ও আমার অনেক কিছু জানে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে অনেক কিছু বলে দিতে পারবে। আমি-ও জড়িয়ে যাবো। সেজন্যেই একজন বুদ্ধিমান খুনেই ভালো। যে জানে কিভাবে গা ঢাকা দিতে হয়। অবশ্যি লোকটা মনে করে আমি তোমাকে মারতে চাই। তোমাকে মারলে আমার লাভ, টাকাটা এখনই পাই। কিন্তু ও বোঝে না না মারলেও টাকা-টা আমি পাবোই। কারণ তুমি তো উইল বদলাতে পারবে

না কোনদিন। শুধু আগে পাবার জন্যে এতবড় রিস্ক কেউ নেয় নাকি? কিন্তু রিয়াকে মারলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা পড়ে। এক; পুরো সম্পত্তির তখন আমিই হবো মালিক। দুই, তুমি ছটফট করে তখনই মারা যাবে, নয়তো দুঃখে দু'মাসের মধ্যে। কি মারা যাবে না?'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো রুমানা। পাশের ঘরে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার এলো। ঠোঁটে আর একটা সিগারেট। লাইটার দিয়ে আগুন ধরালো। নাটকীয় ভাবে পায়চারি করে কি যেন ভাবলো। তারপর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'খুন আসলে করবে আদিল। বিউটি অ্যাণ্ড বীস্টের লীলা দেখার সৌভাগ্য তোমার না হলেও আরও চমৎকার একটা দৃশ্য তুমি দেখবে, তোমার সামনেই ঘটবে পুরো নাটক। লুৎফিবু তো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে দেয়া হবে ঘুমের বড়ি। নার্সের ছুটি মঞ্জুর করেছি। আমি যাবো গান শুনতে গেস্ট হাউসে—রিয়াকে রেখে যাবো নার্সের ঘরে। তখনই আসবে আদিল। রাক্ষসটাকে দেখে চমকে উঠবে রিয়া। আর আদিল চেপে ধরবে রিয়াকে। রেপ করে টিপে ধরবে টুঁটি। অসুরের শক্তি আদিলের গায়। একটি শব্দ করার অবসর পাবে না রিয়া। তুমি শুধু দেখবে। দেখাটা তোমার দরকার। যেমন পুরো ঘটনাটা তোমাকে জানানোও দরকার ছিল। মাতলামি করে নয়, ইচ্ছে করেই জানালাম কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তোমার চোখের সামনে। আগামী চার দিন তুমি আতঙ্কে থাকতে থাকতে অর্ধেক মরে যাবে। ভেবে

দেখো, ঘটনাটা কি ঘটছে তুমি জানো অথচ বলতে পারছো না। হয়তো একই সময় মারা যাবে তুমি আর রিয়া। আমি কিছুক্ষণ পর এসে পুলিশে খবর দেবো। পুলিশ সন্দেহের বশে কয়েকজনকে গ্রেফতার করবে। তার মধ্যে থাকবে বোকাটা। পুলিশ শক্তিশালী লোক খুঁজবে। বাদলের শরীরটায়ও কম শক্তি নেই। তারপর বেরিয়ে পড়বে খুনের রেকর্ড। ওর কোনো কথা আর শুনবে না পুলিশ। হত্যার মোটিভও দেখবে না। ও তো পারভার্টেড খুনী!

'তোমাকে তো এখনই মেরে ফেলতে পারি,' রুমানা হুইল চেয়ারের কুশনটা তুলে নিয়ে বললো। 'এ বালিশটা তোমার মুখে চেপে ধরলেই তো মারা যাবে। কিন্তু শকে মৃত্যুই সবচে স্বাভাবিক। আর মাত্র চারদিন। তুমি রিয়াকে সাবধান করতে চাইবে, পারবে না, কি মজা! আমি এতদিন অপেক্ষা করছি এ দৃশ্য উপভোগের জন্যে। তারপর কি তুমি বেঁচে থাকতে পারো? যদি থাকো তবে তোমার বিছানায় তো-মার সামনে ওই লোমশ জানোয়ারটার সঙ্গে খেলা দেখাবো। জানোয়ারটা আবার নরম বিছানা পছন্দ করে না। হয়তো আমাকে নিয়ে ফেলবে এই মেঝেতে। উহ্, এখনি আবার যেতে ইচ্ছে করছে গেস্ট হাউসে! না, আজ আর না। অনেক সময় পাওয়া যাবে, সারাদিন সারারাত সারাবছর…আলো নিভিয়ে দেবো? কি করবে আর, অন্ধকারে বসে বসে ভাবো দৃশ্যগুলো। একা একা নিঃশব্দে শেষ হয়ে যাও।'

আলো নিভে গেল। হাসতে হাসতে পাশের ঘরে গেল

রুমানা !

দরদর করে ঘামছে তখন বাদল ।

দুই

চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে বাদল। বেশ গরম পড়েছে। রাতে ঘুম হয়নি। ভোরেই রওনা হয়েছে চৌধুরী প্ল্যানটেশন থেকে, রওনা হবার আগে গিয়েছিল চৌধুরীর ঘরে। ঘুম হয়নি রুমানারও। সে আগেই উঠেছে। চৌধুরীর চেহারা দেখে চমকে উঠলো বাদল। এত অসুস্থ হয়ে গেছে মানুষটা একরাতে। রুমানাকে বললো, 'কি হয়েছে ওঁর— ডাক্তারকে খবর দেব?'

'না, ও কিছু নয়,' রুমানা নির্বিকার বললো। 'রিয়ার জন্যে বেশি ভাবছেন, মেয়েকে দেখলেই ঠিক হয়ে যাবে। রিয়া এলেই ডাক্তার আসবে বলে গেছে। তাছাড়া···এসব চিন্তা আপনার নয়।'

বিছানা থেকে তুলে চেয়ারে বসালো চৌধুরীকে।

'আপনি রেডি?' রুমানা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ,' বাদল বললো। 'আমি একাই যাবো?'

'হ্যাঁ,' রুমানা বললো। 'আমি যেতে পারতাম—কিন্তু এদিকটা গোছাতে হবে।'

চৌধুরীর দৃষ্টিতে আর ভাষা নেই। বাদলের দিকে যেভাবে তাকালো তাতে বোঝা যায় গত রাতে বাদল সম্পর্কে ধার-

তাও পালটে গেছে। অথবা বাদল সম্পর্কে ভাবছে না। রুমানার পৈশাচিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে—লোকটা মারা যাবে অথবা পাগল হবে। পাগল হলেও তা প্রকাশ পাবে না।

একপাশে দাঁড়িয়ে বাদল ভাবছিল, গতরাতে রুমানার কথাগুলো শুনে ফেলে তার দায়িত্ব বেড়ে গেল। রুমানার পুরো পরিকল্পনা জানিয়ে দেয়া যায় ডাক্তারকে। তারপর পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আগে পালিয়ে গেলে পুরো পরিকল্পনা বাতিল হবে। কারণ রুমানার পরিকল্পনা নির্ভর করছে তার ভিলায় থাকার উপর। বাদলকে থাকতে হবে ভিলায়। শেষমুহূর্তে জানাবে সে কক্সবাজার যাচ্ছে। তখন অন্য কিছু ঝট করে করতে পারবে না। নাকি সোমবার চলে যাবে বাদল? ডাক্তারকে এখন সব না জানিয়ে গিয়ে চিঠি দিলেই হবে। নইলে ডাক্তার পুরো ঘটনা পুলিশকে জানালে পুলিশ বাদলকে আটক করবে।

আসলে কি করবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না বাদল। তবে সে চায় রিয়া বেঁচে যাক, অথচ নিজে যেন কোনো ফাঁদে না পড়ে।

প্লেন এসেছে। যাত্রীরা নেমেছে, অনেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছে—যাদের লাগেজ নেই। রিয়া আসছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট থেকে। নিশ্চয়ই মালামাল আছে, বের হতে সময় লাগবে। চিনবে কি করে রিয়াকে?

বাদলকে একা পাঠানোটা রুমানার প্ল্যানেরই অংশ। রিয়ার সঙ্গে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হলে পারভার্টেড হত্যা-

কারীর চরিত্রটা স্পষ্ট হয়।

একবারেই চিনতে পারলো। অনেকের মধ্যে দেখে একজন-কেই বেছে নিলো। গায়ের রঙ বিদেশীদের মতো, লালচে শেডের চুল, বড় চোখ, চোখে কৌতূহল, মাঝারি গড়ন, প্যান্ট শার্ট পরনে—চোখে পড়ার মতো সুন্দরী। হয়তো সুন্দরী বলেই চোখে পড়লো।

এগিয়ে গেল বাদল।

মেয়েটি চারদিক দেখে নিয়ে একটু হতাশ হলো যেন। দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আপনি রিয়া?'

চমকে তাকালো মেয়েটি। ইংরেজীতে বললো, 'আর আপনি হলেন সাঈদ হাসান বাদল, ঠিক কিনা!'

অবাক হয়ে হাসতে হলো বাদলকে। বললো, 'কি করে বললেন?'

'লুৎফি ফুপিকে জানেন না!' রিয়া বললো, 'চমৎকার চিঠি লেখেন— সাহিত্য। আপনার বর্ণনা হচ্ছেঃ হেই লম্বা, গাল ভর্তি দাড়ি…' হাসলো রিয়া, বললো, 'বাবা কেমন আছেন?'

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বেশ সতর্ক ভাবে বললো বাদল।

'আমার ওকে ছেড়ে যাওয়াই ঠিক হয়নি,' রিয়া বললো। 'এখন তো এলাম, আর যাবো না।'

সত্যি বলতে বাদল রিয়ার মুখের ওপর থেকে একমুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি। মেয়েটির তারুণ্য, যৌবন-দীপ্ত,

সহজ সাবলীল ভাব বাদলকে যেন আবিষ্ট করে রেখেছে।

'কি হলো!' রিয়া হাসছে,'আমি কি বন থেকে এলাম নাকি অমন হাঁ করে কি দেখছেন?'

'দুঃখিত,' বাদল বললো। 'মালপত্র?'

'ওই আসছে,' পেছনের পোর্টারকে দেখালো। তার হাতে বড় রকমের স্যুটকেস।

'আমি গাড়িটাকে কাছাকাছি আনছি।' বলে বাদল বের হয়ে গেল রাস্তায়। গাড়ি এনে দাঁড় করালো রিয়ার সামনে। গাড়ির পেছনে তুললো স্যুটকেস দুটো, হাতের ব্যাগটা ভেতরে দিয়ে পেছনের দরজাটা খুলে দিল গাড়ির। রিয়া সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে বললো,'উঠুন। আমি চালাবো।'

পাশের সীটে উঠলো বাদল। গাড়ি চালু করে উজ্জ্বল চোখে বাদলের দিকে তাকিয়ে বললো,'ভয় পাবেন না—আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ব্যাগে।'

প্রথমেই স্পীড দিলো গাড়িতে। লালচে চুল উড়ছে। চোখে মুখে উপছে পড়া খুশির হাসি। কক্সবাজারের রাস্তায় গাড়ি উঠতেই গতি আরও বেড়ে গেল। রিয়া বললো, 'ফিরে এসে কি যে ভাল লাগছে! কি সুন্দর! পৃথিবীর সবচে সুন্দর জায়গা, তাই না?'

'পৃথিবীর আর কোথাও যাওয়া হয়নি,' বাদল বললো। 'তবু বলা যায় এটা খুব সুন্দর জায়গা। যদিও এটা আমার দেশ নয় তবু ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে।'

ফিরে তাকালো রিয়া,'আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। আর এক সপ্তাহ আছি,' বাদল বললো। 'অবশ্য অন্য কেউ এসে যাবে এর মধ্যে।'

'অন্য কাজ পেয়েছেন ?'

'না, তাও নয়, তবে একটা কাজ আছে।'

'যাবেন কেন ?' রিয়া বললো, 'লুৎফি ফুপি লিখেছিলেন আপনি বাবাকে বইপড়ে শোনান,বাবা খুব ভালো বোধ করেন তাতে।'

'আমার নিজের বইটা লিখে শেষ করতে চাই।'

'ও, হ্যাঁ,' রিয়া হাসলো। 'আপনার লেখার কথা লুৎফি-ফুপি লিখেছেন। তবে বিষয়টি কি লিখতে পারেননি বেচারী। আপনি কি বিষয়ে লিখছেন ?'

'বৌদ্ধ ধর্ম…'

'আশ্চর্য !' রিয়া খুশি হয়ে উঠলো,'আমি এখানে বাবার লাইব্রেরীর কথা ভেবে এসেছি—কাজ করা যাবে। বিষয় ভেবেছিলাম বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো একটি দিক। বই লিখতে হলে তো বাবার লাইব্রেরীটা বেশ প্রয়োজনীয় হতে পারে।'

'তা পারে।'

'তবে ?'

প্রথম বাদল বুঝতে পারলো না। কিন্তু রিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখের হাসি দেখে বুঝলো। হেসে ফেললো দুজনই। রিয়া বললো, 'কাজটা আসলে আপনার পছন্দ সই হয়নি—তাই না ?'

বিষয় বদলাবার জন্যে বাদল বিদেশের কথা জিজ্ঞেস করলো। সারা পথ অনর্গল কথা বলে গেল রিয়া। আর কথা শুনতে শুনতে বা না-শুনতে শুনতে রিয়াকে দেখলো বাদল বার বার। এর আগে রিয়া ছিল একটি নাম। তখন মনে হয়েছিল এই সর্বনাশ ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে কি করে বাঁচানো যায়। এখন অবিশ্বাস্য মনে হলো,এই সুন্দর মেয়েটাকে রুমানা শেষ করতে চায়। গাড়ি যখন সাতকানিয়া পার হলো তখন বাদল বুঝলো, রুমানা আর আদিলের হাতে এইরকম একটি সুন্দর মেয়েকে ফেলে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এবার হয়তো বাঁচবে মেয়েটি—কিন্তু বেশি দিন নয়। মরতেই হবে মেয়েটিকে।

ভিলার কাছাকাছি এসে গাড়ি ব্রেক করলো রিয়া।

'দেখুন···দেখুন···পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ভিলাটা কি সুন্দর লাগে!' হাততালি দিয়ে উঠলো রিয়া। ভিলা দেখলো না বাদল, দেখলো রিয়াকে।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর!'

গাড়ি চললো। রিয়া মৃদু হাসলো, 'সুন্দর না ঘোড়ার ডিম।'

'মানে?'

'আমি,' খিল খিল করে হাসলো রিয়া। 'আপনি ভিলাটা দেখেননি, আমাকে দেখছিলেন।'

হাসতে গিয়ে থমকে দীর্ঘশ্বাস নিল বাদল।

গাড়িটা ভেতরের দিকে নিয়ে গেল রিয়া। বারান্দায়

দাঁড়িয়ে আছে সবাই। তীব্র ব্রেক কষে একলাফে গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে গেল রিয়া। উড়ে চলে গেল বাড়ির ভেতর।

ভেতর থেকে ডাক্তার শুভময় বড়ুয়া দ্রুত এগিয়ে এলো।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে,' বলে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল ডাক্তার। পায়ে পায়ে বাদলও মুখোমুখি দাঁড়ালো। তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে বাদলকে দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করলো, 'গত কাল আমি চলে যাবার পর কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কি?'

'আজ সকালে চৌধুরীকে দেখে আপনার সন্দেহ হয়নি?'

'হয়েছিল। মনে হয়েছিল উনি খুব অসুস্থ। আমি আপনাকে খবর দিতে চেয়েছিলাম,' বাদল বললো। 'মিসেস চৌধুরী বললেন তেমন কিছু নয়, মেয়েকে দেখবেন সেই উত্তেজনা।'

'বাজে কথা!' ডাক্তার বললো, 'মনে হচ্ছে উনি ভয়ঙ্কর এক শক পেয়েছেন।'

'হতে পারে।'

'হতে পারে?' ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালো, 'আপনি কিছু কি অনুমান করছেন?'

'না।'

সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে একপলক তাকিয়ে ডাক্তার হন হন করে নিজের গাড়ির দিকে যেতে যেতে বললো, 'ওকে বিশ্রাম দিতে

হবে। আগামীকাল সকালে আসবো।'

বাদল বারান্দার কাছে এলো চিন্তিত ভাবে। রুমানা আসছে। দাঁড়িয়ে গেল বাদল।

'ডাক্তার চিন্তায় পড়ে গেছে চৌধুরীকে নিয়ে। চৌধুরী নাকি উত্তেজিত। বিশ্রাম প্রয়োজন। বেচারা রিয়া। তুমি বরং ওকে আশপাশ থেকে বেড়িয়ে নিয়ে এসো।' বললো রুমানা।

পরিকল্পনা অনুসারে রিয়ার সঙ্গে বাদলের ভাব হতে হবে। অর্থাৎ পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে।'

চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে হাসলো রুমানা। 'ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে খারাপ লাগবে না।'

'কেন?'

'কেমন সুন্দর দেখতে—লোকের মাথা ঘুরে যায়।'

'তাই নাকি?' বাদল বললো।

'সে কি—একেবারেই অনীহা?' রুমানা বললো, 'আমার ধারণা ছিল বঙ্গ-যুবকেরা ডাঁসা ছুকরি দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়...'

'আর কোনো কোনো বঙ্গ-রমণী চুরুটখোর লোমশ জানোয়ারদের প্রেমে পড়ে।' কথাটা বলে দাঁড়ালো না বাদল।

ভেবেছিল চৌধুরীকে বলবে, 'রুমানার কথা সব আমি শুনেছি,

রিয়ার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না—রিয়ার কোনোরকম বিপদ আমি হতে দেবো না।' কিন্তু চৌধুরীর ঘরের সামনে নার্স বসা। কারো প্রবেশ নিষেধ। এমন কি রিয়া শুধু দশ মিনিটের জন্যে ঘরে থাকার অনুমতি পেয়েছে।

দুপুরে রিয়াকে দেখলো গাড়ির কাছে, শাড়ি পরেছে। মুখে চিন্তার ছাপ। কিছু ভাবছে।

'বাবার অবস্থা খুব খারাপ। সবাই বলছে আমাকে দেখে উত্তেজিত। এসব তো আগে কোনদিন হয়নি।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'হলেই ভালো,' রিয়া বললো। 'নইলে আমার ভালো লাগবে না।'

গাড়িতে উঠে বললো, 'উঠুন।'

গাড়ি ভিলা থেকে বের হয়ে আসতেই রিয়া বললো, 'রুমানা কিছু করেনি তো?'

রিয়াকে দেখলো বাদল কয়েক পলক। বললো, 'এসব ভাবা উচিত কি?'

গাড়িটা রাস্তা থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল রিয়া কিছুটা। পাহাড়ের ঢালটার পাশে একচিলতে সমতলে গাড়িটা রেখে বললো, 'এখানে একটা ঝরণা আছে···দেখেছেন?'

'না তো।'

'সেই জন্যেই তো চলে যেতে চাইছেন,' রিয়া বললো। 'দেখলে যেতে চাইতেন না। চলুন দেখবেন।'

গাড়ি থেকে নামলো দুজন।

পাঁচ মিনিট হাঁটার পর দেখা গেল ঝরণাটা। দৌড়ে চলে গেল রিয়া। ঝরণার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাদল কাছাকাছি আসতে বললো, 'এই ঝরণার কাছে এসে ছোটবেলায় কত উইশ করতাম।'

বাদল কিছু বললো না।

'বাদল, আপনি মনে হয় আমাকে কিছু বলতে চান?'

চমকে তাকালো বাদল। রিয়ার চোখ ঝরণার উপরই নিবদ্ধ।

'কে বললো?'

'আমার দিকে আপনি যেভাবে অন্যমনস্ক ভাবে তাকান তাতেই মনে হয়,' রিয়া বললো। 'কি কথা?'

'আমি তো ঝরণাও দেখি, আকাশও দেখি⋯'

'দেখলে ক্ষতি নেই,' রিয়া হাসলো না, বললো। 'যদি কিছু বলার থাকে বলবেন তো?'

'অত উৎসাহ দেবেন না,' বললো বাদল। 'বলার অনেক কথাই কিন্তু পেতে পারি।'

'সাহস করে দেখুন, পারেন কিনা বলতে।' রিয়াও এবার হাসলো।

ভিলায় ফিরে রিয়া ধন্যবাদ দিলে বাদল হাসলো, 'ধন্যবাদটা আমার পক্ষ থেকে হওয়া উচিত, এমন সুন্দর ঝরণাটা এত কাছে আছে জানতাম না!'

চৌধুরীকে বিছানায় তুলতে গিয়ে মনে হলো বাদলের স্পর্শে কুঁকড়ে যাচ্ছে। ঘরে নার্স ও রুমানা রয়েছে। রুমানা বের হয়ে এলো বাদলের পেছন পেছন।

'কাল রিয়াকে চট্টগ্রাম থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো,' রুমানা বললো। 'মেয়েকে দেখলেই বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, সকালে বিছানা থেকে ওঠাতে নিষেধ করেছে ডাক্তার। তুমি না এলেও চলবে।'

রুমানাকে দেখলো বাদল। বললো, 'ঠিক আছে— বেশ খাটা খাটনি হচ্ছে মনে হয়।'

উত্তর না দিয়ে রুমানা হিলে শব্দ তুলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

কটেজে এসে অনেক রাতপর্যন্ত ভাবলো: কি করে রিয়াকে বাঁচানো যায়, অথচ নিজের পরিচয়ও প্রকাশ না পায়। ডাক্তার সাহেবকে সব বললে, পুলিশ তাকে ধরবেই। পুলিশকে না জানালে হাতেনাতে ধরাও সম্ভব হবে না রুমানা আর আদিলকে। হাতেনাতে ধরতে হলে বাদলকে লাগবেই। হাতেনাতে ধরতে না পারলে রুমানার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না কেউ।

উপায় বের করতে হবে। আর মাত্র দুদিন মাঝখানে। এবার বাঁচানো সহজ। বাদল ভিলায় না থাকলেই সব ভণ্ডুল হয়। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেকে রিয়াকে চিরদিনের জন্যে বাঁচাতে হবে।

পরের দিন গাড়ির কাছে বাদল দাঁড়িয়েছিল সকাল নটা থেকে। রিয়া এলো সোয়া নটার দিকে। বললো,'রুমানা চৌধুরী আমাকে চট্টগ্রাম থেকে ঘুরে আসতে বলছে—আপনি কি বলেন ?'

'ইচ্ছে করলে যেতে পারেন।'

'আমার ইচ্ছে করা ছাড়া উপায় কি ?' রিয়া বললো, 'কিন্তু রুমানা চৌধুরীর হুকুম শুনতে রাজি নই।'

ওর দিকে চেয়ে হাসি পেল বাদলের। বললো, 'হুকুম না, আপনার ইচ্ছে মতোই চলেন।'

'কিন্তু ফিরবো লাঞ্চের আগে—ডাক্তার কাকার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'তবে চট্টগ্রাম নয়,কক্সবাজার যাওয়া যেতে পারে,' বললো বাদল। 'চট্টগ্রাম থেকে সময় মতো ফেরা সম্ভব হবে না।'

'তবে কক্সবাজারও নয়, ঝরণার কাছে গিয়ে বসি,' রিয়া বললো। 'কক্সবাজার কাল যাবো, কেমন ?'

ঝরণার কাছে গিয়ে রিয়া জুতো খুলে পাথরগুলোর উপর লাফাতে লাফাতে যত ভেতরে যাওয়া সম্ভব চলে গেল। চেঁচিয়ে বললো, 'ভিজতে ইচ্ছে করছে।'

'না। ভিজলে কাপড় শুকাবে না।'

আধা ভেজা হয়ে এলো রিয়া। বসলো বাদলের পাশে। একটু একটু করে বাদলের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে। আবার বলে চলেছে গত সামারে সে রিভেয়ারায় কি করছিল সেই গল্প। এলোমেলো কথা। সবচে বড় কথা রিয়ার সঙ্গে সময় কাটে খুব সহজ ভাবে। কিভাবে কেটে-

যায় বাদল বুঝতে পারে না।

ভিলায় ফিরে প্রথমেই দেখা হলো ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার অন্যমনস্ক, চিন্তিত।

'ডাক্তার কাকা, বাবা কেমন?' রিয়া জানতে চাইলো।

'আগের মতই।' ডাক্তার দুজনকে একটু ভালো ভাবে দেখলো। চিন্তিত ভাবেই বললো, 'শক পেয়েছে। মনের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে—কিন্তু কি তা বোঝা সম্ভব নয়। ঘুমের বড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। কেউ ওকে বিরক্ত করবে না, নার্সের ছুটি ক্যান্সেল করেছি।'

নার্সের ছুটি বাতিল হলে বুধবারে প্রোগ্রামও বাতিল হবে আপাতত। তার মানে রুমানাও আজ দারুণ ক্ষেপে থাকবে।

ডাক্তার ঘুরে তাকালো বাদলের মুখে, কয়েক পলক দেখে বললো, 'আপনি নাকি সোমবার চলে যেতে চান—সত্যি?'

'সেই রকমই ভেবেছিলাম।'

'না, সোমবারে হবে না।...' ডাক্তার কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে বললো, 'নিয়োগপত্রে সই আমার ছিল, যাবার কথাটা আমার জানা দরকার ছিল, কিন্তু সে-কথা বলতে চাই না। তবে একটু ভেবে দেখতে বলবো, আর এক সপ্তাহ থাকা যায় কিনা!'

অবাক হয়ে তাকালো বাদল। বুঝতে পারছে না কিছু।

'থেকেই যান,' বললো রিয়া। 'বাবা আপনাকে পছন্দ করেন।'

'ঠিক আছে,' বাদল বললো। কিন্তু ডাক্তার এত চিন্তিত কেন? মনে হলো চৌধুরী খুবই অসুস্থ।

'ধন্যবাদ,' বলে ডাক্তার চলে যেতে গিয়ে এসে রিয়ার থুতনি ধরে বললো, 'ভেবো না, বাবা বেশ ভালো আছেন। আমার চিন্তার কারণ অন্যকিছু।' বলে আর দাঁড়ালো না।

রিয়া ডাক্তারের গমন পথে তাকিয়ে থেকে বললো, 'ডাক্তার কাকা কিন্তু সহজে উত্তেজিত হন না।'

দুপুরের লাঞ্চ খেয়ে বেরুবার মুখে দেখা হলো রুমানার সঙ্গে। যা ভাবা গিয়েছিল—রুমানা চিন্তিত, চোখের কোলে কালি, মুখটা ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

অস্থির হয়েছিল আদিল পালাবার জন্যে। আর দেরি ওর সহ্য হবে না। কিছু একটা করে বসবে। রুমানার সব পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে।

'ডাক্তার তোমাকে আরও এক সপ্তাহ থাকতে বলেছেন?' জিজ্ঞেস করলো রুমানা।

'হুঁ,'

'তোমার আপত্তি হবে না জানি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'রিয়ার সঙ্গে তুমি চব্বিশ ঘণ্টায় কিন্তু বেশ এগিয়েছো।'

'ডাক্তারকে বলতে পারো কথাটা,' বলে বাদল আর দাঁড়ালো না।

তিন

এর পরের পাঁচটা দিনবাদলের কাটলো রিয়ার ছায়া হিসেবেই। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম বা রামু। এর মধ্যেই বুধবারটা গেল··· বাদল কুশ্রী পলাতক জীবনের মধ্যে ডুবে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সাময়িক ভাবে সুখ আর আনন্দের যে দিগন্ত প্রসারীসীমানা দেখলো, তা আগে কোনোদিন দেখেনি। দেখলেও ভুলে গিয়েছিল। রিয়ার কাছ থেকে রাতে ফিরে এসে বুক-খালি নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। মনে হয় সময় থমকে দাঁড়িয়ে যায় না কেন এমনি একটি মুহূর্তে।

এরই মধ্যে বাদল আবিষ্কার করলো, রিয়া যেন তার সেই কৈশোরের একটি ভালোবাসার মুখ,যাকে লালন করে আসছে সেই কবে থেকে। কিন্তু রিয়ার কাছে তা প্রকাশ করা যাবে না। যদিও জানতে বাকি নেই উচ্ছল মেয়েটার মনোভাব···কক্সবাজার সমুদ্র তীরে ছুটে বেড়াচ্ছিল রিয়া। বাদল বসে ছিল তীরে। বিকেল বেলায় রোদ লালচে, সূর্য নেমে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে সমুদ্রের গভীরে। রিয়াও এসে বসলো বালিতে। হঠাৎ বাদল রিয়ার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলো রিয়া তাকে দেখছে তন্ময় হয়ে।

'কি হলো, হাঁ করে দেখছেন কি—বন থেকে এসেছি নাকি ?'

উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়লো না রিয়া, লজ্জায় অদ্ভুত লাল হলো। মাথা নিচু করলো। তারপর কোনো কথা না বলে উঠে গেল সামনে ঝিনুকের খোঁজে···স্তম্ভিত হয়ে গেল বাদল।

এবং ভয় পেল প্রচণ্ড।

গাড়িতে ফেরার পথে রিয়াকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। এ এক অসাধারণ ঘটনা—রিয়ার মুখে খই ফুটছে না।

'বাদল···' কি বলতে গিয়ে থেমে থাকলো রিয়া।

'বলুন,' রাস্তায় চোখ রেখে বললো বাদল।

'আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' রিয়া বললো আস্তে আস্তে। 'এখানে পড়ে আছেন কেন ? আপনার কথাবার্তা, পড়াশোনা, আপনার···সন্দেহ হয় আপনি কে, এখানে কেন ? আপনার কাজটা তো···'

'আসলে কাজই নয়—এই তো বলতে চান ?' হালকা করার চেষ্টা করলো বাদল, 'বেশ ভালোই তো আছি।'

'কিন্তু থাকছেন তো না।'

'যেতে তো হবেই ?'

'আমার খুব বিচ্ছিরি লাগবে আপনি চলে গেলে।'

গলা শুকিয়ে গেল বাদলের। বললো, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি প্রকৃতি ভালোবাসেন, এর মধ্যেই নেশা খুঁজে পাবেন।'

'তার মানে আপনি মত পাল্টাবেন না ?'

'আপনিই তো মনে করেন আমার ভাল কিছু করা উচিত !'

'বাবা তো আপনাকে এখানেই বিশেষ কোনো দায়িত্ব দিতে

পারেন,' রিয়া বললো। 'প্ল্যানটেশনে কাজ করতে পারেন। বাবা বড় একটা কাজে হাত দিয়েছিলেন অসুস্থ হবার আগে। তা হলো উপজাতীয়দের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে। এ কাজটা আপনি শুরু করতে পারেন আবার।'

'আমার নিজেরও কাজ আছে···'

'ও!' বলে রিয়া চুপ করে থেকে বললো, 'আপনি না থাকতে চান তো এসব বলা অপ্রাসঙ্গিক।'

রিয়া আর কথা বললো না পুরোটা পথ। এই প্রথম দুজনই বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না।

এর পরের দিন ডাক্তার চৌধুরীকে দেখে এসে অনেকক্ষণ কথা বললো রিয়ার সঙ্গে একান্তে। তারপর যাবার সময় বাদলকে ডেকে নিয়ে বাগানের কোণে চলে এলো।

'চৌধুরী বেশ ভালো। কাল থেকে ওকে বাইরে এনে বসাবেন। রিয়াই ওর কাছাকাছি থাকবে,' ডাক্তার বললো। 'নার্স আশা ছুটিতে যাবার জন্যে আসলেই ব্যস্ত হয়েছেন। এখন আমি আর বাধা দেবো না।'

চমকে গেল বাদল। নার্স ছুটিতে যাওয়া মানে রুমানার আবার হত্যার পরিকল্পনা করা।

বাদলকে ভালো করে লক্ষ্য করলো ডাক্তার। চমকে যাওয়াটাও চোখ এড়ালো না তার। কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'মিসেস চৌধুরী বলছিলেন, আপনি রিয়াকে নিয়ে নানান কিছু দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

'মিসেস চৌধুরী সে রকমই বলেছিলেন।'

'না। কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে চৌধুরী অসুস্থ হবার পর রিয়া সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা আমাকেই করতে হয়,' ডাক্তার বললো। 'আপনাকে যেমন দেখছি তাতে ভয়ের কিছু নেই। তবে ওর বয়স কম, ছেলেমানুষ। আপনার একটা প্রভাব পড়তে পারে। না, না আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ না, এটা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু লোকে যা তা বলে, বিদেশ থেকে এসেছে, ও বোঝে না। ওকে আপনারই এড়িয়ে চলা উচিত।'

'ঠিক আছে,' লাল হয়ে গেল বাদল।

'তাহলে আপনি আগামী সোমবারই চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে করলেন না তো?'

'না, না।'

'জানি, আপনি বুঝবেন।' ডাক্তার বললো। এবং দ্রুত গাড়ির দিকে চলে গেল।

ফিরে চললো বাদল কটেজে। তখনই কণ্ঠস্বরটা কানে এলো।

'বাদল, বাদল!'

ফিরে তাকালো। ঢাল ধরে দৌড়ে আসছে রিয়া। তার মুখ লাল। মনে হলো কিছুতে সে ক্ষেপে গেছে।

'বাদল, আপনার সঙ্গে কথা আছে,' রিয়া এসে ধরলো বাদলের হাত। 'এদিকে আসুন।'

'আমি কটেজে যাচ্ছিলাম।'

'জরুরী কথা।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' হাতটা ছাড়িয়ে নিল বাদল দুজন নেমে এলো নদীর পারে, একটা গাছের নিচে।

'ডাক্তার কাকা আপনাকে কি বললেন?'

'বললেন, আপনার বাবার অবস্থা বেশ ভালো।'

'অন্য কিছু?' রিয়া বললো, 'আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করলেন?'

বাদল দেখলো রিয়ার লালচে মুখ। এখনো হাঁপাচ্ছে।

'উনি এখানের সামাজিক অবস্থার কথা বলছিলেন। দেখতে ভালো দেখায় না।'

'বাজে কথা!' আরও ক্ষেপে গেল রিয়া, 'কি ভালো দেখায় কি দেখায় না তা আমার বোঝার বয়স হয়েছে। আমি মা হারিয়েছি ছয় বছর বয়সে, গত ছয় বছর ধরে বাবার এই অবস্থা। আমি একা বিদেশে থাকি, নিজের উপর নির্ভর করার মতো আত্মবিশ্বাস আমার আছে। এখানের সমাজ সম্পর্কে আমিও কম বুঝি না। ও সব বলে লাভ নেই।' রিয়া বললো, 'আমি জানতে চাই আপনি এই মেলামেশা পছন্দ করেন কিনা।'

'অপছন্দ করি না।' এ যেন অন্য রিয়াকে দেখছে বাদল।

'চান কিনা?'

'আমি হুকুমের বান্দা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত ধরলো রিয়া। বললো, 'বাজে কথা না বলে জবাব দিন।' দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

'বললাম তো অপছন্দ করি না। আপনি বললেই আমাকে পাবেন,' বাদল বললো। 'হাতটা এভাবে ধরা এখানে ঠিক নয়।'

'আমার কথা এড়াবার চেষ্টা করবেন না,' রিয়া বললো। 'কথাটা আমাকে হাত ধরেই বলতে হবে, এভাবেই।'

'এখানে নয়।'

'এখানেই, এখনই,' রিয়া বললো। 'বলেন আমার সঙ্গে থাকতে চান কিনা।'

'চাই।'

হাত ছেড়ে দিয়ে গাছটা ধরলো রিয়া। কপাল ঠেকালো গাছের সঙ্গে। বললো, 'বাদল, আমি চাই না আপনি এখান থেকে চলে যান।'

চমকে তাকালো বাদল। শব্দ হলো না, কিন্তু বুঝলো কাঁদছে রিয়া।

'এভাবে বলতে নেই, রিয়া।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, বাদল।'

এবার কান্না যেন শোনা গেল।

কি করবে বুঝতে পারলো না বাদল। ইচ্ছে হলো ওর পিঠে হাত রাখে, বুকে টেনে নেয়, কিন্তু তার আগেই শুনলো রুমানার গলা, 'রিয়া!'

'তোমাকে ডাকছে, রিয়া।'

'তুমি কিছু বললে না?' শান্ত গলায় রিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'কি বলবো?'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা?'

'রিয়া, রিয়া…' আবার শোনা গেল রুমানার গলা। মাথা তুললো রিয়া। মুখটা কান্নায় ভেজা, লাল। তবে একটু আগের রাগটা নেই। সেখানে এখন লজ্জার ছোপ।

'উত্তরটা সুন্দর করে ঠিক করে রাখবে,' রিয়া বললো। 'আজকের মধ্যেই বলবে আমাকে।' বলে আঁচলে মুখটা মুছতে মুছতে উপরে উঠে গেল।

স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলো বাদল।

বিকেলটা বিছানো রয়েছে সামনে।

নির্জনে বসে ভাবছে বাদল। ভাবছে না বলে বলা যায়—দুপুরের ঘটনাটা তাকে গ্রাস করে রেখেছে। বাদল জানে তার উত্তর কি—যা সুন্দর করে শুনতে চেয়েছে সুন্দর মেয়েটা।

এত সুন্দর এত নির্মল জীবনে বোধ করেনি বাদল। মেয়েটা তাকে কোথায় তুলতে চায় এ পঙ্কিলতা থেকে। তার পঙ্কিলতা রিয়ার স্বচ্ছ শুভ্রতাকে যখন ম্লান করে দেবে তখন?

প্রণব বাবুর বোটটা নিয়ে একটু ঘুরে আসবে ভাবলো। না হলে এখনই এসে পড়বে রিয়া। বোটটা স্টার্ট করতেই শুনলো ওপাশে আর একটি বোটের শব্দ। বড় বোটটা! রুমানা যাচ্ছে সাতকানিয়ার দিকে মুজা নিয়া গ্রামে…অভিসারে, না নতুন পরিকল্পনা করতে? হ্যাঁচকা টানে বোটের মোটর চালু করলো। বড় বোটের শব্দ অনুসরণ করলো বাদল।

শব্দ অনুসরণ করে এসে পনেরো বিশ মিনিট পর থামতে

হলো। শব্দটা এখন নেই। মোটরের স্পীড কমিয়ে কান খাড়া করেও শব্দটা পেল না। কিন্তু দুমিনিট পর দূরে দেখলো লাল বোটটা দাঁড়িয়ে আছে আর একটা মোটর জোড়া নৌকার পাশে। আশেপাশে লোকজন নেই।

মোটর থামিয়ে বোটটা পাড়ে ভিড়ালো বাদল। চিনতে পারলো এটা সুজানিয়া গ্রাম। এখান থেকেই ওই নৌকা নিয়ে আদিল যায়।

দুঃস্বপ্নের শুরু হলো আবার। এখানে এসেছে রুমানা আদিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে নতুন ভাবে কি করা যায়। আগের মতই ঘটবে কিছু ? না নতুন ভাবে জারি হবে রিয়ার মৃত্যু পরোয়ানা ? জানে না বাদল। আর দেরি নয়। এখনই মনস্থির করে নিতে হবে। বোট ঘুরিয়ে নিল। এবং সিদ্ধান্ত নিল এখানে রিয়াকে দুই হত্যাকারীর কাছে ছেড়ে দিয়ে সে কোথাও যেতে পারে না।

রিয়াকে বলার জন্যে কোনো সুন্দর কথা সে মনে করতে পারলো না। কিন্তু বার বার উচ্চারণ করলো, ভালবাসি, বাসি। এই কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে তার অনেক দিনের প্রতিবন্ধক নেতিবাচক চেতনা থেকে যেন মুক্ত হলো। ভাবলো : আমি রিয়াকে ভালবাসি। ওকে আমি চাই। এখানে সুন্দর, মনের মতো একটা কাজও পাওয়া যাবে। আমাকে কেউ কোনোদিন আর খুঁজে পাবে না। কিন্তু একজন প্রতিবন্ধক রয়েছে। সে হলো রুমানা। এতদিন তার কাছে প্রতিবন্ধক মনে হতো : দেশের আইন, সমাজ, মানুষের সামাজিক

অবিচার, পুলিশ ইত্যাদি। আজ মাত্র একজন : রুমানা। সে ইচ্ছে করলে বাদলকে ফাঁসী কাঠে ঝোলাতে পারে। এবং ও খুন করবে রিয়াকে। অর্থাৎ, রিয়া ও বাদলের নিরাপত্তা, সুখ, আনন্দ সবই একজনের হাতে, সে হলো রুমানা।

যতদিন রুমানা বেঁচে থাকবে ততদিন আশঙ্কার মধ্যেই থাকতে হবে। অর্থাৎ রুমানার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই। গত দুদিন থেকে এ চিন্তাটা কেন যেন বার বার বাদলের চিন্তায় উঁকি মারছে।

গতি বাড়িয়ে দিল বাদল বোটটার। এ রকম চিন্তা করে লাভ নেই। হঠাৎ বসন্ত বা কলেরা হয়ে রুমানা মারা যাবে না!···বোটটা কটেজের কাছে ঘাটে এনে দাঁড় করালো। বোট থেকে নেমে চারদিকটা দেখলো বাদল। সন্ধ্যা নেমে আসছে। রুমানার বাঁচার কি অধিকার আছে? ও যদি খুনের চক্রান্ত করতে পারে তবে বাদলই বা কেন বসে থাকবে!

গলাটা শুকনো মনে হলো।

রুমানাকে খুন করা ছাড়া বাঁচার পথ নেই। ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছে কথাটা।

কিন্তু একজন নয়, দুজন। আদিলকে এতে জড়াতে হবে। সময় নেই, সময় নেই। মাত্র দুদিন। এর মধ্যেই পরিকল্পনাটা তৈরি করতে হবে নির্ভুল ভাবে। খুব সাবধানে। সব খুনীই ছোটখাটো ভুল করে—বাদলের তা করলে চলবে না।

যেমন ভুল করেনি জেনারেল রঘুপতি রাও।

এক : মোটিভ। মোটিভ এমনভাবে থাকতে হবে যাতে

সন্দেহটা পড়ে আদিলের ওপর। একটু খোঁজ নিলে আদিলের পরিচয় পেয়ে যাবে পুলিশ। কিন্তু কি মোটিভ? মোটিভ হবে রুমানার অলংকার! এ শুক্রবার যদি রুমানা মুক্তা বা হীরের মালা না পরে তবে ওটা সরিয়ে রাখতে হবে।

দুই ঃ হত্যা। শুক্রবার যদি রাত নটায় রুমানা দেখা করে আদিলের সঙ্গে গেস্ট হাউসে তার আগেই বাদল যাবে সেখানে। যে-ই রুমানা এসে পৌঁছাবে বাদল সোজা এক ঘা বসিয়ে দেবে মাথায়। তারপর ঘাটে গিয়ে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকবে। আদিল এসে নামতেই ওকে এমন কিছু দিয়ে আঘাত করতে হবে যাতে দাগ থাকবে না। ওর পকেটে মুক্তা বা হীরের মালাটা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে হবে এবং উল্টে দিতে হবে নৌকাটা। তারপর বাদল গিয়ে কোনো কাজে ব্যস্ত হবে বা গল্প করবে রিয়ার সঙ্গে।

যদি আদিল আগে আসে?

যদি এবার শুক্রবারের বদলে অন্যদিন ওরা পরিকল্পনা করে?

তার সমাধান করা যাবে।

ঘাট থেকে উপরে উঠতে উঠতে নিজেকে হালকা বোধ করলো বাদল। হত্যাকে আর নৃশংস মনে হচ্ছে না।

দশ বছর পর সে সত্যিকারের হত্যাকারী হতে যাচ্ছে।

বাসে উঠে বসলো বাদল। যাচ্ছে কক্সবাজার। একদিন আগেও ভাবতে পারতো না সে ঠাণ্ডা মাথায় দুটো খুন করতে পারে।

হয়তো দশ বছর ফেরারী হিসেবে থাকতে থাকতে সহজ হয়ে গেছে খুনের ব্যাপারটা। মনস্থির করেছে—পিছ পা হবে না। কক্সবাজার যাচ্ছে কয়েকটি কারণে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পিস্তল সংগ্রহ। একটা পিস্তল রাখা ভালো। আদিল যদি প্রথম আঘাতে না মরে, রুখে দাঁড়ালে বাদল পারবে না। পশুর শক্তি ওর গায়ে। বাদল আত্মরক্ষার জন্যে একটা পিস্তল সংগ্রহ করেছিল এক রহিঙ্গার কাছ থেকে সাত বছর আগে। ওটা রাখতে দিয়েছিল বীরেনদার কাছে। ওটাই সরাতে হবে। চাইলে সন্দেহ করবে। লুকানো জায়গাটা জানা আছে।

এবার পিস্তলটা নিয়ে ভাবলো।

যদি গুলি করতে হয় তবে পিস্তলটা ফেলে রাখবে লাশের পাশে। অর্থাৎ এখন পিস্তলটা নেবার সময় হাতের ছাপ রাখা চলবে না। হয়তো ওতে বীরেনদার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে। সে ছাপও মুছে ফেলতে হবে। বীরেনদা তার একমাত্র সঙ্গী একাকী জীবনে।

সন্ধ্যায় বীরেন বাড়ি থাকে। ওখানে তার সঙ্গে দু'গ্লাস মদ খেতে হবে। এর মধ্যে তিনবার উঠবে টয়লেটে যাবার জন্যে। টয়লেট যেতে হয় শোবার ঘর দিয়ে। পিস্তলটা রাখা আছে বেড সাইড টেবিলের নিচের তাকে।

কিন্তু গিয়ে দেখলো বাড়ি অন্ধকার—কেউ নেই! এমন কোনদিন হয় না। এখন কি করবে? তালাটা দেখে মনে পড়লো একদিন বীরেনদা তার সামনেই একটা চাবি বের করেছিল ঘরের সামনের পাপোষের নিচ থেকে। পাপোষ তুললো

বাদল—না, চাবি নেই। আধা অন্ধকারে হাতড়ে দেখলো, পেল না। কি মনে হলো নিজের পকেট থেকে বের করলো চাবি দুটো। তার নিজের ঘরের ও আলমিরার চাবি। ঘরের চাবিটা তালায় ঢুকিয়ে চাপ দিতেই খুলে গেল। সময় নষ্ট না করে দরজা ঠেলে ভেতরে গেল। অন্ধকারে শোবার ঘর, শোবার ঘরের বেড সাইড টেবিল কোনটাই পেতে অসুবিধা হলো না। রুমাল বের করে অন্ধকারে চেপে ধরলো পিস্তলটা—পকেটে ঢুকালো। এবং দেরি করলো না। দরজার বাইরে এসে চাপ দিয়ে বন্ধ করলো তালা। আর তখনই শুনলো জয়ার কণ্ঠস্বর।

'এসো না, অত ভয় পাবার কি আছে? ও আজ রাতে বাড়ি ফিরবে না।'

'না ভয় নয়, তবে—' পুরুষের কণ্ঠ।

বাদল একলাফে ঝোপের আড়ালে গেল। আঙ্গিনায় ঢুকলো জয়া ও এক তরুণ।

'এত ভয় নিয়ে প্রেম কিসের?' জয়া বললো, 'সাহস না হলে কেটে পড়ো আমি অন্য কাউকে ডেকে আনবো না হয়।'

দরজা খুললো জয়া। ভেতরে চলে গেল। অনুসরণ করলো তরুণটি। ভেতর থেকে কপাট লাগলো। জ্বলে উঠলো শোবার ঘরের বাতি। বাদল বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

এবার এক চাবিওয়ালার দোকানে গিয়ে গেস্ট হাউস ও বোট হাউসের চাবি কপি করিয়ে নিল। অপরিচিত দোকানে গিয়ে সস্তা এক জোড়া দাস্তানা কিনলো।

এবার বের করতে হবে আদিলকে আঘাত করার উপায়।

থলিতে বালি ভরে, তাতে কয়েকটা পাথর পুরে আঘাত করা যেতে পারে। তাতে দাগ হবে না।

যাতে মনে হতে পারে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে বোট উল্টে গেছে।

রুমানা সমস্যা নয়। ভয়ঙ্কর মহিলাটিকে হত্যা করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

সব কিছু বাদলের মাথা থেকে উধাও।

সে দেখছে শুধু এক জোড়া মৃতদেহ।

বাসে উঠে পড়লো। ফিরে চলেছে কক্সবাজার। পকেটে পিস্তলের অস্তিত্বটা অনুভব করা যাচ্ছে।

চার

ফিরতে রাত হলো। কটেজে গিয়েই লুকিয়ে ফেললো পিস্তলটা। আজকে আর খেতে যাবে না ডিনায়। এই মুহূর্তে রিয়ার মুখোমুখি হতে চায় না। এখন সুন্দর করে বলার জন্যে কথাটা ভাবা যেতে পারে। সারা বিকেলের ক্লান্তি দূর হবে।

দরজায় নক হলো। লাফ দিয়ে উঠে খুললো দরজা।

প্রণব রায়ের স্ত্রী।

'আরে ভাবী!'

'কোথায় ছিলেন?'

আমতা আমতা করে বাদল বললো, 'মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।'

'মাছ তো পাননি,' মিসেস রায় বললো। 'এদিকে একজন মহা ক্ষেপে গেছে।'

'কে?'

'রিয়া,' মিসেস রায় বাদলকে ভালো করে দেখলো, গলা নামিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো। 'সন্ধ্যায় আপনার খোঁজে এসেছিল। বললো, ভীষণ প্রয়োজন। ডিকশনারীতে নাকি কি একটা শব্দ খুঁজতে বলেছিল—খুব রেগে গেছে। এলেই পাঠিয়ে দিতে বলেছে।'

'ঠিক আছে,' বলে বাদল কটেজ থেকে বের হলো। কিন্তু ভিলার দিকে গেল না।

সুন্দর কথাটা তাকে গ্রাস করার আগেই একটা থলিতে বালি-পাথর ইত্যাদি সংগ্রহে মন দিল।

পরদিন সকালে নার্সের সঙ্গে দেখা হলো সবার আগে। নার্স হাসি মুখেই কথা বললো।

'আজ চেয়ারে বসবেন ?' জানতে চাইলো বাদল।

'হ্যাঁ, আজ রাতে পিল ছাড়াই ভালো ঘুম হয়েছে। তার মানে আমি ছুটিতে যেতে পারবো।'

'কবে যাচ্ছেন ?'

'কাল সকালে।'

চৌধুরীর মেজাজ ভালো দেখে আশ্চর্য হলো বাদল। ও জানে নার্স চলে যাওয়া মানে রিয়ার বিপদ—তাহলে ? নিশ্চয়ই রুমানা বুঝিয়ে গেছে যা সেদিন রাতে বলেছিল, সব মিথ্যে। বলেছিল কষ্ট দেবার জন্যে।

'মিসেস চৌধুরী কি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন কিছুক্ষণ— গতকাল ?' জিজ্ঞেস না করে পারলো না বাদল।

'বলেছিলেন বিকেলে কিছুক্ষণ। আমি ছিলাম না ঘরে। আমি অবশ্যি নিষেধ করেছিলাম,' নার্স বললো। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন !'

'চৌধুরী সাহেবের মনটা ভালো দেখে মনে হলো—'

'মিসেস চৌধুরী কথা বললে উনি সুখে থাকেন—একথা কে

বললো?' বলেই নার্স নার্ভাস বোধ করলো। বললো, 'ওঁকে ওঠাতে পারেন।'

চৌধুরীকে তুলতে গিয়ে বাদল অনুভব করলো সেদিনের মতো তিনি কুঁকড়ে গেলেন না।

বারান্দায় দেখা হলো রিয়ার সঙ্গে। ও একপলক বাদলকে দেখে দ্রুত ঘরে চলে গেল। রাগ করেছে। ভালোই হলো। আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা রিয়ার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো।

এগারোটার দিকে বাদল দেখলো রুমানার গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে ভিলার গেট দিয়ে। এই সুযোগই খুঁজছিল বাদল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে গেস্ট হাউসের দিকে। গেস্ট হাউসের বারান্দায় উঠে এগিয়ে গেলো বোট হাউসের দিকে। পকেট থেকে বের করলো কালকের করানো ডুপলিকেট চাবিটা। কী-হোলে চাবি দিয়ে চাপ দিতেই খুলে গেল লক। ঘরের ভেতরে এসে প্রথমেই চোখ পড়লো রাম কিংকরের তৈরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্যের ছোট রেপ্লিকাটার উপর। হাতে তুললো ওটা। ব্রোঞ্জের তৈরি, বেশ ওজন আছে—কয়েকটা কোণও আছে। এটাই চমৎকার ব্যবহার করা যাবে।··· হত্যার আগে এই ক্লোজেটে এসে লুকানো যাবে।··· একটা শব্দে কান সজাগ করলো। কেউ আসছে এদিকে। কী-হোলে চোখ দিয়ে দেখলো রিয়া আসছে বারান্দা দিয়ে। দরজা খুলে বেরুলো বাদল। বাদলকে এ ঘর থেকে বেরুতে দেখে অবাক হলো রিয়া।

'তুমি এখানে ?'

উত্তর দিতে পারলো না বাদল। কথাটা গলায় আটকে গেল।

'বাদল, তোমাকে এরকম লাগছে কেন ?'

'কি রকম ?'

'তোমাকে কেমন যেন লাগছে—কি হয়েছে তোমার —অসুখ-বিসুখ…'

'না, না ওসব কিছু নয়।'

'তোমাকে দেখে ভয় লাগছে কেন আমার ?'

বাদল একটু হাসলো। বললো, 'এখনো করছে ?'

'না,' হাসলো রিয়া। 'তোমাকে দেখলাম এদিকে আসছো, তাই এলাম।'

'সকালে চলে গেলে কেন ?'

'তোমার ওপর রেগে থাকতে চেয়েছিলাম সাড়ে তিনদিন,' রিয়া বললো। 'কিন্তু পারলাম না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করলো হঠাৎ।'

'রাগ করেছিলে কেন ?'

'বাহ্, করবো না ? গতকাল বিকেলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?'

'সাতকানিয়া। কাজে।'

'আমার কথার উত্তর দেবার কথা ছিল না ?'

'উত্তর—' বাদল চোখে চোখ রেখে হাসলো। 'তুমি বুঝতে পারো না ?'

'বুঝি,' রিয়া মাথা নিচু করলো। 'তবু শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে। দৈনিক একশো বার করে শুনলেও কি আশা মিটবে?'

'কি বার তোমার সবচে ভাল লাগে?'

'কথা ঘুরাচ্ছো তো?'

'না—বলো না আগে।'

'হুঁ—শনি-রবিবার,' রিয়া হাসলো। 'আমার ছুটি করতে মজা লাগে।'

'এদেশে কিন্তু ছুটি শুক্র-শনিবার। যাক, তোমার কথার উত্তর দেবো শনিবার।'

'শনিবার—পরশুদিন—এতদিন লাগে?'

'সুন্দর করে বলতে হবে না?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা হলে এতদিন লাগবে কেন?' রিয়া বললো, 'মিথ্যা কথাই বরং বানাতে সময় লাগে।'

'সত্যি কথার দায়িত্ব অনেক বেশি। কথাটার গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝে নিতে চাই,' বাদল বললো। 'তাছাড়া আগামী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন?'

'অনেকগুলো কাজ আছে,' বাদল হাসলো। 'শনিবার কক্স-বাজার থেকেও আরও দূরে চলে যাবো সারাদিনের জন্যে—কেমন?'

'ঠিক আছে,' রিয়া বললো। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু লুকাতে চেষ্টা করছো।'

'শনিবারে সব বলবো, রিয়া,' বাদল ওর গাল থেকে চুলের গুচ্ছটা সরিয়ে দিয়ে বললো। 'আমি তোমাকে নিয়ে ভাবছি। শুধু তোমাকে নিয়েই—বিশ্বাস করো। সব শনিবারে বলবো।'

'ঠিক আছে,' রিয়া বললো। 'বাদল আমিও যে তোমাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না, ভালো লাগছে না।' বলে দৌড়ে বের হয়ে গেল গেস্ট হাউস থেকে।

কটেজে ফিরে জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে রাখলো বাদল। সব রকম অবস্থার জন্যে তৈরি থাকা ভালো। যদি ব্যর্থ হয়, যদি পালাতে হয়। পুলিশ এলে আসবে গাড়িতে। তখন পালাতে হবে নৌকায়। কক্সবাজার যাওয়া যাবে না—যেতে হবে অন্য কোথাও— অন্য কোনো নামে। এক সময় কাপতাই-এ বসবাস করেছে বশির নামে। ও নামে কোনো বাজে রেকর্ড নেই। ইচ্ছে করলে ওখানে গিয়ে আবার বশির হতে পারে। অথবা এইবার সে পালিয়ে চলে যেতে পারে রংপুর বা উত্তরের কোনো শহরে। কিন্তু গত দশ বছরে এই অঞ্চলটাই বেশি আপন হয়ে গেছে।

অবশ্যি ভুল হবার সম্ভাবনা কম। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বার বার ভেবেছে বাদল। টাকা রাখার কাপড়ের পাউচে ভরেছে বালি আর গ্যারেজ থেকে নেয়া জং ধরা বল্টু। ওটা গেস্ট হাউসের নিচে—কাঠের পাটাতনের কাছে পানিতে ভিজিয়ে

ফেলে রেখেছে।

প্রণব রায়ের বোটটা ভালো ভাবে পরীক্ষা করে দেখলো ঠিক আছে কিনা। ডিজেল ঢাললো। প্রণব রায়ের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো ডকে দাঁড়িয়ে, 'কি ব্যাপার, কত বড় মাছ মারবেন?'

'হ্যাঁ, শনিবার বেরুবো। দেখি মৎস্য শিকারে ভাগ্য খোলে কিনা!'

এই সময়ই ভুক ভুক শব্দ শোনা গেল। একটা স্পীড বোট আসছে। বাদলকে দেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে এদিক এগিয়ে এলো লোকটা সাঁ করে পানি কেটে। লোকটার চুল ছোট করে কাটা —বয়স চল্লিশের মতো হবে। হাসি মুখে সালাম জানিয়ে বললো, 'মাপ করবেন, এখানে ডিজেল পাবো কোথায়?'

'যেদিক দিয়ে এসেছেন—সাতকানিয়ায় পেতে পারেন,' বাদল বললো। 'অথবা এদিক দিয়ে আরও গেলে একটা বাজার পাবেন। সেখানে উঠে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।'

'ধন্যবাদ,' লোকটা ইঞ্জিন চালু করতে গিয়ে থামলো। আপনি বোধ হয় এ অঞ্চলের লোক নন, ট্যুরিস্ট?'

'ন্‌না,' বাদল বললো চমকে গিয়েই। 'এসেছি চাকুরীতে।

'আমি ট্যুরিস্ট,' লোকটা বললো। 'চমৎকার জায়গা। ইচ্ছে হয় এখানে ঘর বানিয়ে থেকে যাই।'

'স্ত্রীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যান, দেখুন উনি কি বলেন।'

'তাই ভাবছি,' লোকটা হেসে চারদিকটা দেখে বললো। ধন্যবাদ, আসি।'

ইঞ্জিন চালু করে বোট ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকালো।

বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন—আপনাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি—বলুন তো ?'

'বলতে পারছি না,' বাদল বললো। 'হয়তো কক্সবাজার।'

'না, মনে হয় না,' লোকটা বললো। 'আপনি কি মুক্তি যুদ্ধে ছিলেন ?'

সাপের গায়ে পা পড়লেও বোধহয় মানুষ এমন চমকে ওঠে না। মুখ সাদা হয়ে গেল বাদলের। একটা ভয়ঙ্কর শীতে গা কেঁপে গেল থর থর করে। লোকটিও বুঝতে পারলো মনে হয়। অবশ্যি বোট চলতে শুরু করেছে এখন।

'না, আমি যুদ্ধে ছিলাম না।' বাদল বললো কোনোমতে।

'তবে হয়তো অন্য কেউ। আমি ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে শালদা নদীতে ছিলাম। আপনার মতো দেখতে একজন এফ. এফ. আমাদের সঙ্গে ছিল। ওকে আমার মনে আছে অবশ্যি অন্য কারণে। ছেলেটি একজন জেনারেলকে নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিল চট্টগ্রাম। ওখানে ও জেনারেলের গাড়ি চুরি করে একটা মেয়েকে খুন করে।'

বাদল থমকে শুনলো কথাগুলো। লোকটা বললো, 'এত বছর আগের কথা অথচ পুরোটাই মনে পড়ছে। যাই, কিছু মনে করবেন না।'

শব্দ তুলে স্পীড বোট চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বাদল অনেকক্ষণ।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লো সটান হয়ে। আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

দশ বছরে এই প্রথম একজন তাকে চিনে ফেললো। আর চিনলো এমন সময় যখন সে হাজির হয়েছে জীবনের আর এক সন্ধিক্ষণে।

লোকটা কি সন্দেহের কথা জানাবে পুলিশকে? পুলিশ কালকের মধ্যে হাজির হবে পরোয়ানা নিয়ে? অথবা লোক লাগাবে তার ওপর নজর রাখতে?

যা-ই হোক। বসে থাকতে পারে না বাদল। ভাগ্যকে, নিয়তিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে দশ বছরে। তার উপর ভরসা করে এগিয়ে যাওয়াই ভালো।

আটটার দিকে বাদল ভিলায় এলো। চৌধুরীর চেয়ারের পাশে বসে বই পড়ে শোনাচ্ছে রিয়া। নার্স সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখছে। অর্থাৎ খাওয়া হয়ে গেছে।

বাদলকে দেখে রিয়া মৃদু হাসলো।

নার্স বাদলকে দেখে বললো, 'আমি রেডি। বিছানায় তুলে দিতে পারেন।'

চৌধুরীর চোখ একবার বাদল একবার রিয়াকে দেখছে। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে।

বিছানায় তুলে শুইয়ে দিয়ে বাদল বারান্দায় এলো, পেছন পেছন রিয়া।

'খাবার পর বাগানে হাঁটবে?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো রিয়া।

'না,' বাদল বললো। 'আমার কিছু কাজ আছে।'

'বাদল,' রিয়া দাঁড়িয়ে গেল, গভীর দৃষ্টিতে তাকালো বাদলের মুখে। 'তুমি কি মতলব করছো বলবে ? তোমার মুখটা কঠিন হয়ে গেছে, আমার অস্বস্তি লাগছে।'

'আমার অনেকগুলো কাজ করতে হচ্ছে,' বাদল হাসলো। 'শনিবার থেকে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। তুমি ঘরে যাও, পেছনে দেখ, লুৎফিবু দেখছেন।'

'আমি কেয়ার করি না।'

'আমার করতে হয়,' বলে বাদল অন্ধকারে নেমে গেল।

রাত এগারোটার দিকে ভিলার সব আলো নিভলো। রুমানা ভিলায় রয়েছে। আজ লক্ষ্য রাখতে হবে রুমানার গতি-বিধি। বাদল অন্ধকারে বসে আছে বাগানের ঝোপে গেস্ট হাউসের কাছাকাছি।

রাত ঠিক সাড়ে এগারোটায় নদীর দিক থেকে শব্দ এলো। মোটর বোট আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল বেশ অনেকটা দূর থেকেই। তড়িৎ গতিতে বাদল নদীর ঘাটের কাছে চলে গেল। আদিল। মোটর বন্ধ করে দাঁড় বেয়ে বেয়ে আসছে।

আদিলের ছায়া দেখা গেল। কিন্তু ঘাটে নয়। একটু দূরে নেমেছে। নৌকা বেঁধে উঠে আসছে। কোথায় যাবে ও ? আজকেই কি ওদের প্ল্যান হত্যাকাণ্ডের ? কিন্তু রুমানা ভিলা-তে। আদিল কি ভিলায় যাবে ?

অনুসরণ করলো বিশাল ছায়াকে দূরত্ব রেখে। কিন্তু

আদিল ভিলার দিকে যাচ্ছে না। হঠাৎ দাঁড়ালো। তাকালো পেছনে। পলকের জন্যে মনে হলো দেখে ফেলেছে বুঝি। কিন্তু না, ও এগিয়ে গেল গ্যারেজের দিকে। গ্যারেজের ভেতর কি করছে ও! দশ মিনিট পর বের হলো গ্যারেজ থেকে।

আদিল দ্রুতপায়ে নেমে গেল নদীর দিকে। নদীর পাড় ধরে গেল গেস্ট হাউসের দিকে। গেস্ট হাউসের লাইট তখন জ্বলছে। অর্থাৎ রুমানা এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে ওখানে। ওরা চলছে টাইম ধরে। দ্রুত এগিয়ে গেল বাদল। সেদিনের মতো জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ওরা কথা বলছে। ওরা ঠিক নয়, রুমানা বলছে…'বাজনা শুরু না হলে তুমি আসবে না। বাজনা না হলে চলে যাবে।'

'মানে, মাগী তুই আরও সময় নষ্ট করবি আমার?'

'নটায় রেকর্ড চালিয়ে দেবো—তুমি চলে যাবে ভিলায়। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারবে—বুঝেছো?'

'শেখাতে হবে না আমাকে।'

'কাজ শেষ হলে এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করবে না। সোজা চট্টগ্রাম চলে যাবে।' রুমানা বললো।

'বেশি চালাকি দেখাবি না,' গরগর করলো আদিল। 'তার-পর তুই যদি চট্টগ্রাম না আসিস?' আদিল হাসলো, 'আমার টাকা এখনই কিছু চাই—'

'বিশ হাজার নিয়ে চট্টগ্রাম গিয়ে অপেক্ষা করবে। আমি আমার সোনাদানা বেচে সোমবার দেবো লাখখানেক—তুমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে আমার অপেক্ষায় থাকবে—

আমি আসবো এদিকটায় সম্পত্তির হিসাব নিকাশ সেরে—এক কথা কতবার বলবো ?' রুমানা বললো, 'এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। তুমি চেঁচিয়ে, জেদ করে এখন কিছু করতে পারবে না। তোমাকে যে ঠকাবো না সেটা প্রেম-প্রীতি ছাড়াও বাস্তবতা। এত টাকা উদ্ধারের জন্যে একজন শক্ত হাত আমার যেমন চাই, তেমনি এটাকে রক্ষণ করার জন্যে আরও শক্ত হাত চাই। আর তোমাকে ঠকালে আমি বাঁচতে পারবো ?'

খিল খিল হাসি রুমানার।

গরগর শব্দে আদিলের কথা।

বাজনা বেজে উঠলো রেডিও-গ্রামে।

দাঁড়িয়ে রইলো বাদল অন্ধকারে।

এক ঘণ্টা কাটলো।

আদিল বের হয়ে এলো ঘর থেকে। নৌকায় উঠলো। দাঁড় বেয়ে কিছুদুর গিয়ে মোটর চালু করলো। গান থামলো। আলো নিভলো গেস্ট হাউসের ঘরে। একটু পর রুমানা বের হয়ে চলে গেল ভিলার দিকে।

আরও অনেকক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো বাদল।

পাঁচ

পরদিন ভোরে ঠিক আজানের সময় ঘুম ভাঙলো বাদলের। সরু বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে চৌকো নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলো : আজ সেই দিন।

কারও কাশি শোনা গেল, ঘাটের দিকে হাঁটা চলার শব্দ, প্রণব রায়ের দেড় বছরের বাচ্চাটা কাঁদলো, হয়তো বিছানা ভিজিয়েছে। বাদল কাল এতক্ষণে…

কাল কি আমি এ বিছানায় শুয়ে আজান শুনবো, বাদল ভাবলো, না, চট্টগ্রামের জেলে বন্দী। অথবা উখিয়ার কোনো হাটে খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকবো।

ধড়মড় করে উঠে বসলো বাদল। পেটের মধ্যে কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। এত গরম আজ অথচ কেমন শীত শীত লাগছে। আর মাত্র ১৭ ঘণ্টা পর বাদলের হাতে দুজন লোক খুন হবে। আর ২৪ ঘণ্টা পর, এই সময় অজু করতে এসে কেউ কি দেখবে আদিলের লাশটা?

আর একবার পুরো প্ল্যানটার বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে শুরু করে নিজেকে থামালো। না, আর ভাবনা নয়। যথেষ্ট সাবধান হয়েছে বাদল, এর চেয়ে বেশি সাবধান হওয়া

সম্ভব নয়। এখন সবই নিয়তি।

এখন শুধু অপেক্ষা—রাত নটার জন্যে।

উঠে পড়লো বিছানা থেকে। দাড়ি কেটে দাঁত মাজতে মাজতে নদীতে গিয়ে নামলো। সাঁতার কাটলো ঘাটের কাছে থেকেই।

ফিরে এলো ঘরে। পুরানো খবরের কাগজ নিয়েছিল প্রণব রায়ের কাছ থেকে, পড়লো কিছুক্ষণ। অপেক্ষা করলো আটটা পর্যন্ত।

আটটায় এলো ভিলাতে।

নার্স আশাকে এই প্রথম ইউনিফর্ম ছাড়া দেখলো বাদল। ছাই রঙের শাড়ি, সাটিনের ব্লাউস—বাদল চিনতেই পারেনি। এমন কি এই প্রথম অকারণে হেসে বাদলকে সম্ভাষণ জানালো মহিলা।

চৌধুরীকে শেভ করিয়ে গা মুছিয়ে দিয়েছে। নার্স বললো, 'গতরাতে বেশ ছটফট করেছেন।'

বাদল চিন্তিত হয়ে পড়লো। চেয়ারে তুলে চৌধুরীকে নিয়ে বারান্দায় আসতেই দেখলো একটা ডেক চেয়ারে বসে রুমানা, চায়ের কাপ সামনের টি-পয়ে। সাদা শাড়ি পরনে, সকালে গোসল করে চুল মেলে দিয়েছে। দেখে বোঝার উপায় নেই—এই শুভ্র পোশাকের আড়ালে চলছে একটি ভয়ঙ্কর হত্যার পরিকল্পনা। বোঝার নিশ্চয়ই উপায় নেই বাদলের মাথা-য়ও ঘুরছে জোড়া খুনের পরিকল্পনা। রুমানার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, 'তুমি আর মাত্র বারো ঘণ্টা বেঁচে আছো

পৃথিবীতে—অথচ জানো না সে-কথা। শুধু জানো তুমি কোটি টাকার মালিক হতে যাচ্ছো।'

নার্সের জন্যে অফিস থেকে একটা জীপ এলো। নার্স উঠে পড়লো বিদায় নিয়ে।

এটা রুমানার প্রথম চাল।

প্রথম চাল বাদলেরও: ভাবলো বাদল।

'এখন কি করবেন?' রুমানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো।

'ভেবেছিলাম মাছ ধরবো নদীতে।'

'রিয়াকেও নিয়ে যেতে পারেন,' রুমানা বললো। 'ও একা একা বোর হবে।'

'ও বোধহয় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে থাকলেই ভালো,' বাদল বললো। 'চৌধুরী সাহেব আনন্দ পান।'

'না। দিনে থাকবো আমি, রাতে রিয়া,' বললো রুমানা। 'এভাবেই অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। রিয়াকে রেডি হতে বলবো?'

'না গেলেই ভালো,' বাদল বললো। 'আমি প্রণব রায়ের বোটটা মেরামতের জন্যে নেবো। মেরামত করতে করতে মাছ ধরা আর কি!' বাদল বললো, 'আজ আমি একাই যাই, পরে ওকে নিয়ে যাবো।'

'কাল?' রুমানা হাসলো, 'ঠিক আছে।'

বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাদল। নির্জন একটা জায়গায়

এসে বোটটা বেঁধে রেখে নদীতে ছিপ ফেললো। আসলে সময় কাটাতে চায়। আজ এক মিনিট যেন এক একটা ঘণ্টা হয়ে গেছে। আরও বড় কথা লোকের সঙ্গ ভালো লাগছে না। একা একা থেকে ইচ্ছেটাকে তীক্ষ্ণ করে নিতে হবে। যেমন রুমানা দূরে দূরে রাখতে চাইছে রিয়াকে।

এগারোটা নাগাদ সেই লোকটাকে দেখা গেল—বোটে যাচ্ছে। যে যুদ্ধে ছিল বাদলের সঙ্গে। হাত নাড়লো লোকটা। মুখে হাসি। বাদলও দাঁত বের করলো। লোকটার মনে সন্দেহটা নিশ্চয়ই নেই। থাকলে এমন করে হাসতে পারতো না।

দুটো মাছ পেলো। একটা দু'সের ওজনের বোয়াল আর একটি কাতলা সের দেড়েক হবে। মাছ দুটো একটার দিকে পৌঁছে দিলো প্রণব রায়ের স্ত্রীকে। খুশি হলেন মহিলা। এক টুকরো মাছ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেজে দিলেন। দুপুরে আর খেতে গেল না। মাছ ভাজা দিয়ে দু'মুঠো ভাত খেয়ে ঘুমের চেষ্টা করলো। রাতের চিন্তা মাথা থেকে দূরে রেখে মাছি গুণেও ঘুম এলো না। বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলো প্রণব রায় একটা গাছের পরিচর্যা করছে। তার সঙ্গে দু'একটা অর্থহীন কথা বললো। প্রণব রায় সবকিছুতে সায় দিয়ে গেল। এতে গল্প জমে না। নদীর ধারে গিয়ে কয়েকটা ঢিল মারলো পানিতে। ঘড়ি থেমে আছে নাকি! সময় কাটে না কেন?

আরও চার ঘণ্টা। কিছু একটা না করলে সব গোল পাকিয়ে যাবে। উঠে পড়লো বোটে। প্রচণ্ড গতিতে বোট ছুটে চললো সাতকানিয়ার দিকে। মাইলখানেক আসতেই দেখলো

আদিলকে। বসে আছে আদিল তার মোটর বসানো বোটে।
বোটটা বাঁধা রয়েছে একটা গাছের সঙ্গে। বোট দাঁড় করালো বাদল। আদিল কাছাকাছি এসে রয়েছে। চুরুটে আগুন দিলো।

বোট ঘুরিয়ে নিলো বাদল। ঘড়ি দেখছে আদিল। ঘড়ি দেখছে নিশ্চয়ই রুমানাও। তিনজন লোক ঘড়ি ধরে এগিয়ে যাচ্ছে রাত নটার দিকে। তিনজনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হত্যার।

···আবার দেখা হলো সেই লোকটার সঙ্গে। হাত নাড়লো মহাপরিচিত ভাব দিয়ে। বাদল যখন ভিলায় ফিরলো তখন সন্ধ্যা লাগে লাগে। বোটটা ঘাটে রেখে কটেজে আসতেই দেখলো, রিয়া খেলা করছে প্রণব রায়ের তিন বছরের মেয়ের সঙ্গে।

'কোথায় ছিলে সারাদিন?' বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বললো, 'তোমার জন্যে বসে আছি। কথা আছে।'

'চৌধুরীর কাছে মিসেস চৌধুরী আছেন?'

'হ্যাঁ, আমি থাকবো রাতে।'

'মিসেস চৌধুরী থাকতে বলেছেন বুঝি?'

একটু অবাক হয়ে তাকালো রিয়া বাদলের দিকে। বললো, 'হ্যাঁ, ওই বলেছে। কেন?'

'কিছু না।'

'একটা খবর দিতে এসেছিলাম।'

'কি খবর?'

'বাবাকে বললাম তোমার কথা।'

'আমাদের কথা?'

'না। তোমার চাকুরীর কথা। উনি দিতে রাজি। বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। তুমি খুশি?'

'দারুণ।'

'এটাই বলতে এসেছিলাম,' রিয়া বললো। 'সব কথা কাল হবে—ঠিক করে রেখেছো তো?'

কাল রুমানার প্রসঙ্গ সবকিছুকে চাপা দিয়ে দেবে। বাদল বললো, 'ঠিক আছে। কিন্তু মিসেস চৌধুরী ব্যাপারটা খুব ভালো ভাবে নেবে না।'

'তাতে আমাদের বয়ে গেল!' বলে রিয়া দৌড়ে চলে গেল।

রাত সাড়ে সাতটা।

বাদল যখন চৌধুরীর কাছে এলো তখন রুমানা একটা বইয়ে চোখ রেখে বসে আছে। চৌধুরী চেয়ারে বসে একভাবে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। কি ভাবছে?

ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালো রুমানা। বললো, 'আপনি আজ অনেক দেরি করলেন। হাশিমকে শুইয়ে দিন।'

রিয়া ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'রিয়া, ও ঘুমিয়ে গেলে লাইট নিভিয়ে দিও। আমি যাবো গেস্ট হাউসে, অনেকক্ষণ গান শুনবো—নতুন একটা রেকর্ড পাঠিয়েছে আমার এক ভাই।'

বেরিয়ে গেল রুমানা। ঘড়ির দিকে তাকালো বাদল। পৌনে আট। আর এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট। রিয়া হাসলো

বাদলের দিকে তাকিয়ে। বললো, 'আপনি একটু বসবেন?'

'না, থাক। ওঁর ঘুমানো উচিত।'

'আজ রাতে কি করছেন?'

আলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল বাদল। বললো, 'রাতে কাজ নেই তেমন। মাছ ধরার ইচ্ছে ছিল।'

রিয়া অবাক হয়ে তাকালো। উচ্চারণ করলো, 'ও!'

'আপনি যাবেন?'

'না, এ ধরনের বাতিক আমার নেই।' বলে পাশের ঘরে গেল।

বাদল চৌধুরীর উপর ঝুঁকে পড়ে বললো, 'আপনি ভাববেন না, আমি রিয়ার কোন ক্ষতি হতে দেব না।'

'কি বলছো?' রিয়া এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

'বললাম কাল দেখা হবে সকালে।'

বেরিয়ে পড়লো বাদল ঘর থেকে।

'শোনো—' রিয়া ডাকলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো বাদল।

'তোমার কি হয়েছে?'

'কই, কিছু না।'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো কেন?'

'কে বললো?'

'আমি বলছি।'

উত্তর দিল না বাদল। দাঁড়িয়ে রইলো। পেছনে রিয়া।

'আমার একটি প্রশ্নের উত্তর সত্যি করে দেবে?'

'বলো।'

'আমাকে তুমি ভালোবাসো?' খুব আস্তে করে বললো রিয়া।

উত্তর দিতে সময় নিলো বাদল। বারান্দার এ অংশে আলো নেই। পেছন ফিরে ইচ্ছে হলো দেখতে রিয়ার মুখ। দেখলো না। বললো, 'কাল বললে হয় না?'

'না, আজই শুনতে চাই,' রিয়া বললো। 'অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর না পেয়ে আমার ভয় লাগছে। এখ-নই শুনতে চাই।'

'বাসি।' উচ্চারণ করলো বাদল, খুব সাবধানে। গলা যাতে না কাঁপে।

'কাল আরও সুন্দর করে বলতে হবে,' রিয়া বললো।

সামনে রুমানাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে গেল বাদল। ঘর থেকে বেরিয়েছে রুমানা।

'তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম,' রুমানা রিয়ার চলে যাওয়া দেখেছে। গম্ভীর ভাবেই বললো, 'আমার গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। অথচ কাল সকালেই ওটা আমার দরকার। তুমি একটু দেখবে ঠিক করা যায় কিনা? আমি অন্য গাড়ি চালিয়ে আরাম পাই না।'

'আচ্ছা, দেখবো।'

বাদলের দিকে একভাবে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে গেল রুমানা।

আটটা পঁয়ত্রিশ।

আর বাকি পঁচিশ মিনিট।

পকেটে নিয়েছে অটোমেটিক। কোমরে শার্টের নিচে বাঁধা আছে বালি ভরা টাকার থলে। খুব স্থির বাদল, চিন্তা মাত্র একটি, কেবল পেটের মধ্যে শিরশির করছে।

আলো জ্বেলে বসেছে গ্যারেজে। টয়োটার ডালা তুলে ইঞ্জিন দেখছে। আলো যথেষ্ট, হাতে একটা টর্চও আছে।

'কি, সারাতে পারবে মনে হয়?' রুমানা এসে দাঁড়িয়েছে।

কালো প্যাণ্ট শার্ট আজ পরেনি। এটা গোপন অভিসার নয়, সবার সামনে দিয়ে যেতে হবে গেস্ট হাউসে। সবার লক্ষ্য থাকবে গেস্ট হাউস। হত্যাকাণ্ড ঘটবে ভিলাতে। বেশ সেজেছে রুমানা। সাদা শাড়ি ব্লাউজ। গলায় মুক্তোর মালাটা। ভুলেই গিয়েছিল বাদল— এই মালাই হবে হত্যার কারণ। বাদলের ভুল রুমানাই শুধরে দিয়েছে।

'ইচ্ছে করে তার খসিয়ে কেউ জট পাকিয়ে রেখেছে।'

'পারবে না?'

'পারবো। তুমি বলায় চাকরের চাকুরী নিয়ে নিলাম, আর এটা পারবো না?' বাদল হাসলো।

'লাভই তো হয়েছে। চাকর হয়ে প্রভুর কন্যার সঙ্গে…'

'প্রভু-পত্নী যখন বিতাড়িত করেছে—তারপর।'

'ওসব কথা বলে নষ্ট করার সময় আমার নেই,' রুমানা বললো। 'যদি ঠিক করে দিতে পারো তবে ভালো হয়, চলি…'

'খুব ব্যস্ত মনে হয়?'

চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালো রুমানা। বাদল অদ্ভুত

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুমানার দিকে। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলো রুমানাও। হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে গিয়েও গলাটা নামিয়ে নিল, সাপের মতো হিস হিস করে উচ্চারণ করলো, 'বাদল!'

কিন্তু দাঁড়ালো না। প্রায় দৌড়ে বের হয়ে গেল গ্যারেজ থেকে। গেল গেস্ট হাউসের দিকে।

এখন আটটা চল্লিশ।

রুমানাকে আরও তিন মিনিট সময় দিল বাদল। তারপর গ্যারেজের আলোটা জ্বেলে রেখেই গেস্ট হাউসের দিকে গেল। রুমানার পথ অনুসরণ করলো না। বাদল গেল নদীর পার ধরে। অন্ধকার রাত। কিন্তু নদীটা চকচক করছে আকাশের ছায়া পড়ে। গেস্ট হাউস অন্ধকার ছিল। পেছনের ঘরের জানালাটা আলোকিত হলো। কান খাড়া করলো বাদল। বেজে উঠলো গান। রুমানার আঙুল এখনও কন্ট্রোল নবে। হাই-ফাই অ্যাডজাস্ট করছে—শব্দটা বাড়িয়ে দিচ্ছে যতটুকু সম্ভব।

বাদল এসে দাঁড়ালো গেস্ট হাউসের থামের নিচে। ঘড়ি দেখলো: নটা বাজতে নয় মিনিট বাকি। অন্ধকারে কোনো নৌকার ছায়া দেখা যাচ্ছে না। আদিল কি আগেই এসে গেছে? ওৎ পেতে আছে অন্ধকারে? থাকলেও কিছু করার নেই। প্ল্যান মতো এগুতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরের বারান্দায়। দাঁড়ালো বন্ধ দরজার সামনে। কালো গ্লাভস জোড়া বের করে পরে নিল। হাত

রাখলো নবে। বন্ধ। চাবি বের করলো। ঢুকালো কী-হোলে। কুট করে শব্দ হলো। এ শব্দ যাবে না রুমানার কানে। প্রচণ্ড জোরে বাজছে ডোনাসামারের কাতর-সঙ্গীত। শুনলেও ক্ষতি নেই। পিস্তলে হাত রাখলো।

রুমানা চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না।

চাপ দিল দরজায়। পাল্লাটা খুলে গেল। প্রচণ্ড শব্দ ঝাঁপিয়ে পড়লো বাদলের উপর। ভেতরে গেল বাদল। দাঁড়িয়ে আছে রুমানা জানালার কাছে নদীতে চোখ রেখে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর তিন পা এগিয়ে গেল। রুমানা দেখেনি, বুঝতে পারেনি ঘরে বাদলের অস্তিত্ব।

'রুমানা—' ডাকতে হলো বেশ চিৎকার করেই।

চমকে, ভীষণ চমকে ঘুরে দাঁড়ালো রুমানা। মুখটা হাতির দাঁতের মতো সাদা। ভয়ে চোখ ঠিকরে বেরুতে গিয়ে রাগে ক্ষেপে উঠলো। এক পা এগুতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিলো। চিৎকার করে উঠলো চেয়ারটায় ভর দিয়ে, 'এখানে কী?'

'গাড়িটা ঠিক হচ্ছে না।' দু'পা এগুলো বাদল।

রুমানার চোখ ছিটকে গেল তাকের উপর রাখা ঘড়িটার দিকে। আতঙ্কে কদাকার হয়ে গেল সুন্দর মুখটা।

'ঠিক হচ্ছে ~~না~~ তো এখানে কেন—যাও!'

আরও দু'পা এগুলো বাদল। চোখ পাথরের রবীন্দ্রনাথের উপর।

'ওটা ঠিক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বাদল বললো। একটা মিস্ত্রি তুলে আনবো সাতকানিয়া থেকে?'

'বের হও ঘর থেকে।' পাগলের মতো চিৎকার করে উঠ-লো রুমানা। কি কুৎসিত লাগছে ওকে। ভয় পেয়েছে। নটা বাজতে দুই মিনিট—এতোদিনের প্ল্যান বুঝি নষ্ট হয়ে যায়। এখনই এসে পড়বে আদিল। পালাতে হবে আদিল-কে। দ্রুত ছুটে এলো হাই-ফাইয়ের দিকে। এটা বন্ধ করলে-ই ফিরে যাবে আদিল।

নটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা। রুমানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নবের দিকে। চট করে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা তুলে নিয়ে এক ঝটকায় রুমানার কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে।

ক্ষিপ্ত চোখে রুমানা দেখলো বাদলের হাতে মূর্তি। দেখলো হাতের কালো দাস্তানা। এক সেকেণ্ডেই সব বুঝে নিল। চোখে ফুটে উঠলো আতঙ্ক, জান্তব আতঙ্ক। টকটকে লাল ঠোঁট ফাঁক করে চেঁচাবার চেষ্টা করে দু'হাত তুলে মাথা-কে আড়াল করতে গেল। বাঁ হাতে বজ্র মুঠিতে বাদল ধরলো একটা কব্জি, ডান হাতে ধরা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে মারলো ওর মাথায়। রুমানা ছিটকে পড়লো একপাশে গক্ করে শব্দ করে। রবীন্দ্রনাথের নাকটা গেঁথে গেছে মাথায়, ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কার্পেটে। পড়ে আছে রুমানা। ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে রক্ত।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, ঘামের ফোঁটা চোখে যাওয়ায় কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ঝাপসা চোখেই দেখলো রুমানার মৃত মুখ। দু'তিন সেকেণ্ড দাঁড়ালো দম নেবার জন্যে। রক্তে

ভিজে যাচ্ছে কার্পেট, হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে মুক্তোর হারটা ছিঁড়ে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো।

হাই-ফাইয়ে তুমুল গান বাজছে।

চাঁদ উঠেছে নদীর ওপারে পাহাড়ের মাথায়। নদীর পানি চিকচিক করছে। বোট হাউসের বারান্দায় দাঁড়ালো বাদল। নদীতে চোখ রাখলো। প্রায় চারশো গজ দূরে ছোট একটা নৌকার আভাস। গতি দেখে বোঝা যায় দাঁড় বেয়ে আসছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বাদল। সব প্ল্যান মতো হচ্ছে। কিন্তু আদিল পিছিয়ে গেছে কয়েক মিনিট। এখানে এসে পৌঁছাতে ওর দশ মিনিট আরও সময় লাগবে।

মই বেয়ে বোট হাউস থেকে নিচে নামলো বাদল। দাঁড়ালো থামে হেলান দিয়ে। এবার টের পেল পা কাঁপছে, বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে, বন্ধ হয়ে আসছে দম। মনে হলো আর পারবে না, পালিয়ে যাবে। এ অবস্থা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও খারাপ হবে—কি করে মুখোমুখি হবে সে আদিলের।

'হাসান?' নিচু গলায় কে ডাকলো। এমন চমকে উঠলো বাদল-যে আর একটু হলে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠতো। অন্ধকার ঝোপ থেকে বের হয়ে এলো ডাঃ বড়ুয়া।

'কি করছেন, হাসান। আড়ালে আসুন।'

রেডিওগ্রাম তুমুল রবে চারদিকের শব্দ ঢেকে দিয়েছে।

চার দিকের ওই শব্দ আর দূরের নৌকাটা ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। বাদল যেন শুনলো না ডাক্তারের কথা অথবা লুপ্ত হয়েছে নড়াচড়ার শক্তি।

'আদিল আসছে, চলে আসুন, আপনাকে দেখলে আসবে না।' ডাক্তার টেনে নিয়ে গেল বাদলকে, বললো, 'এখানে কি করছিলেন?'

বাদল ভেবেছিল সব ঘটনা ঠিক ঠিক ঘটে যাচ্ছে কিন্তু এ কি হলো! বললো, 'মিসেস চৌধুরীকে বলতে এসেছিলাম গাড়ির কথা।'

'দেখা হলো?'

'ন্‌না।' বাদল বললো। 'দরজা বন্ধ।'

'জানেন ও কি মতলব করেছে?'

'না।'

'ও আর আদিল আজ রিয়াকে খুন করবে ঠিক করেছিল। আদিল নৌকায় আসছে—আমরাও ফাঁদ পেতে রেখেছি।' ডাক্তার চারদিকের অন্ধকার দেখে নিয়ে বললো, 'চারদিকটা ঘিরে রেখেছে পুলিশ।'

বাদলের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হবার উপক্রম।

'ও অবসেসড হয়ে গেছে টাকার লোভে। হাশিমের অ্যাক্সিডেন্টের জন্যেও ও-ই দায়ী। গাড়ির ব্রেক বিগড়ে দিয়েছিল। ও এবার রিয়াকে হত্যা করতো, আর দোষ চাপিয়ে দিত আপনার উপর।'

'এত সব জানলেন কিভাবে?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বাদ-

লের।

'ও-ই বলেছে হাশিমকে। এসব হাশিমকে বলেছে যাতে হাশিম আরও অসুস্থ হয়ে হার্টফেল করে। ভেবেছিল একথা হাশিম কাউকে বলতে না পেরে মারাই যাবে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো,' একটু হাসলো ডাক্তার। 'শক পেয়ে হাশিম বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছে। এসব হাশিমই আমাকে বলে সাবধান করে দিয়েছে। আর হাতেনাতে ওকে ধরার জন্যে এ-কয়দিন মূক-অভিনয় করে গেছে। হাশিম চিরকাল প্ল্যান করে কাজ করে।'

'একথা আমাকে আগে বলেননি কেন?' বললো বাদল। চোখের সামনে রুমানার রক্তাক্ত শরীরটা দেখতে পাচ্ছে বাদল।

'আমি কাউকে বলিনি, রিয়াকেও না। রিয়া জেনেছে এই মাত্র। বাবা-মেয়ে কথা বলছে এখন,' ডাক্তার বললো। 'আপনাকে বলিনি কারণ আপনিও গত কাল পর্যন্ত কৌলুষমুক্ত ছিলেন না।'

'তার মানে?'

'রুমানা বলেছিল হাশিমকে, চট্টগ্রামে একটি মেয়েকে খুন করেছিলেন যুদ্ধের পর,' ডাক্তার বললো। 'আমি আর্মিতে ফোন করি, ওদের জানাই আপনার কথা। ওরাও আপনাকে খুঁজছিল অনেকদিন ধরে। পায়নি। সুবেদার সাহেব, এদিকে আসবেন একটু?'

গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো সেই লোকটা, যাকে

বাদল দেখেছিল বোটে পর পর দুদিন, যে বাদলকে চেনার কথা বলেছিল। লোকটা এখন সামরিক বাহিনীর পোশাক পরে আছে।

'ইনি হলেন সুবেদার আলী আহমেদ,' ডাক্তার বলেন। 'এসেছেন আর্মি প্রোভোস্ট মার্শালের অফিস থেকে। সুবেদার সাহেব, আপনার সাঈদ হাসানকে বুঝে নিন।'

'আমরা আপনাকে গত বছর ছয়েক ধরে খুঁজছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল, দেখেননি?' সুবেদার বললো, 'জেনারেল রঘুপতি রাও ছ'বছর আগে আবার একটা খুন করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন হাতেনাতে, মাদ্রাজে। তিনি অনেক খুনের নায়ক—সবই স্বীকার করে নিয়েছেন—চট্টগ্রাম মার্ডারও। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছে ব্যাপারটা—তাতে আপনার নির্দোষিতার উল্লেখ ছিল। আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম এই মর্মে। যদিও আপনি আর্মির কেউ নন, কিন্তু ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই সব ঘটেছে বলে আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে সব খুলে বলার জন্যে।' স্তব্ধ হয়ে শুনছে বাদল সব কথা। যেন শুনছে অন্য কারো গল্প।

নদীতে পানির শব্দ পাওয়া গেল।

'আসছে,' বলে ডাক্তার ও সুবেদার বসে পড়লো। বাদল বসতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আদিল নয়, নৌকাটা একজন পুলিশ বেয়ে আনছে—দেখেছে সুবেদারও। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কি হলো?'

'স্যার, এ নৌকার লোকটাকে কারা যেন ছোরা মেরে রেখে গেছে,' পুলিশটা চেঁচিয়ে বললো। 'মনে হচ্ছে ওর বিরুদ্ধ দলের লোকেরা খুন করে রেখে গেছে।'

'আমাদের ফাঁদটা কাজ দিলো না, ডাক্তার সাহেব,' সুবেদার বললো। 'এখন মিসেস চৌধুরীকে কি করবেন—ও তো রেহাই পেয়ে যাবে।'

'আমরা গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই,' ডাক্তার বললো। 'হয়তো সব শুনে স্বীকার করে বসতে পারে, চলুন।'

ডাক্তার এগুলো। মই বেয়ে উপরে উঠে গেল দ্রুত।

'ডাক্তার সাহেব, আগে বাজনাটা বন্ধ করে দিতে বলুন,' সুবেদার বললো। 'হাসান সাহেব, আপনি তো মুক্ত। আমি আপনার সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছি—দিয়ে যাবো।'

বাদল এখনও চিন্তা করতে পারছে না। উপরে তাকালো। ডাক্তার এখনই দেখবে রুমানাকে। পালাবে? কিন্তু একটু আগে যা শুনলো তাতে এখনো বজ্রাহত ভাব কাটেনি। যদি বাদল আধঘণ্টা আগে জানতো সবকিছু তবে এ হত্যার প্রয়োজন হতো না।

'আসুন,' উপরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ডাকলো।

সুবেদার বললো, আপনি একাই কথা শুরু করুন। আমি অন্যদের দেখে আসছি।'

ডাক্তার ঘরে ঢুকে পড়লো।

সিগারেট বের করলো সুবেদার। একটি দিল বাদলকে। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বাললো। সিগারেট ধরাতে

গিয়ে ধরালো না—থমকে গেল ।

'আপনার হাতে রক্ত কেন—কেটে গেছে ?' সুবেদার লাইটার নিভালো না। নিচু করলো, 'এ কি ! সারা গায়ে রক্ত যে ! কি করেছেন আপনি ?'

'কেন আমাকে আগে বললেন না ? কেন সেদিন বললেন না, যেদিন আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা হলো ?' প্রথম আস্তে কথাটা উচ্চারণ করেই ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলেননি ?'

'মানে ?'

'আমি এইমাত্র ডাইনীটাকে খুন করে এলাম,' বাদল বললো। 'এ ছাড়া রিয়াকে বাঁচাবার পথ ছিল না। আপনাদের কথা জানলে আজ সবটা ব্যাপার অন্যভাবে ঘটতো।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সুবেদার। হঠাৎ বললো, 'হাসান সাহেব, ঝট করে বোটে উঠুন। ওটা মোটর বোট—স্টার্ট দিয়ে সাতকানিয়ার দিকে চলে যান।'

'কিন্তু আমি তো এখন সত্যিকারের খুনী হয়ে গেলাম !'

'মিসেস চৌধুরীকে খুন করা ছাড়া উপায় ছিল না। আমি পুলিশদেরকে কথা বলে আটকে রাখছি—আপনি পালান।

উপরের ঘরে বাজনাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

'পালান, দেরি করবেন না !' সুবেদার তাগিদ দিলো।

বাদল মুহূর্তে দশ বছরের কথা ভাবলো। তখন মনে আশা ছিল হয়তো জেনারেল রঘুপতি ধরা পড়বে—এখন সে আশাও রইলো না। দশ বছর নয়—এবার পালিয়ে বেড়াতে হবে

সারাটা জীবন।

'কোথায় যাবো? কিসের জন্যে বাঁচবো?' বাদল বললো, 'না, আমি পালাবো না। এইখানেই রইলাম।'

'বোকামি করবেন না, পালান।'

'না, আমি পালাবো না,' বাদল বললো। 'বিশ্বাস করুন আমি ভীষণ ক্লান্ত।'

উপরে জানালায় চিৎকার শোনা গেল। ডাক্তার বললো, 'সুবেদার সাহেব, এখানে খুন হয়েছে—লোকটাকে আটকান যেন পালাতে না পারে।'

'না, উনি পালাবার কোনো চেষ্টাই করছেন না।' বলে এগিয়ে গেল সুবেদার বোট হাউসের দিকে।

বাদল দেখলো অন্ধকারে চকচকে নদীর স্রোত। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো—কিছুই আসলে দেখছে না।

—: সমাপ্ত :—